ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবা খাতে দুর্নীতি
জাতীয় খানা জরিপ ২০১২

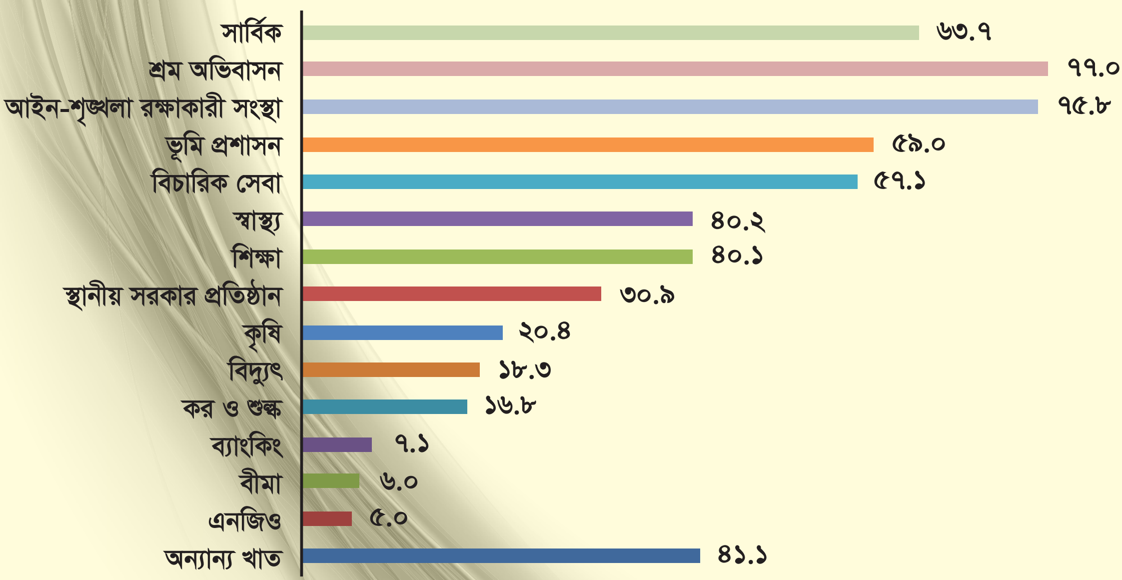

সেবা খাতে দুর্নীতি
জাতীয় খানা জরিপ ২০১২

সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি
ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

বিশেষজ্ঞ দল
অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক ড. এম কবির, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক সালাহউদ্দীন এম আমিনুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়ব, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক সৈয়দ সাদ আন্দালিব, *পেন-স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র*

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

গবেষণা সমন্বয়কারী
শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মো.ওয়াহিদ আলম, শাহজাদা এম আকরাম, সাধন কুমার দাস, মো. রেযাউল করিম, দিপু রায়, তাসলিমা আকতার, এস এম মনজুর-ই-খোদা, শাম্মী লায়লা ইসলাম, জুলিয়েট রোজেটি, ফারহানা রহমান, মো. শাহ্নূর রহমান, নাহিদ শারমীন, রুমানা শারমিন, ফাতেমা আফরোজ, মোরশেদা আক্তার, মোহাম্মদ নূরে আলম, নীনা শামসুন নাহার, মোহাম্মদ হোসেন

তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ
ফারহানা রহমান
মোহাম্মদ নূরে আলম

বিশেষ সহযোগিতা
হাবিবুর রহমান, কবীর আহমেদ
রবিউল ইসলাম, নাজমুল হুদা মিনা, আলী হোসেন

সম্পাদনা
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, শাহজাদা এম আকরাম, মো. ওয়াহিদ আলম, সাদিদ আহমেদ নূরেমওলা

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

ISBN : 978-984-33-8376-1

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ০৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	১
গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা	৩
প্রথম অধ্যায়	
প্রেক্ষাপট	৬
১.১ জরিপের যৌক্তিকতা	৬
১.২ জরিপের উদ্দেশ্য	৯
১.৩ জরিপের আওতা	৭
১.৪ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন	৭
১.৫ জরিপের সময়কাল	৮
১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ	৮
১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	
খানা ও তথ্যদাতার আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য	১১
২.১ খানার বৈশিষ্ট্য	১১
২.২ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য	১১
২.৩ তথ্যদাতা ও খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১২
২.৪ খানাপ্রধানের পেশা	১২
২.৫ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	১৩
২.৬ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয়	১৩
তৃতীয় অধ্যায়	
সেবা খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র	১৫
৩.১ দুর্নীতিতে শিকার হওয়ার হার	১৫
৩.২ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ	১৬
৩.৩ ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ	১৭
৩.৪ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ	১৭
৩.৫ দুর্নীতি ও অনিয়ম: অবস্থান, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি, ও লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য	১৮
৩.৬ ২০১২ খানা জরিপের ফলাফলের সাথে ২০১০-এর খানা জরিপের তুলনা	২০
চতুর্থ অধ্যায়	
খাতওয়ারি দুর্নীতি	২৩
৪.১ শ্রম অভিবাসন	২৩
৪.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	২৭
৪.৩ ভূমি প্রশাসন	৩০
৪.৪ বিচারিক সেবা	৩৪
৪.৫ স্বাস্থ্য	৩৭
৪.৬ শিক্ষা	৪০
৪.৭ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৫
৪.৮ কৃষি	৫০
৪.৯ বিদ্যুৎ	৫৪
৪.১০ কর ও শুল্ক	৫৬

৪.১১ ব্যাংকিং ৫৯
৪.১২ বীমা ৬৩
৪.১৩ এনজিও ৬৭
৪.১৪ অন্যান্য খাত ৬৮

পঞ্চম অধ্যায়

সুপারিশ ৭৪
পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস ৭৭
পরিশিষ্ট ২: বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার ৭৭
পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার শতকরা হার ৭৮
পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ৭৮
পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানার শতকরা হার ৭৯
পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানাগুলোর প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ৭৯
পরিশিষ্ট ৭: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির হার (%) ৮০
পরিশিষ্ট ৮: প্রাক্কলন ৮০

মুখবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কাজ করছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালিত হয়। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সেবা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা নির্ধারণ করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, এই খানা জরিপের সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর বার্লিনভিত্তিক সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচকের কোনো সম্পর্ক নেই। উক্ত সূচকে এই জরিপসহ টিআইবি পরিচালিত অন্য কোনো গবেষণা বা জরিপের তথ্য বিবেচিত হয় না। আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য - প্রথমত নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধারণাসূচকটি মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে টিআইবি পরিচালিত এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামত-নির্ভর জরিপ নয়। বরং এতে তথ্যদাতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সেবা খাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, এ জরিপে নির্ধারিত সেবা খাতে সেবাগ্রহীতা সেবা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সেবা প্রদানকারীর কাছে ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন তার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে দুর্নীতির ধারণাসূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণা-নির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়।

টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ছয়টি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। এবারের জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায় বাংলাদেশের ৬৩.৭% খানা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই খাতগুলোর মধ্যে শ্রম অভিবাসন এবার সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত (৭৭%); এর পরেই রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৫.৮%), ভূমি প্রশাসন (৫৯%), বিচারিক সেবা (৫৭.১%), স্বাস্থ্য (৪০.২%), শিক্ষা (৪০.১%), ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৩০.৯%)। ভৌগোলিক অবস্থানভেদে দুর্নীতির মাত্রা গ্রামাঞ্চলে বেশি, যা এ সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতার উদ্বেগজনক অবস্থার প্রতিফলন। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কৃত প্রাক্কলনে দেখা যায় বাংলাদেশের খানাগুলো জরিপকৃত সেবা খাতে বছরে প্রায় ২১,৯৫৫.৬ কোটি টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৩.৬% এবং জিডিপি'র ২.৪%। বাংলাদেশে ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পেছনে খানাপ্রতি বার্ষিক গড় ব্যয়ের ৪.৮% খরচ হয়, তবে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্নীতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি (মোট ব্যয়ের ৫.৫%),পক্ষান্তরে ধনীদের জন্যে তা তুলনামূলক কম (মোট ব্যয়ের ১.৩.%)। অর্থাৎ এই বিপুল ক্ষতির বোঝা আপেক্ষিক অর্থে দরিদ্র জনগণের ওপরেই বেশি।

তবে আশার কথা, খানা জরিপ সিরিজের এর আগে সর্বশেষ অর্থাৎ ২০১০ এর তুলনায় এবারের জরিপের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সার্বিকভাবে অধিকাংশ খাতেই দুর্নীতি কমেছে দেখা যায়। সার্বিক বিবেচনায় যেখানে ২০১০ সালে উত্তরদাতাদের ৮৪.২% কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছিল, এবারের জরিপ অনুযায়ী একই খাত ও নির্দেশকের ভিত্তিতে এর হার ৫৫.৮%। খাতওয়ারি বিবেচনায়ও স্বাস্থ্য এবং 'অন্যান্য' খাত ছাড়া আর সব খাতেই দুর্নীতির ব্যাপকতার হার কমেছে।

যেসব কারণে সেবা খাতে দুর্নীতির মাত্রা কমেছে বলে অনুমান করা যায় তার মধ্যে রয়েছে জনগণের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, কোনো কোনো সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধমে সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করা, সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণ, কোনো কোনো স্থানীয় সরকার পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং সর্বোপরি নাগরিক সমাজ, এনজিও ও গণমাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী সক্রিয় প্রচারণার ফলে সার্বিকভাবে জনসচেতনতা ও দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান গ্রহণের সুযোগ।

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাস একটি শুভ সংকেত হলেও আত্মসন্তুষ্টির খুব সামান্যই অবকাশ রয়েছে। লক্ষণীয় যে, সুশাসন ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকারের মত খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা এখনো সবচেয়ে বেশি। তাই ব্যষ্টিক পর্যায়ে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাসের প্রবণতাকে এগিয়ে নিতে আইনের বাস্তব, প্রভাবমুক্ত ও কঠোর প্রয়োগ এবং তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। অন্যদিকে সার্বিকভাবে দুর্নীতি হ্রাসের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে বিশেষ করে বড় ধরনের দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণে যেরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। দুর্নীতি যে পর্যায়েই হোক আর এর সাথে সম্পৃক্ততা যারই থাকুক না কেন, কারও প্রতি করুণা বা ভয় না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রগতি ও তা ধরে রাখা অসম্ভব হবে।

এই জরিপ টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তবে অন্যান্য বিভাগের অনেক সহকর্মী গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত, পরামর্শ ও সমালোচনার মাধ্যমে গবেষকদের সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এই গবেষণার জন্য সাময়িকভাবে নিয়োজিত ৯১ জন তথ্য সংগ্রহকারীর অবদান। তাদের অক্লান্ত ও অদম্য পরিশ্রমের ফলেই জরিপের কাজটি সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

এই জরিপের বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ প্যানেল, যার মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক এম. কবির, অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক পি কে মো. মতিউর রহমান এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়ব। তাছাড়া জরিপের পরিকল্পনা পর্যায়ে পদ্ধতিগত বিষয়ে বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন ড. সাদ আন্দালিব। তাঁদের সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত জরিপ পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই জরিপ সম্পন্ন করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

আমরা আশা করছি সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও উপস্থাপিত সুপারিশমালা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

খানা — একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানা প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জরিপে একটি খানায় কমপক্ষে ছয় মাস ধরে বসবাস করেছেন এমন ব্যক্তিকে ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

দুর্নীতি — এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত ঘুষ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জণগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়ত্ত বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে।

সেবা — সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জনগণের আবশ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি কিংবা ফি ছাড়া যে বস্তুগত বা অবস্তুগত কর্তব্য ও দায়িত্ব পরিবেশন করে।

সেবা খাত — জনগণের চাহিদা ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরাসরি নাগরিক সুবিধা প্রদান করে এমন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ জরিপে সেবা খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য — কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন কেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা এই খাতে অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষা — বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) হতে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তি, বেতন, পরীক্ষার ফি, পরীক্ষার নিবন্ধন, বই বিতরণ, উপবৃত্তি ও বিবিধ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সেবাগুলোকে বোঝানো হয়েছে।

স্থানীয় সরকার — ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের জনসংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা এবং অন্যান্য সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা — অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত হিসেবে থানা পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ বা সিআইডি এর কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

বিচারিক সেবা — বিচারিক সেবা বলতে একজন বিচারপ্রার্থী বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য, মামলা পরিচালনার বা পরিচালনায় সহায়তার সাথে জড়িত বা বিচারকার্য পরিচালনা বা পরিচালনায় সহায়তার সাথে জড়িত সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে যে সেবা গ্রহণ করে তাকে বোঝানো হয়েছে।

ভূমি প্রশাসন — ভূমি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন জেলা প্রশাসক/জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের রেকর্ড অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে প্রদত্ত সব ধরনের সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

শ্রম অভিবাসন	কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নেওয়া সেবা বোঝানো হয়েছে। এখানে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার হচ্ছে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), রিক্রুটিং এজেন্ট, বোয়েসেল, এবং পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি ও দালাল যারা শ্রম অভিবাসনের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত থাকে।
কৃষি	সার ও বীজ সরবরাহ, সরকারি ভর্তুকি, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনীসহ অন্যান্য উপকরণের জন্য সরকার প্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
কর ও শুল্ক	ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর আওতায় আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে খানা কর্তৃক টিআইএন (TIN) রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট (Business Identification Number - BIN) রেজিস্ট্রেশন, আয়কর নির্ধারণ, আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক, ভ্রমণ কর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে পণ্যের শুল্ক, ডাক শুল্ক সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে। সেবাগ্রহণকারীর পর্যায় বলতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে সেবাগ্রহীতার ধরনকে বোঝানো হয়েছে।
ব্যাংকিং	সরকারি তফসিলি এবং বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক এবং বহুজাতিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ, ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ, হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, বয়স্কভাতা/ পেনশনের টাকা উত্তোলন এবং অন্যান্য সেবাকে বিবেচনা করা হয়েছে।
বীমা	সরকারি এবং বেসরকারি সব ধরনের বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, সঞ্চয় বীমা, আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা, মোটরযান বীমা, লোকবীমা, গণবীমা প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিদ্যুৎ	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান, যেমন পিডিবি, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওয়েস্টজোন পাওয়ার কোম্পানির গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ওয়াসা	ভোক্তাদের দিক হতে বিভিন্ন ওয়াসার পানি সংক্রান্ত সেবা, যেমন নতুন সংযোগ ও পুনঃসংযোগ দান, মিটার/পাইপ বা যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণ-পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত সেবা প্রদান, চাহিদামাফিক পানির গাড়ির মাধ্যমে পানি সরবরাহ, মিটার রিডিং ও বিল সংক্রান্ত সেবা প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে।
এনজিও	উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বেসরকারি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র সেবা বোঝানো হয়েছে। কার্যক্রমের দিক থেকে সাদৃশ্য থাকায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এই খাতের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
অন্যান্য	সুনির্দিষ্ট ১৩টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। বিআরটিএ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি, পাসপোর্ট, বিটিসিএল, পেনশন, ডাক বিভাগ, ওয়াসা, এমএলএম প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম অধ্যায়

প্রেক্ষাপট

১.১ জরিপের যৌক্তিকতা
১.২ জরিপের উদ্দেশ্য
১.৩ জরিপের আওতা
১.৪ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন
১.৫ জরিপের সময়কাল
১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ
১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

প্রেক্ষাপট

দুর্নীতি দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। গণমাধ্যমসহ সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন আলোচনা ও উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুর্নীতি। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বিশেষ করে দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের প্রয়োগ ও শাসন ব্যবস্থাকে দরিদ্রদের জন্য উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে ক্ষমতাসীন সরকারি দল ও প্রধান বিরোধী দলের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল বিষয় ছিল দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার দৃঢ় অঙ্গীকার।

রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ঘটতে পারে। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনীতি, প্রশাসন ও বেসরকারি খাতের প্রভাবশালীদের যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বড় অংকের অর্থের অবৈধ লেনদেন ঘটে যার প্রভাব সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পরিসরে ব্যাপক। অন্যদিকে বিভিন্ন সেবামূলক খাতে সেবাগ্রহীতার ন্যায্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সেবাদাতা কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের শিকার হতে হয়, যেখানে সাধারণত ছোট অংকের অর্থ বিনিময় হয়। এ ধরনের দুর্নীতির প্রভাব সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে, ব্যষ্টিক পর্যায়ে তাদের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। সেবা খাতে সাধারণ মানুষের দুর্নীতির এই অভিজ্ঞতাই হচ্ছে আমাদের খানা জরিপের ক্ষেত্র।

২০১১ এর মে থেকে শুরু করে ২০১২ এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে এই জরিপের মাধ্যমে। এই প্রতিবেদনে সেবা খাতে ২০১২ এর সার্বিক দুর্নীতির পাশাপাশি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ২০১০ এর সাথে একটি তুলনামূলক চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

১.১ জরিপের যৌক্তিকতা

১৯৯৭ সাল থেকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ নিয়মিত দুর্নীতি বিষয়ক খানা জরিপ পরিচালনা করে আসছে। খানা জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের খানাসমূহ বিভিন্ন সেবা খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে ব্যাপক দুর্নীতির শিকার হয় তার একটি বাস্তব চিত্র উঠে আসে। দুর্নীতি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতার অন্তরায় - এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতির ওপর খানাভিত্তিক জরিপ দুর্নীতির মাত্রা ও প্রকৃতি নিরূপণ করার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মানবাধিকার কমিশন গঠন, বিচার বিভাগের পৃথককরণ প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার আইন, জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ অনুমোদন করে। এসব উদ্যোগ দুর্নীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। কিন্তু প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি অব্যাহত থাকায় দেশের সামগ্রিক সেবা খাতের উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। এ জরিপ বর্তমান সরকার ও ক্ষমতাসীন জোটের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে। এছাড়াও বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে এই জরিপের ফলাফল সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জনগণকে দুর্নীতি বিষয়ে সচেতন করতে এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে সহায়ত করবে।

১.২ জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেবা খাতে খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল -

- বিভিন্ন সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলোর কত ভাগ দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকে তা নির্ণয় করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন খাত ও উপখাতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা;
- বিভিন্ন সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ও অনিয়মের ব্যপকতা (প্রাক্কলিত ঘুষ ও নিয়ম বর্হিভূত অর্থ জাতীয় আয়

ও বাজেটের কত শতাংশ) ও প্রভাব (নগর/পল্লী, দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল পেশা ও শ্রেণীর ওপর) সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা; এবং

- দুর্নীতি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩ জরিপের আওতা

এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। জরিপে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া (ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা) ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই জরিপে ১৩টি সেবা খাতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব খাত মূলত সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রাখে। খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি প্রশাসন, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বীমা, কর ও শুল্ক, শ্রম অভিবাসন এবং এনজিও। উপরোক্ত খাতগুলোর বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও উপখাতে খানার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য প্রশ্নপত্রে আলাদা একটি অংশ সংযোজন করা হয়। বর্তমান জরিপে প্রাপ্ত তথ্য হতে এ ধরনের অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পেনশন, নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত সেবা, পাসপোর্ট, বিটিসিএল, পোস্ট অফিস, রেলওয়ে, ওয়াসা, বিআরটিএ ইত্যাদি। উল্লেখ্য, অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত সেবাগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি প্রকৃতপক্ষে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট সেবা খাতে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব বিবেচনা করে তথ্যদাতা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১.৪ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই জরিপে সারাদেশে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে Three Stage Stratified Systematic Sampling পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত Integrated Multi-Purpose Sampling Frame (IMPS) ব্যবহার করা হয়। জরিপে নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে নমুনার আকার ৭,০০০ নির্ধারণ করা হয়।[১]

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,

n= নমুনার আকার

p= ঘুষ দেয়া খানার হারের অনুপাত

z= Sample Variate যার মান ৯৫% confidence interval-এ ১.৯৬

e= Margin of error[২]

প্রথমে পল্লি এলাকায় ৬০% এবং নগর[৩] এলাকায় ৪০% নমুনা ধরে বিভিন্ন স্তরে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত স্তরের (strata) মোট খানাকে Square Root transformation করে ৭টি বিভাগের ১৮টি স্তরে (strata) নির্বাচিত PSU-এর সংখ্যা বিন্যস্ত করা হয়েছে। IMPS এর ১,০০০ Primary Sampling Unit (PSU) থেকে সারা দেশের ৬৪টি জেলার ৩৫০টি পিএসইউ-এর গ্রাম বা মহল্লা বাছাই করা হয়, যার মধ্যে ২১০টি পল্লি এবং ১৪০টি নগর এলাকায় বিন্যস্ত (পরিশিষ্ট ১)। এইভাবে বিন্যস্ত ৩৫০টি পিএসইউ-তে নমুনার আকার দাঁড়ায় ৭০০০টি। এরপর নমুনায়নের ক্ষেত্রে Non-response ১০% বিবেচনায় রেখে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ২২টি করে খানা, পৌরসভা এলাকায় ২৩টি করে খানা এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২৫টি করে খানা নির্বাচন করা হয়। এর ভিত্তিতে সমন্বয়কৃত (adjusted) নমুনার আকার হয় ৭,৯০৬।[৪]

---

[১] ২০১০ সালের জরিপে ঘুষ প্রদানকারী খানার হার ছিল ৭১.৯% এবং SE ছিল ১.৩ এবং design effect ১.৫৩। সে হিসেবে সূত্রের মাধ্যমে নমুনার আকার ৭,০০০ নির্ধারণ করা হয়।

[২] পূর্বের জরিপ হতে প্রাপ্ত SE বর্তমান গবেষণায় Margin of error হিসেবে ধরা হয়।

[৩] Statistical Metropolitan Area (SMA) এবং অন্যান্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন।

[৪] নমুনায় ২০টি করে খানা নির্বাচনের কথা থাকলেও Non-response বিবেচনা করে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় দুইটি বেশি, পৌরসভা এলাকায় তিনটি বেশি এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাঁচটি বেশি খানা জরিপের জন্য সমন্বয় করা হয়েছে।

সারণি ১.১: সমন্বয়ের মাধ্যমে নমুনায় বিভাগ ভেদে জরিপকৃত খানার বিন্যাস

বিভাগ	ইউনিয়ন পরিষদ	পৌর/ সিটি কর্পোরেশন[৫]	এসএমএ	সার্বিক
ঢাকা	৯৯১	৪৩৭	৫৬৮	১,৯৯৬
চট্টগ্রাম	৭৪৮	৩২২	৩৪৭	১,৪১৭
রাজশাহী	৭২৮	২৫৪	১৪২	১,১২৪
খুলনা	৬৩৮	২৭৯	২৪৪	১,১৬১
বরিশাল	৪৮৫	২০৭	-	৬৯২
রংপুর	৫৯৪	২৯৯	-	৮৯৩
সিলেট	৪৪০	১৮৩	-	৬২৩
মোট খানা	**৪,৬২৪**	**১,৯৮১**	**১,৩০১**	**৭,৯০৬**

জরিপে অন্তর্ভুক্ত মোট খানার সংখ্যা ৭,৯০৬, তার মধ্যে ৭,৫৫৪টি (৯৫.৫%) খানায় জরিপ করা সম্ভব হয়। বাকি ৩৫২টি (৪.৫%) খানার মধ্যে ২৫৭টি (৩.২%) খানা নির্ধারিত সময়ে অনুপস্থিত থাকা এবং ৯৫টি (১.৩%) খানা তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় জরিপ করা সম্ভব হয়নি। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৭,৯০৬টি খানার মধ্যে ৪,৬২৪টি খানা (৫৮.৫%) পল্লি এবং ৩,২৮২টি খানা (৪১.৫%) নগর এলাকায় অবস্থিত।

জরিপের খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়:

১. প্রথম পর্যায়ে দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রতিটি স্তর থেকে পিএসইউ নির্বাচন করা হয়।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি পিএসইউ-কে ১০০ খানা সম্বলিত কয়েকটি segment-এ ভাগ করে একটি segment দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত segment-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি দ্রষ্টব্য বস্তু বা landmark হতে ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে ১০০ খানার তালিকা (লিস্টিং) করা হয়। যেসব পিএসইউ খানার সংখ্যা ১০০-এর কম সেসব ক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট গ্রাম বা মহল্লার পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা মহল্লা (একই মৌজায় অবস্থিত) থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খানা যোগ করে ১০০ খানার তালিকা সম্পন্ন করা হয়।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে তালিকা থেকে Systematic Sampling পদ্ধতির মাধ্যমে ১০০টি খানা থেকে জরিপের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ এলাকা হলে ২২টি, পৌরসভা এলাকা হলে ২৩টি ও সিটি কর্পোরেশন এলাকা হলে ২৫টি করে খানা নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচিত খানাগুলো হতেই একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৫ জরিপের সময়কাল

এই খানা জরিপ ২০১২ সালের ১৫ মে থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত সময়ে ৬৪টি জেলায় পরিচালিত হয়। নির্বাচিত খানাগুলো ২০১১ এর মে থেকে ২০১২ এর এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা গ্রহণের সময় যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

এই খানা জরিপ ৯১ জন তথ্য সংগ্রহকারীর সমন্বয়ে গঠিত মোট ১৩টি তথ্য সংগ্রহকারী দলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। একজন তত্ত্বাবধায়ক ও ছয়জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়ে গঠিত প্রতিটি দল ৪-৭টি জেলায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত খানাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতিটি খানায় একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রধানত খানাপ্রধানের

[৫] Statistical Metropolitan Area (SMA) বাদে অন্যান্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তিনবার পরিদর্শনের পরও খানা-প্রধানকে পাওয়া না গেলে তথ্য প্রদানে সক্ষম খানার অন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যিনি খানার সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা রাখেন বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকারী ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কমপক্ষে স্নাতক। তথ্য সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তত্ত্বাবধায়কদের ক্ষেত্রে দুই বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জরিপ সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল বাধ্যতামূলক। বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগকৃতদের চার দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে প্রশ্নপত্রে খাতওয়ারি কী কী প্রশ্ন রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তথ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা ধারণা দেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে খসড়া প্রশ্নপত্র নিয়ে নিকটবর্তী এলাকায় ফিল্ড টেস্ট করানো হয়। ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মাধ্যমে প্রশ্নপত্রটিকে পরিমার্জিত করা হয় এবং জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। খসড়া প্রশ্নমালা ফিল্ড টেস্ট এবং টিআইবি'র গবেষক ও পরামর্শক দলের পর্যালোচনার পর তা চূড়ান্ত করে জরিপে ব্যবহার করা হয়।

জরিপের সময় তথ্যসংগ্রহকারী প্রতিটি দলের প্রশ্নপত্র পূরণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য টিআইবি'র স্থায়ী গবেষণা দলের একজন করে গবেষক নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়করা নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করে। টিআইবি'র গবেষক ও তত্ত্বাবধায়করা দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাছাই করে পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ২৯.২% বিভিন্নভাবে যাচাই করে (অ্যাকম্পানি চেক ৩৩.৭%, ব্যাক চেক ৩৩.৬%, স্পট চেক ২৯.৭%, টেলিফোন চেক ৫.১%)। যাচাইয়ে কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে তা পূরণকৃত প্রশ্নপত্রে ঠিক করা হয়।

জরিপের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবি'র নিজস্ব স্থায়ী গবেষণা দলের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া জরিপ পদ্ধতি ও প্রশ্নমালা তৈরিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছয়জন বিশেষজ্ঞ গবেষকের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরামর্শক দলের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মধ্যে মূল কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দূর করা। মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেছে এমন দশজন তথ্যসংগ্রহকারীকে প্রশ্নমালা এডিটিং এবং রি-কোডিং এর কাজে নিয়োজিত করা হয়। এই দলটি ৭,৯০৬টি প্রশ্নমালা হতে সব ধরনের অসামঞ্জস্য দূর করে। এরপর পাঁচজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারে উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়। এন্ট্রি সম্পন্ন হওয়ার পর ডাটাবেজ হতে প্রাপ্ত উপাত্ত যাচাই করা হয় এবং খাতভিত্তিক ১০-৩০% প্রশ্নপত্র যাচাই করা হয়।

অবশেষে তথ্য বিশ্লেষক সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে উপাত্ত হতে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণে চূড়ান্ত প্রাক্কলন বা মান নিরূপণ করার জন্য প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে (যা ভর বা weight[৬] হিসেবে বিবেচিত হয়) design based প্রাক্কলন বের করা হয়। বিশ্লেষণের সময় মূলত বিভিন্ন সূচক এবং চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে। জরিপে উল্লিখিত সেবা নেওয়ার সময়ে বাংলাদেশের সবগুলো খানার মোট ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।[৭] তাছাড়া প্রাক্কলনসমূহের নির্ভরযোগ্যতা (reliability) যাচাইয়ের জন্য খাতভিত্তিক Standard Error (SE)[৮] -এর মান বের করা হয়।[৯]

[৬] weight=1/p, যেখানে p=p1*p2*p3; p1=probability of selecting a PSU under a domain, p2=Selection probability of a block, p3=selection probability of a household in a block. পরবর্তীতে বিশ্লেষণের সময় খানাগুলোকে ভর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

[৭] প্রথমে ভর দিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষ প্রাক্কলন করা হয় এবং গড় ঘুষকে মোট খানা দিয়ে গুণ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে মিথক্রিয়ার অনুপাত দিয়ে গুণ করে মোট ঘুষ প্রাক্কলন করা হয়।

[৮] সমগ্র population থেকে তথ্য নিয়ে proportion বের করা হলে তা প্রকৃত মান প্রকাশ করে। কিন্তু population থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন করায় প্রাপ্ত proportion-এর একটি আনুমানিক মান পাওয়া যায় যা প্রকৃত মান থেকে কম-বেশি হতে পারে। নমুনা থেকে প্রাপ্ত এই আনুমানিক পার্থক্য পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয় যা SE নামে পরিচিত। খাতভিত্তিক নমুনা এবং SE পরিশিষ্টে দেখানো হল।

[৯] খাতভিত্তিক নমুনা এবং SE পরিশিষ্টে দেখানো হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খানা ও তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

২.১ খানার বৈশিষ্ট্য
২.২ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য
২.৩ তথ্যদাতা ও খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা
২.৪ খানাপ্রধানের পেশা
২.৫ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়
২.৬ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয়

খানা ও তথ্যদাতার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে, এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। জরিপে একটি খানায় কমপক্ষে ছয় মাস ধরে বসবাস করেছেন এমন ব্যক্তিকে ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই জরিপে নমুনা হিসেবে খানাগুলোকে এমনভাবে নেওয়া হয়েছে যাতে তা বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের জনমিতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সূচক নির্দেশ করতে পারে। এ অধ্যায়ে জরিপ থেকে প্রাপ্ত খানার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

২.১ খানার বৈশিষ্ট্য

জরিপকৃত খানার নারী-পুরুষের শতকরা হার সারণি ২.১ এ দেওয়া হলো। জরিপে দেখা যায় নারী-পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ৪৮.৯% এবং ৫১.১% যা জাতীয় নারী-পুরুষের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন।[১০]

সারণি ২.১: জরিপকৃত খানার নারী-পুরুষ অনুপাত

খানার সদস্যদের লিঙ্গ	শতকরা হার
নারী	৪৮.৯
পুরুষ	৫১.১
সার্বিক	**১০০.০**

জরিপে দেখা যায়, খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৭৬।[১১] ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের খানার সদস্য সংখ্যার হার ৬৩% এবং ১৮ বছরের নীচের সদস্য সংখ্যার হার ৩৭%। ১.৩% খানায় প্রতিবন্ধি আছে।

চিত্র ২.১: খানাপ্রধানের লিঙ্গ

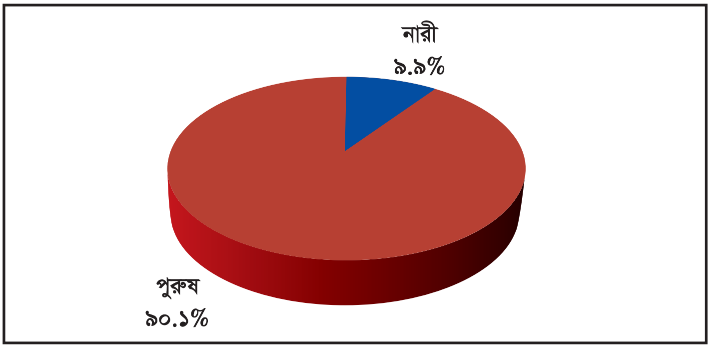

জরিপকৃত খানার খানাপ্রধানের গড় বয়স ৪৫ বছর এবং ৯০.১% পুরুষ। খানাপ্রধানের ৯২.৫% বিবাহিত, ২.৫% অবিবাহিত, ৪.৩% বিধবা, ০.৪% বিপত্নীক, ০.২% পরিত্যক্ত এবং ০.১% তালাকপ্রাপ্ত।

২.২ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য

সারণি ২.২ এ তথ্যদাতার ধরনের সাথে তার এলাকার অবস্থানের বিন্যাস দেখানো হয়েছে। যদিও এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল খানা-প্রধানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় খানা-প্রধান অনুপস্থিত থাকায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খানার অন্য এমন সদস্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যে খানার সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে। সার্বিকভাবে প্রায় ৬৬% তথ্যদাতা হচ্ছে খানা-প্রধান নিজে এবং বাকি ৩৪% খানার অন্য একজন সদস্য। তথ্যদাতা হিসেবে খানা-প্রধানকে শহরাঞ্চল এলাকার তুলনায় পল্লি এলাকায় বেশি পাওয়া গেছে। তথ্যদাতার মধ্যে প্রায় ৬৪%

[১০]জাতীয় নারী-পুরুষের শতকার হার যথাক্রমে ৫০.০৬ এবং ৪৯.৯৪, বিবিএস, ১৫মার্চ, ২০১১।
[১১]জাতীয় খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৪, বিবিএস, ১৫মার্চ, ২০১১।

পুরুষ এবং ৩৬% নারী। জরিপে তথ্যদাতার গড় বয়স ৪১ বছর। তথ্যদাতার ৮৮.৭% বিবাহিত, ৬.৪% অবিবাহিত, ৪.২% বিধবা, ০.৩% বিপত্নীক, ০.২% পরিত্যক্ত এবং ০.২% তালাকপ্রাপ্ত।

সারণি ২.২: তথ্যদাতার ধরন

তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য	তথ্যদাতার অবস্থান (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
তথ্যদাতার ধরন			
খানা প্রধান স্বয়ং	৬৬.৪	৬৫.৯	৬৬.৩
খানার অন্য সদস্য	৩৩.৬	৩৪.১	৩৩.৭
তথ্যদাতার লিঙ্গ			
নারী	৩৫.০	৩৭.২	৩৫.৮
পুরুষ	৬৫.০	৬২.৮	৬৪.২

২.৩ তথ্যদাতা ও খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা সমাজে একজন মানুষের জীবন-যাপনের ধরন ও সামাজিক অবস্থান নির্ধারনে প্রভাব রাখে। এছাড়াও শিক্ষা মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উন্নতি সাধনে ও পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলায় সহায়তা করে। সারণি ২.৩ এ তথ্যদাতার এবং খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখানো হয়েছে। সারণি থেকে দেখা যায়, ৫৫% এর বেশি তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক পর্যায়ের বা তার বেশি এবং খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের বা তার বেশি এ হার ৫৩.৩%। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল ভেদে তথ্যদাতাদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তির হার শহরাঞ্চলে বেশি ছিল। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক পর্যায়ের বা তার বেশি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির হার ৪৯.১% যা শহরাঞ্চলে ৬৯.২%।

সারণি ২.৩: তথ্যদাতা ও খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	খানার শতকরা হার	
	তথ্যদাতা	খানাপ্রধান
নিরক্ষর	১৩.২	১৫.২
সাক্ষর	৩১.২	৩১.৫
প্রাথমিক	৩১.৯	২৮.৪
মাধ্যমিক	৯.৭	৯.৯
উচ্চ মাধ্যমিক	৯.৭	১০.২
স্নাতক ও তদূর্ধ্ব	২.৭	৩.০
অন্যান্য[১২]	১.৬	১.৮

২.৪ খানাপ্রধানের পেশা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় সঙ্গত কারণেই খানার প্রধান পেশা হিসেবে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছে কৃষিকাজ। সার্বিকভাবে এ হার ২০.৬% (সারণি ২.৪)। প্রধান পেশা হিসেবে শ্রমজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসার উল্লেখ করে যথাক্রমে ২০.৫% ও ১৪.৯%। এখনও গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজ প্রধান্য পেলেও শ্রমজীবী পেশা ও ক্ষুদ্র ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল খানাপ্রধানের সংখ্যা কম নয়। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে খানাপ্রধানের পেশা হিসেবে চাকরি (সরকারি ও বেসরকারি) এবং শ্রমজীবীর সংখ্যা বেশি পাওয়া যায়।

[১২] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন বা স্বশিক্ষায় শিক্ষিত, ধর্মীয় শিক্ষা। খাতভিত্তিক নমুনা এবং SE পরিশিষ্টে দেখানো হল।

সারণি ২.৪: খানাপ্রধানের পেশা

খানাপ্রধানের পেশা	খানার শতকরা হার		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
কৃষিকর্ম	২৮.১	৫.০	২০.৬
শ্রমজীবী (দিনমজুর/ ক্ষেতমজুর/ শ্রমিক/রিক্সাচালক)	২১.৩	১৯.০	২০.৫
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৪.৩	১৬.৩	১৪.৯
বেসরকারি চাকরি	৬.৪	১৪.০	৮.৯
সরকারি চাকরি	৫.৪	৯.১	৬.৬
মাঝারি ব্যবসা	৪.৩	১০.৮	৬.৪
অবসরপ্রাপ্ত	৪.১	৭.১	৫.১
পেশাজীবী (ডাক্তার/ আইনজীবী/ ইঞ্জিনিয়ার/ শিক্ষক)	১.৫	৩.৪	২.১
অন্যান্য[১৩]	১৪.৭	১৫.৩	১৪.৯

২.৫ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়

তথ্যদাতা খানার মধ্যে ৮৫.৪% খানাপ্রধান ইসলাম ধর্মাবলম্বী। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশে মুসলমান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৮৯.১ এবং ৯.২।

চিত্র ২.২: খানাপ্রধানের ধর্ম

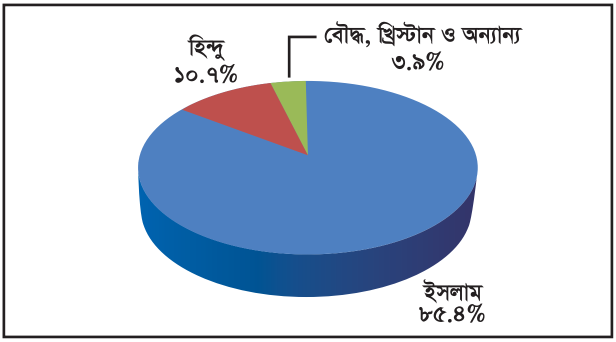

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বাঙ্গালি নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের অধিকারী। জরিপে ৯৫.৪% খানাপ্রধান বাঙ্গালি এবং বাকি ৪.৬% খানাপ্রধান অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[১৪]

সারণি ২.৫: খানাপ্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়

নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	খানার শতকরা হার		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
বাঙালি	৯৪.৮	৯৬.৬	৯৫.৪
আদিবাসী বা অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	৫.২	৩.৪	৪.৬

২.৬ খানার গড় মাসিক আয় ও ব্যয়

জরিপকৃত খানার গড় মাসিক আয় ১৪,৫১৯ টাকা।[১৫] গ্রাম ও শহরাঞ্চলে এই গড় মাসিক আয় যথাক্রমে ১২,৩১৭ টাকা ও ১৯,০৬৪ টাকা। অন্যদিকে জরিপকৃত খানার গড় মাসিক ব্যয় ১১,৮৭৬ টাকা।[১৬] গ্রাম ও শহরাঞ্চলে এই গড় মাসিক ব্যয় যথাক্রমে ১০,৪৬৯ টাকা ও ১৪,৭৭৮ টাকা।

[১৩] বৃহৎ ব্যবসা, শিক্ষার্থী, গৃহকর্মী, জেলে,/কামার/কুমার/তাঁতি, গৃহিনী, বেকার ইত্যাদি।
[১৪] জাতীয় খানার ৯৮.৮৯% বাঙালি এবং ১.১১% অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী , বিবিএস, ১৫ মার্চ, ২০১১।
[১৫] জাতীয় খানার গড় মাসিক আয় ১১,৪৭৯ টাকা, আয় ও ব্যয় জরিপ রিপোর্ট, ২০১০, বিবিএস।
[১৬] জাতীয় খানার গড় মাসিক ব্যয় ১১,২০০ টাকা, আয় ও ব্যয় জরিপ রিপোর্ট, ২০১০, বিবিএস।

তৃতীয় অধ্যায়

সেবা খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র

৩.১ দুর্নীতিতে শিকার হওয়ার হার
৩.২ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ
৩.৩ ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ
৩.৪ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ
৩.৫ দুর্নীতি ও অনিয়মঃ অবস্থান, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি, ও লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য
৩.৬ ২০১২ খানা জরিপের ফলাফলের সাথে ২০১০-এর খানা জরিপের তুলনা

সেবা খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র

২০১২ এর খানা জরিপে দেখা যায় সারাদেশে জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৯.৭% কোনো না কোনো খাত হতে সেবা নিয়েছে (সারণি ৩.১)। সকল খাতের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে সেবা নেওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। এক বছরে এ খাতে ৭৯.৯% খানা এক বা একাধিক সদস্যের জন্য সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য যেসব খাত থেকে উল্লেখযোগ্য হারে খানাগুলো সেবা গ্রহণ করেছে সেগুলো হল শিক্ষা (৭১.২%), স্থানীয় সরকার (৪৭.৬%), বিদ্যুৎ (৪৫.৫%) ও ব্যাংক (৪৪.৫%)। অন্যদিকে সবচেয়ে কম হারে সেবা নিয়েছে কর ও শুল্ক খাত (২.৫%) থেকে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাত থেকে যথাক্রমে ৯.২% এবং ৮.৬% খানা সেবা নিয়েছে।

সারণি ৩.১: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার (%)

সেবা খাত	খানার শতকরা হার		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
স্বাস্থ্য	৭৮.৯	৮২.০	৭৯.৯
শিক্ষা	৭০.৪	৭২.৭	৭১.২
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৪.৮	৫৩.৩	৪৭.৬
বিদ্যুৎ	৩৮.১	৬০.৭	৪৫.৫
ব্যাংকিং	৩৬.৬	৬০.৭	৪৪.৫
এনজিও	৪০.৬	৩২.৫	৩৭.৯
কৃষি	৪১.৬	১২.৩	৩২.০
বীমা	২৩.৩	২৬.১	২৪.২
ভূমি প্রশাসন	১৫.৫	১৮.৮	১৬.৬
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৮.৮	১০.১	৯.২
বিচারিক সেবা	৮.৭	৮.৫	৮.৬
শ্রম অভিবাসন	৩.২	৩.০	৩.২
কর ও শুল্ক	০.৮	৬.০	২.৫
অন্যান্য খাত[১৭]	১০.৭	১৯.৯	১৩.৭
সার্বিক	**৯৯.৮**	**৯৯.৬**	**৯৯.৭**

শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল ভেদে দেখা যায়, অধিকাংশ খাতে খানাগুলো প্রায় একই হারে সেবা নিয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলের খানাগুলো শহরাঞ্চল থেকে বেশি হারে কৃষি ও এনজিও খাত থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং এবং কর ও শুল্ক খাত থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের খানাগুলো অধিক হারে সেবা নিয়েছে।

৩.১ দুর্নীতিতে শিকার হওয়ার হার

সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৩.৭% সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো দুর্নীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে (চিত্র ৩.১)। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শ্রম অভিবাসন খাতে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা ছিল সর্বাধিক। যেসব খানা এ খাত থেকে সেবা নিয়েছে তাদের ৭৭% কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়। দুর্নীতির মাত্রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৫.৮%) ও ভূমি প্রশাসন (৫৯.০%)। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ খাতে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৪০.১% ও ৪০.২% দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়।

[১৭] অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে বিআরটিএ, ওয়াসা, পাসপোর্ট, নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি, বিটিসিএল, ডাক ইত্যাদি।

চিত্র ৩.১: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির ও অনিয়মের শিকার হওয়া খানার হার (%)

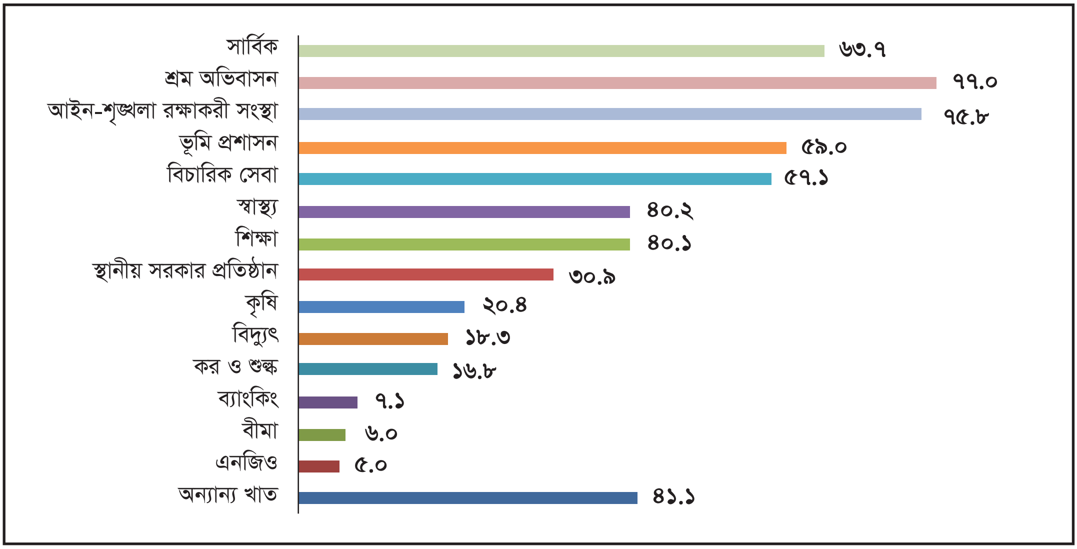

৩.২ ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

বাংলাদেশে সেবা খাতে সংঘটিত দুর্নীতিগুলোর মধ্যে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া অন্যতম। দেখা যায় সার্বিকভাবে সেবা খাতগুলো থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ৫৩.৩% ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে (সারণি ৩.২)।

সারণি ৩.২: বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ নেওয়ার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ

সেবা খাত	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার (%)	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় পরিমাণ (টাকা)
শ্রম অভিবাসন	৭৭.০	১,৯৯,৬৭৬
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৬.৯	৭,০৮০
ভূমি প্রশাসন	৫৪.৮	৭,৮০৭
বিচারিক সেবা	৩৮.১	১১,৭১১
শিক্ষা	৩০.৭	১০০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৫.৫	৩৯৬
স্বাস্থ্য	২১.৫	২৫৮
কৃষি	১৬.২	২৪৫
কর ও শুল্ক	১২.৪	৩,৪৮২
বিদ্যুৎ	১২.০	১,৭২৫
ব্যাংকিং	৪.৯	২,৩১৮
বীমা	৩.২	৯,২২২
এনজিও	১.৬	৮৩১
অন্যান্য	৩৪.০	১০,১৯৩
সার্বিক	**৫৩.৩**	**১৩,০৮৪**

আরও দেখা যায়, শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো সর্বাধিক হারে (৭৭.০%) নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং ভূমি প্রশাসন, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৬৬.৯% ও ৫৪.৮% নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

জরিপের বিবেচ্য সময়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে সার্বিকভাবে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় গড়ে ১৩,০৮৪ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। এর পরিমাণ শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক, যেখানে গড়ে ১,৯৯,৬৭৬ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে।[১৮] বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো গড়ে ১১,৭১১ ও বীমা খাতে ৯,২২২ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতে যথাক্রমে গড়ে ২৫৮ ও ১০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে।

৩.৩ ঘুষ ও নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ

বিভিন্ন সেবা নিতে যেয়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ৫৩.৩%-কে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। এই অর্থ দেওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতারা এক বা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। ৫২.৫% খানা টাকা না দিলে সেবা না পাওয়া, ৪২.৪% খানা নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দ্রুত সেবা পাওয়া, ২৭.৮% খানা নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া, ১৬.৩% খানা হয়রানি বা জটিলতা এড়ানো, ১২.৮% খানা প্রভাবিত করা এবং ৭.৫% খানা অন্যান্য কারণে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে।

চিত্র ৩.২: ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)

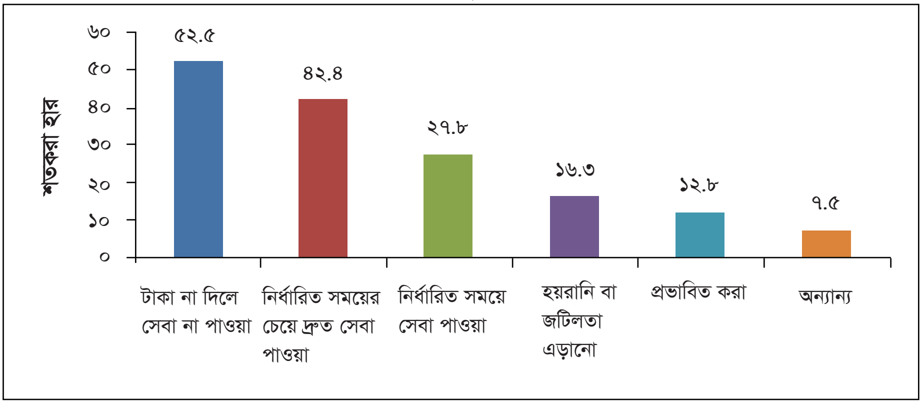

৩.৪ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

২০১১ সালের আদম শুমারির তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট খানার সংখ্যা ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৯৬। এই হিসাবে মে ২০১১-এপ্রিল ২০১২ সময়কালে খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে জাতীয়ভাবে যে পরিমাণ ঘুষ বা অবৈধ অর্থ দিয়েছে তার একটি প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, এই সময়ে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে যে অর্থ দিয়েছে তার পরিমাণ ২১,৯৫৫.৬ কোটি টাকা। এ প্রাক্কলন অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দেওয়া হয়েছে শ্রম অভিবাসনে, যার পরিমাণ ১৪,৬৩১.১ কোটি টাকা; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে যথাক্রমে ভূমি প্রশাসন (২,২৬১.২ কোটি টাকা) ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (১,৩৩৭.৩ কোটি টাকা)। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের খানাগুলোর প্রাক্কলিত মোট ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের এই পরিমাণ চলতি বাজারমূল্যে ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপি'র[১৯] ২.৪% এবং জাতীয় বাজেটের[২০] ১৩.৬%। ২০১০-এর জরিপে জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ছিল ৯,৫৯১.৬ কোটি টাকা যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাংলাদেশের জিডিপি'র[২১] ১.৪% এবং জাতীয় বাজেটের[২২] ৮.৭% । ২০১০ সালের জরিপের তথ্য থেকে দেখা যায়, খানা প্রতি গড় নিয়ম বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ৩,১৮৪ টাকা যা ২০১২ সালের জরিপে বেড়ে ৬,৯০০ টাকা হয়েছে।

[১৮] উল্লেখ্য, নিয়ম অনুযায়ী অভিবাসন ব্যয় হিসেবে পুরুষদের জন্য সর্বোচ্চ ৮৪,০০০ টাকা ও নারীদের জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা নির্ধারিত রয়েছে। জরিপে অভিবাসনে ব্যয়িত অতিরিক্ত অর্থ প্রাক্কলন করার জন্য প্রথমত মোট ব্যয়িত অর্থ থেকে নির্ধারিত সর্বোচ্চ অনুমোদিত অর্থ বিয়োগ করা হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত অভিবাসন বৈধ কিনা অর্থাৎ বৈধ ভিসায় গিয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হয়েছে।

[১৯] চলতি বাজারমূল্যে ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার ৯,১৪,৭৮৪ কোটি টাকা (সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২)

[২০] ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ১,৬১,২১৩ কোটি টাকা।

[২১] চলতি বাজারমূল্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার ৬,৯০,৫৭১ কোটি টাকা (সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০)

[২২] ২০০-১০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ১,১০,৫২৩ কোটি টাকা

সারণি ৩.৩: ২০১০ এবং ২০১২ সালের জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণের তুলনামূলক চিত্র

সেবা খাত	খানা প্রতি গড় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা)	খানা প্রতি গড় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা)	জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)	জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)
	২০১২	২০১০	২০১২	২০১০
শ্রম অভিবাসন	১,৪৩,৪৯৪	-	১৪,৬৩১.১	-
ভূমি প্রশাসন	৪,২৭৫	১,১৬৫	২,২৬১.২	৩,৫১৯.৪
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৪,৫৬২	১৬৬	১,৩৩৭.৩	৫০১.৪
বিচারিক সেবা	৪,২৬৬	৫৩৬	১,১৬৯.০	১,৬১৯.২
বিদ্যুৎ সেবা	২০৪	২৬৯	২৯৫.৮	৮১২.৬
বীমা সেবা	২৫৪	৬৬	১৯৫.৯	১৯৯.৪
ব্যাংকিং	১১৩	১৩০	১৬০.২	৩৯২.৭
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৯৯	২০৮	১৫০.২	৬২৮.৩
স্বাস্থ্য	৫৫	৫৬	৭০.৩	১৬৯.১
শিক্ষা	৩১	৩৬	৭০.৩	১০৮.৭
কৃষি	৪০	৭৪	৪০.৮	২০৩.৬
কর ও শুল্ক	৪৩১	৭৪	৩৪.৩	২২৩.৫
এনজিও	১৩	১৪	১৫.৭	৪২.২
অন্যান্য	৩,৪০৭	৩৮৩	১,৪৮৭.৩	১,১৫৭.০
সার্বিক	**৬,৯০০**	**৩,১৮৪**	**২১,৯৫৫.৬**	**৯,৫৯১.৬**

৩.৫ দুর্নীতি ও অনিয়ম: অবস্থান, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য

জরিপের তথ্য অনুযায়ী সেবা খাতে দেওয়া মাথাপিছু গড় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ১,৪৫২ টাকা। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের খানাগুলো শহরাঞ্চলের খানাগুলোর তুলনায় সেবা খাত থেকে দুর্নীতির শিকার বেশি হয় (পরিশিষ্ট ৪)। গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৬৫.৪%, যেখানে শহরাঞ্চলে এ হার ৫৯.৯%। নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ব্যবধান আরও প্রকট। গ্রামাঞ্চলে খানাগুলোর ৫৬.৭% সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে এ হার ৪৬%।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় আয় এবং ব্যয়ের বিভিন্ন স্তরে খানাগুলোর দুর্নীতি হয়রানির ভিন্নতা রয়েছে। সাধারণ প্রবণতা (trend) হিসেবে আয় ও ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্নীতির শিকার খানার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পেছনে কারণ হিসেবে যে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে সেটি হল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে সেবা প্রদানকারীদের ঘুষের বিনিময়ে সেবা দেওয়া ও সেবা গ্রহীতাদের দ্রুত ও সহজ উপায়ে সেবা নেওয়ার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার পূর্বে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গড়ে সেবা গ্রহণের খাত সংখ্যারও বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়ে থাকতে পারে। আয় ও ব্যয়ের অনুপাতে প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ দরিদ্র খানাগুলির তুলনামূলক বেশি এই হিসাবে দুর্নীতির বোঝা তাঁদের ওপরেই অধিক। আটটি ভিন্ন ভিন্ন আয় এবং ব্যয় শ্রেণিতে খানাগুলোর অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হওয়ার হার বিশ্লেষণে দেখা যায়, যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার নিচে তাদের যথাক্রমে ৬৫.২% এবং ৬৫% গত এক বছরে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে (চিত্র ৩.৩ ও ৩.৪)। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ৬৪,০০০ টাকার বেশি সেসব খানার যথাক্রমে ৬৮.৮% এবং ১০০% গত এক বছরে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৩.৩: আয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

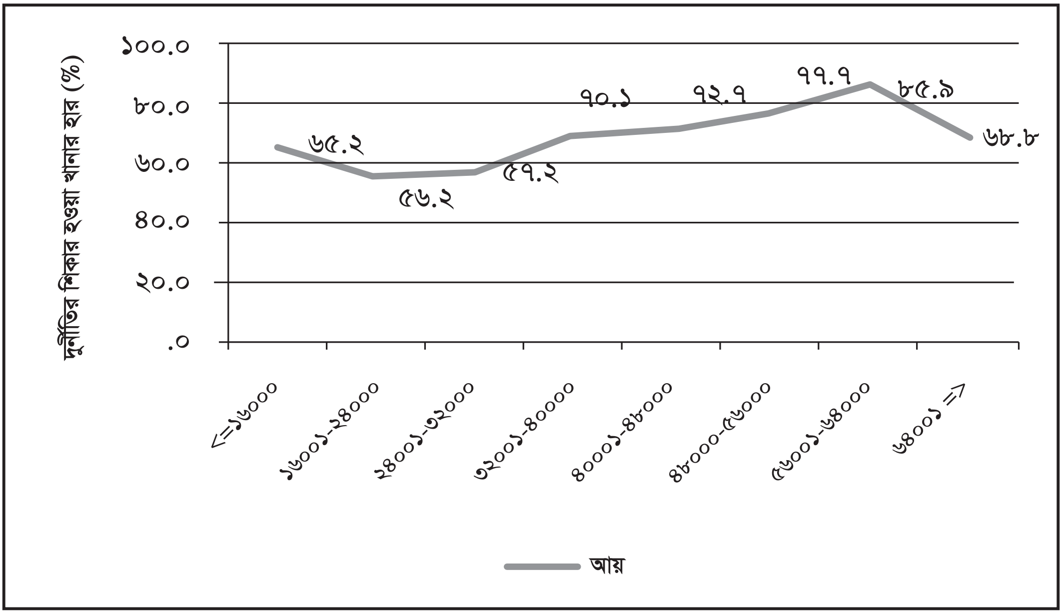

চিত্র ৩.৪: ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

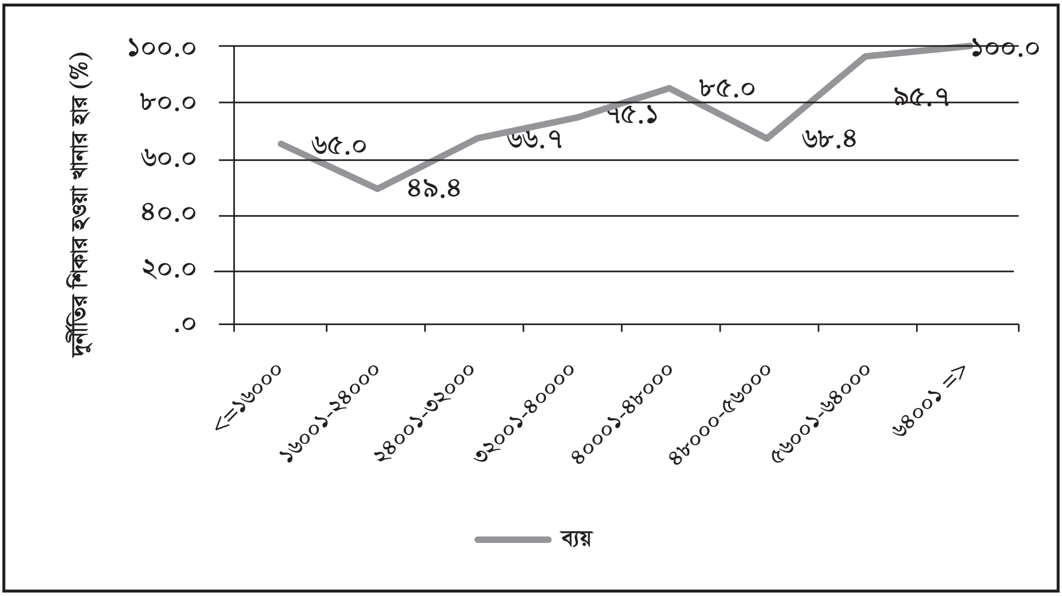

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো তাদের বার্ষিক ব্যয়ের ৪.৮% নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ হিসাবে ব্যয় করে। নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের হারের ক্ষেত্রে নিম্ন আয় এবং ব্যয়ের খানাগুলোর মোট আয় এবং ব্যয়ের ওপর নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের ভার বা বোঝা তুলনামূলক বেশি (চিত্র ৩.৫ ও ৩.৬)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার নিচে সেসব খানা বছরে মোট যে পরিমাণ নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেয় তা তাদের মোট আয় এবং ব্যয়ের যথাক্রমে ৪.৫% ও ৫.৫%। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ৬৪,০০০ টাকার ওপরে তাদের মোট বার্ষিক আয় এবং ব্যয়ের যথাক্রমে ১.৭% এবং ১% নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ হিসেবে ব্যয় করে।

চিত্র ৩.৫: আয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার (%)

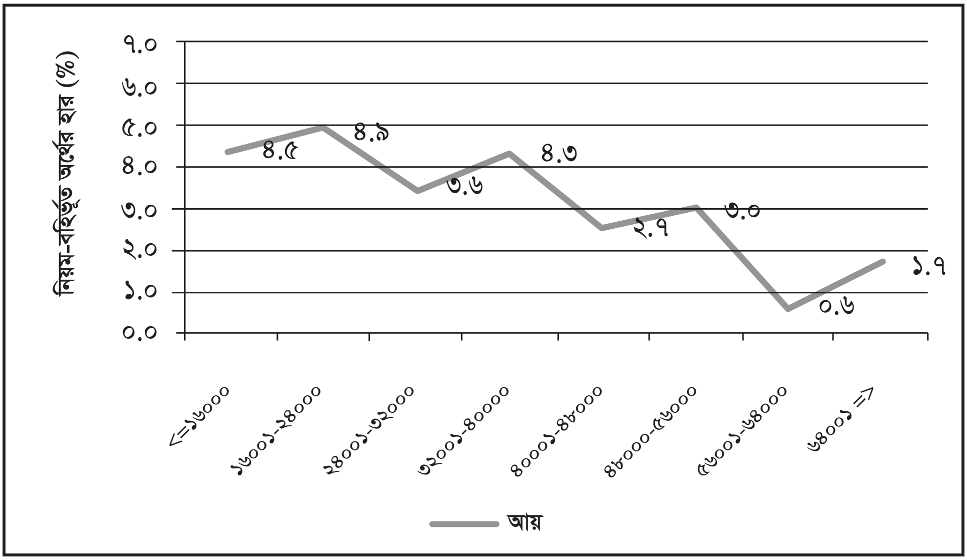

চিত্র ৩.৬: ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার (%)

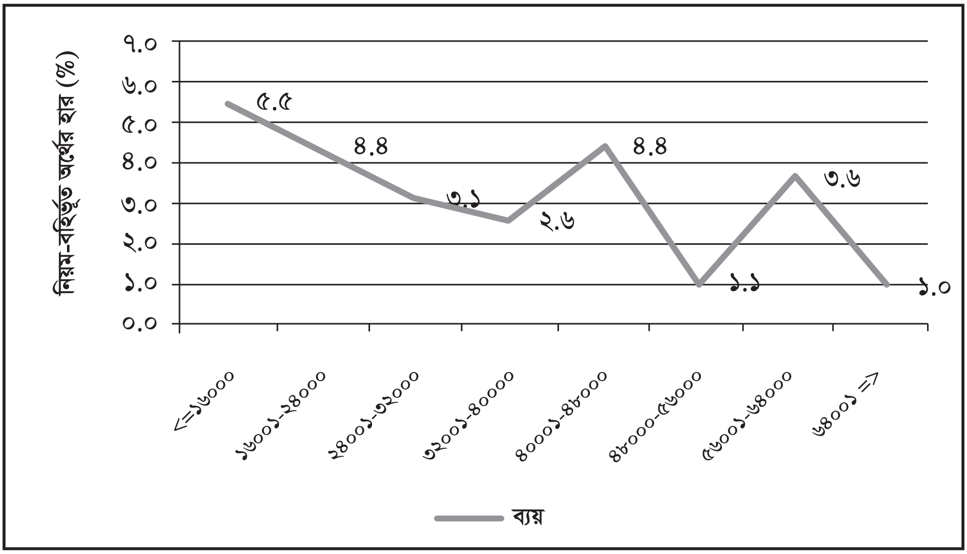

লিঙ্গভেদে সেবাগ্রহীতাদের ওপর দুর্নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জরিপে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৪৪.১% নারী এবং ৫৫.৯% পুরুষ। দেখা যায় খাতভেদে স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, এনজিও, ব্যাংকিং, বিদ্যুৎ, ও শ্রম অভিবাসন খাতে নারীরা তুলনামূলক অধিকতর দুর্নীতির শিকার (পরিশিষ্ট ৭)। তবে সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ২৬.৮%, যেখানে পুরুষদের ৩৫.৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় কোনো কোনো খাত যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে নারীদের তুলনায় পুরুষেরা অনেক বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

৩.৬ ২০১২ খানা জরিপের ফলাফলের সাথে ২০১০-এর খানা জরিপের তুলনা

২০১০ এ বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৮৪.২% কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয় যার মাত্রা

২০১২-তে কমে দাঁড়িয়েছে ৫৫.৮% (সারণি ৩.৪)। ২০১০ এর জরিপে ব্যবহৃত একই নির্দেশক ব্যবহার করে ২০১২ সালের তথ্য তুলনা করে দেখা যায় ২০১০ এর তুলনায় ২০১২ সালে স্বাস্থ্য খাত ছাড়া প্রায় প্রতিটি খাতেই দুর্নীতি ও হয়রানি কমেছে। এখানে উল্লেখ্য শ্রম অভিবাসন ২০১০ সালে অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল যা এ বছরে দুর্নীতিতে শিকার হওয়া খাতের মধ্যে প্রথম হয়েছে। সার্বিকভাবে দুর্নীতির প্রকোপ কমার সম্ভাব্য যেসব কারণ চিহ্নিত করা যেতে পারে সেগুলো হল: জনগণের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে কোনো কোনো খাতে (যেমন বিচারিক সেবা, ভূমি, কর ও শুল্ক, ব্যাংকিং, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করা, সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণ, কোনো কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন, এবং নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও এনজিও'র স্থানীয় পর্যায়ের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের কারণে সরকারি সেবা খাতে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

সারণি ৩.৪: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (২০১২ ও ২০১০ এর জরিপের তুলনা)*

সেবা খাত	খানার শতকরা হার	
	২০১২	**২০১০**
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৫.৮	৭৯.৭
ভূমি প্রশাসন	৫৯.০	৭১.২
বিচারিক সেবা	৫৭.১	৮৮.০
স্বাস্থ্য	৪০.২	৩৩.২
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩০.৯	৪৩.৯
কৃষি	২০.৪	৪৫.৩
বিদ্যুৎ	১৮.৩	৪৫.৯
কর ও শুল্ক	১৬.৮	৫১.৩
শিক্ষা	১৪.৮	১৫.৩
ব্যাংকিং	৭.১	১৭.৪
বীমা	৬.০	১৯.২
এনজিও	৫.০	১০.১
অন্যান্য	৫৪.৯	৩৪.১
সার্বিক	**৫৫.৮**	**৮৪.২**

* ২০১০ ও ২০১২ এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে

অন্যদিকে সেবা গ্রহণের সময় দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার কমলেও কোনো কোনো খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বেড়েছে বলে দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে দুর্নীতির জন্য ঝুঁকি বাড়ার কারণে ঘুষের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, মূল্যস্ফীতি এবং তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে লেন-দেন করার কারণে মধ্যস্বত্বভোগীর জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বেড়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

খাতওয়ারি দুর্নীতি

৪.১ শ্রম অভিবাসন
৪.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা
৪.৩ ভূমি প্রশাসন
৪.৪ বিচারিক সেবা
৪.৫ স্বাস্থ্য
৪.৬ শিক্ষা
৪.৭ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
৪.৮ কৃষি
৪.৯ বিদ্যুৎ
৪.১০ কর ও শুল্ক
৪.১১ ব্যাংকিং
৪.১২ বীমা
৪.১৩ এনজিও
৪.১৪ অন্যান্য খাত

৪.১ শ্রম অভিবাসন

কাজের উদ্দেশ্যে যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভিন্ন দেশে যান এবং নির্দিষ্ট সময় কাজ করে আবার নিজ দেশে ফেরত আসেন, তাদেরকে শ্রম অভিবাসী বলা হয়। বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন কার্যকরভাবে শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। বাংলাদেশ হতে কম-বেশি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বর্তমানে বাংলাদেশীরা শ্রম অভিবাসী হিসেবে যাচ্ছেন তবে এখনো পর্যন্ত শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান গন্তব্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য-শুধুমাত্র সৌদি আরবেই বাংলাদেশের মোট শ্রম অভিবাসীর প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে।[২৩]

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শ্রম অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশের ভেতরে কর্মসংস্থানের চাপ কমানো ও বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও মজুদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান লাভ করে পাঁচ লাখ ৬৮ হাজার ৬২ জন, এবং ২০১২ সালে এই সংখ্যা ছিল ছয় লাখ সাত হাজার ৭৯৮ জন। ২০১১ সালে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১,২১৬.৮০৯ কোটি ডলার, যা ২০১২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪১৬.৩৯৯ কোটি ডলারে পৌঁছায়।[২৪] ২০১২ সালে রেমিটেন্স জাতীয় আয়ের প্রায় ১০ ভাগের সমপরিমাণ, বৈদেশিক সাহায্য হতে প্রায় ছয় গুণ এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের তুলনায় প্রায় ১২ গুণ বেশি।[২৫]

২০১০ এর জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায় শ্রম অভিবাসন খাতে সেবা নিতে গিয়ে মোট খানার ০.৪% অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়, এবং এসব খানার কাছ থেকে গড়ে ১,১১,৫২১ টাকা আত্মসাৎ করা হয়।[২৬] উপরোক্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কারণে ২০১২ সালের খানা জরিপে শ্রম অভিবাসন খাতকে আলাদা একটি খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, এবং এ খাতে গৃহীত সেবার ওপর বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আসা হয়েছে। এ খাতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব খানা থেকে জরিপের নির্ধারিত সময়ে কোনো না কোনো সদস্য কাজের উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে গিয়েছেন অথবা এ উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে অপেক্ষা করছেন এমন খানাগুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিদেশে কাজের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা হয়নি বা কিছু টাকা জমা রেখেছেন এমন খানার তথ্য জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন তিন ধরনের উদ্যোগে হয়ে থাকে।

- প্রথমত, শ্রম অভিবাসনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয়ে থাকে।[২৭] এসব ক্ষেত্রে সাধারণত পরিবারের সদস্য, আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি যারা ইতোমধ্যে বিদেশে অবস্থান করছেন তাদের মাধ্যমে কর্ম ভিসা ক্রয় করা হয়। এই ভিসা কেনা বা পাঠানোর পর অভিবাসনের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা প্রক্রিয়া বিদেশগামী ব্যক্তি নিজেই সম্পন্ন করতে পারেন অথবা কোনো রিক্রুটিং বা ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে করিয়ে নিতে পারেন।
- দ্বিতীয়ত, বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো শ্রম অভিবাসীদের অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে লাইসেন্সধারী বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৮৫৩।[২৮] এসব রিক্রুটিং এজেন্সি শ্রম গ্রহণকারী দেশ থেকে ওয়ার্ক পারমিট বা কর্মীর চাহিদাপত্র জোগাড় করে এবং মাঠ পর্যায় থেকে বিদেশে কাজ করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের সংগ্রহ করে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (এক্ষেত্রে বংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো - বিএমইটি) অনুমতি নিয়ে বিদেশে পাঠায়। উল্লেখ্য, মাঠ পর্যায় থেকে বিদেশে কাজ করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের সংগ্রহ করার দায়িত্ব যারা পালন করে তাদের প্রচলিত ভাষায় দালাল বলা হয়, যারা নির্দিষ্ট কমিশনের ভিত্তিতে এ কাজ করে থাকে।

---

[২৩] ১৯৭৬ সাল হতে শুরু করে ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা বিশ্বে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের মধ্যে সৌদি আরবে গিয়েছে ২৪,২৯,৮২৫ জন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন www.bmet.gov.bd/BMET/ (১৪ জানুয়ারি ২০১৩)।

[২৪] www.bmet.gov.bd/BMET/ (১৪ জানুয়ারি ২০১৩)।

[২৫] তাসনিম সিদ্দিকী ও মেরিনা সুলতানা, 'বাংলাদেশ হতে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন ২০১২: অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ', রামরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭ ডিসেম্বর ২০১২।

[২৬] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১০, সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১০, ঢাকা, ডিসেম্বর।

[২৭] বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণায় দেখা যায় অভিবাসী শ্রমিকদের ৫৪% আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিতদের মাধ্যমে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Manohar Sharma and Hassan Zaman, 2009, Who migrates overseas and is it worth their while? An assessment of household survey data from Bangladesh, Policy Research Working Paper 5018, The World Bank

[২৮] www.bmet.gov.bd/BMET/ (১৪ জানুয়ারি ২০১৩)।

আরও উল্লেখ্য, এসব দালালই অভিবাসনের সুযোগ, কাজ, বেতন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করে এবং এদের মাধ্যমেই টাকার আদান-প্রদান করা হয়।[২৯] বাংলাদেশ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিয়ম অনুযায়ী অভিবাসন ব্যয় হিসেবে পুরুষদের জন্য সর্বোচ্চ ৮৪,০০০ টাকা ও নারীদের জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা নির্ধারিত রয়েছে।

- তৃতীয়ত, বাংলাদেশ সরকার সরাসরি নিজ তত্ত্বাবধানে বিদেশে কর্মী পাঠানো ও এজন্য কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্য ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠা করে যা সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে কোনো দেশের সাথে সরকারিভাবে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে বোয়েসেলের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (সরকারি) অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ১৯৮৩ থেকে ২০১২ সালের জুলাই পর্যন্ত বোয়েসেল মোট ৩০,৪৯৪ জন ব্যক্তির অভিবাসন সম্পন্ন করে, যা এখন পর্যন্ত বিদেশে যাওয়া মোট কর্মীর ০.৩৭%।[৩০]

শ্রম অভিবাসন খাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ খাতে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই মূলত সেবা নেওয়া হয়। সাধারণত পরিবারের সদস্য, আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয় এবং দালালের মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কারণে আর্থিক লেন-দেনের সময় পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট/ দলিল রাখা হয় না। ফলে পরবর্তীতে আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত কোনো অভিযোগের প্রেক্ষিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না। এ খাতে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ অভিবাসনের অনুমোদন দেওয়া এবং এ সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রক্রিয়াজাত করা। এজন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যেমন বিদেশগামী কর্মীদের অন-লাইন নিবন্ধন, বাধ্যতামূলক ওরিয়েন্টেশন, স্মার্ট কার্ড ইত্যাদি। তবে বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও দেখা যায় কোনো কাজের জন্য কর্মীর চাহিদাপত্র বা ভিসা ঐ দেশে অবস্থিত মধ্যস্বত্তভোগীদের কাছ থেকে উচ্চ দামে কিনতে হয়, যে কারণে শ্রম অভিবাসনের ব্যয় বেড়ে যায়।[৩১]

জরিপে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য

সেবা গ্রহণের হার: জরিপের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে জরিপকৃত খানার ৩.২%। এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭২.১% কোনো না কোনো সদস্য এই সময়ে কাজের জন্য দেশের বাইরে গিয়েছেন এবং ২৭.৯% কোনো না কোনো সদস্য কাজের উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়েছে। এ খাতে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে পুরুষ ৯৬.৭% ও নারী ৩.৩%।[৩২]

গন্তব্য দেশ: শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর সদস্যরা যেসব দেশে গিয়েছে বা যাওয়ার উদ্দেশ্যে টাকা জমা দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আরব আমিরাত (৪৩.৫%), ওমান (২৪.১%), সৌদি আরব (৯.১%), ব্রুনেই (৪%), সিঙ্গাপুর (৩.৭%), ইটালি (৩.১%) ও অন্যান্য দেশ[৩৩] (১৪.২%)।[৩৪]

ভিসার ধরন: বৈধভাবে শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চুক্তিভিত্তিক নির্দিষ্ট মেয়াদে কর্ম ভিসা নিয়ে বিদেশ যাওয়া সম্ভব। তবে অনেকে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে কর্ম ভিসা সংগ্রহ করতে না পারায় অন্য যে কোনো ধরনের ভিসা নিয়ে বিদেশ চলে যায় এবং সেখানে অবৈধভাবে অবস্থান করে। শ্রম অভিবাসন খাতে সেবা গ্রহণকারীরা যে ধরনের ভিসা নিয়ে বিদেশ গিয়েছে বা শ্রম অভিবাসনের উদ্দেশ্যে যে ধরনের ভিসার জন্য টাকা জমা দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে চুক্তিভিত্তিক নির্দিষ্ট মেয়াদি কর্ম ভিসা (৮৮.৬%), ফ্রি ভিসা (৬.৯%), ভ্রমণ/টুরিস্ট ভিসা (২.৭%), শিক্ষা ভিসা (০.৯%), হজ্জ/ওমরা ভিসা (০.৫%) ও অন্যান্য ধরনের ভিসা (০.৬%)। উল্লেখ্য, কেবলমাত্র চুক্তিভিত্তিক নির্দিষ্ট মেয়াদি কর্ম ভিসা এবং ফ্রি ভিসার মাধ্যমে শ্রম অভিবাসন বৈধ, অর্থাৎ অন্যান্য ধরনের ভিসার মাধ্যমে যাওয়া ব্যক্তিরা অবৈধভাবে ঐসব দেশে অবস্থান করছে এবং কাজ করছে।

[২৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাসনিম সিদ্দিকী ও মো. নুরুল ইসলাম (সম্পাদিত), ২০১২, *অভিবাসন তথ্যভাণ্ডার, রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

[৩০] বোয়েসেল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

[৩১] উল্লেখ্য, বিভিন্ন হাতবদল হয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে ভিসার বর্ধিত মূল্য দাঁড়ায় ২,০০০ মার্কিন ডলারে, যা ঐ এজেন্ট একজন অভিবাসনে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে প্রায় সমপরিমাণ লাভ রেখে বিক্রি করে (সূত্র: Institute of Informatics and Development, 2011, *Protifolon: Facing the Challenges of Labor Migration from Bangladesh*, Policy Brief, Issue 4, December 2011)।

[৩২] উল্লেখ্য, ২০১১ সালে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া কর্মীদের মধ্যে ৩০,৫৭৯ জন ছিলেন নারী (ঐ বছরে মোট শ্রম অভিবাসীর ৫.৩৮%)। ২০১২ সালে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া কর্মীদের মধ্যে ৩৭,৩০৪ জন ছিলেন নারী (ঐ বছরে মোট শ্রম অভিবাসীর ৬.১৪%) (সূত্র: www.bmet.gov.bd/BMET/ (১৫ জানুয়ারি ২০১৩)।

[৩৩] অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে কুয়েত, মালয়েশিয়া, কাতার, লেবানন, বাহরাইন, লিবিয়া, গ্রিস, মরিশাস, ইংল্যান্ড ও স্পেন।

[৩৪] ২০১১ সালে বাংলাদেশ থেকে বিদেশগামী কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে (মোট শ্রম অভিবাসীর প্রায় ৪৯.৭৭%)। এর পরেই রয়েছে ওমান (২৩.৮%) এবং সিঙ্গাপুর (৮.৫৭%) (সূত্র: www.bmet.gov.bd/BMET/(১৫ জানুয়ারি ২০১৩)।

চিত্র ৪.১: শ্রম অভিবাসনের জন্য ব্যবহৃত ভিসার ধরন (%)

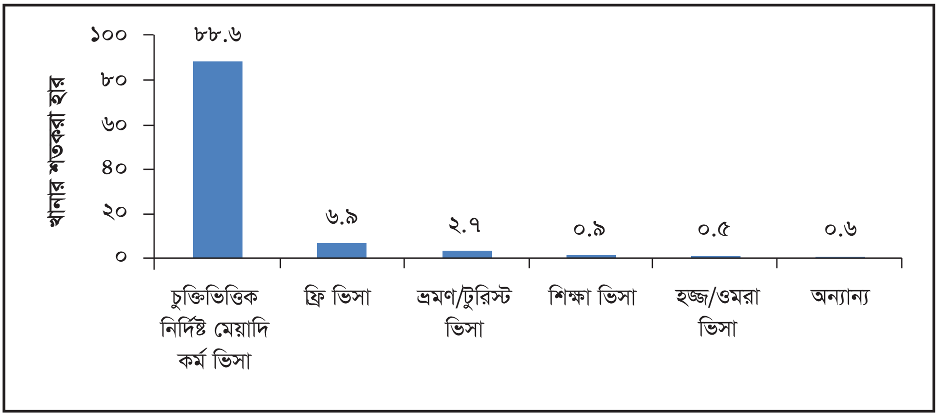

* একটি খানা থেকে একাধিক সেবাগ্রহীতা ছিলেন

ভিসা কেনার মাধ্যম: জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর অধিকাংশই সেবা নিয়েছে বেসরকারি মাধ্যম থেকে। শ্রম অভিবাসন সেবাগ্রহণকারী খানাগুলো বিভিন্ন মাধ্যম হতে ভিসা কিনেছে বা কেনার জন্য টাকা জমা দিয়েছে। জরিপকৃত সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৩.৭% পরিবারের সদস্য, আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি, ২১.৩% রিক্রুটিং এজেন্সি, ১৫.৬% দালাল, ০.৭% বোয়েসেল ও ১.৯% অন্যান্য মাধ্যম হতে ভিসা কিনেছে বা কেনার জন্য টাকা জমা দিয়েছে।

চিত্র ৪.২: ভিসা কেনার মাধ্যম (%)

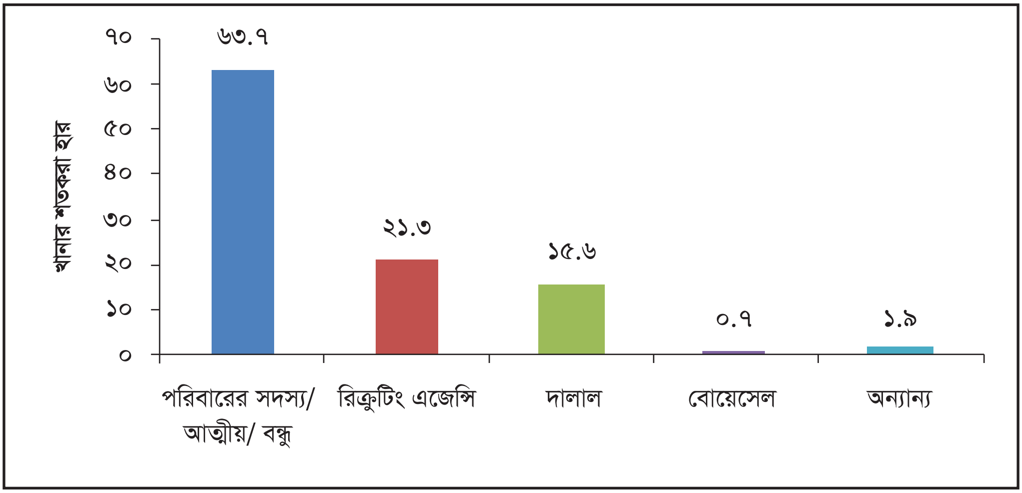

অভিবাসন ব্যয়: শ্রম অভিবাসন খাতে সেবাগ্রহীতাদের অভিবাসনের গড় ব্যয় দুই লাখ ৬৫ হাজার ৮৫০ টাকা; সর্বোচ্চ ব্যয় ১৪ লাখ টাকা এবং সর্বনিম্ন ব্যয় ২০ হাজার টাকা।[৩৫] অভিবাসনের গন্তব্য দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে ইটালিতে যাওয়ার জন্য - গড়ে পাঁচ লাখ ১৫ হাজার ৭৮৪ টাকা, এবং সবচেয়ে কম ব্যয় ওমানে যাওয়ার জন্য - গড়ে দুই লাখ ১৪ হাজার ৯২ টাকা (সারণি ৪.১)।

[৩৫] বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণায় দেখা যায় শ্রম অভিবাসনে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ গড়ে ১৬১,৩৪৫ টাকা (প্রায় ২,৩০০ মার্কিন ডলার)। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন Manohar Sharma and Hassan Zaman, 2009, Who migrates overseas and is it worth their while? An assessment of household survey data from Bangladesh, Policy Research Working Paper 5018, The World Bank|

সারণি ৪.১: গন্তব্য দেশ-ভেদে অভিবাসন ব্যয়

গন্তব্য দেশ	অভিবাসন ব্যয় (গড় টাকা)
সৌদি আরব	২,৫৮,২৫০
সংযুক্ত আরব আমিরাত	২,২৬,০৬৭
ওমান	২,১৪,০৯২
ব্রুনেই	৩,৮২,৯৫২
সিঙ্গাপুর	২,৬২,৭৩২
ইটালি	৫,১৫,৭৮৪
অন্যান্য	২,২৭,৮৮৯
সার্বিক	**২,৬৫,৮৫০**

সেবা প্রদানকারীর ধরন-ভেদে দেখা যায় রিক্রুটিং এজেন্টদের মাধ্যমে যারা অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন গড়ে তাদের সবচেয়ে কম ব্যয় হয়েছে (গড়ে দুই লাখ ১৯ হাজার ৮৪০ টাকা), যেখানে অন্যান্য মাধ্যমে অভিবাসন প্রক্রিয়ার ব্যয় হয়েছে সবচেয়ে বেশি (গড়ে পাঁচ লাখ ৫২ হাজার ৯১২ টাকা) (সারণি ৪.২)।

সারণি ৪.২: মাধ্যম-ভেদে অভিবাসন ব্যয়

অভিবাসন মাধ্যম	অভিবাসন ব্যয় (টাকা)		
	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড়
রিক্রুটিং এজেন্ট	৩০,০০০	৯,০০,০০০	২,১৯,৮৪০
বোয়েসেল	৮৪,০০০	৬,৩০,০০০	৪,০০,৭৭৯
পরিবারের সদস্য/ আত্মীয়	২০,০০০	১৪,০০,০০০	২,৫৩,৯৩৯
দালাল	২৫,০০০	১২,০০,০০০	২,৬২,৬৮৫
অন্যান্য	৮০,০০০	৬,০০,০০০	৫,৫২,৯১২

শ্রম অভিবাসন খাতে দুর্নীতির হার ও ধরন: শ্রম অভিবাসন খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে দেখা যায়। এসব খানা সবচেয়ে বেশি যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে সেটি হচ্ছে চুক্তির বাইরে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া (৫৪.১%); এর পরেই রয়েছে টাকা আত্মসাৎ (৪৮.২%) (চিত্র ৪.৩)।

চিত্র ৪.৩: শ্রম অভিবাসন খাতে দুর্নীতির ধরন (%)

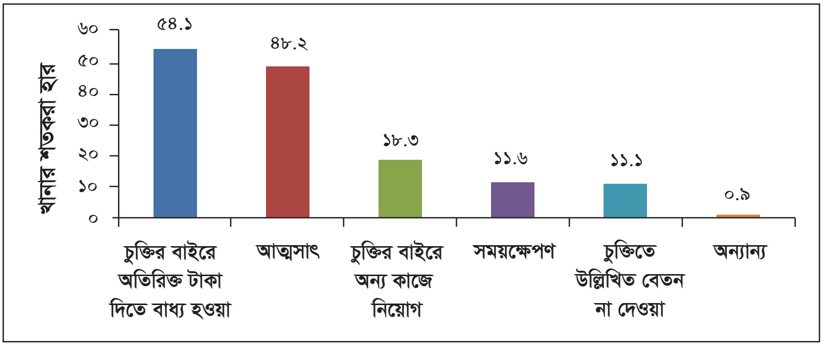

দেখা যায় এ খাতে সেবা গ্রহণকারী পুরুষদের ৭৬.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং আটজন নারীর মধ্যে সাতজনই দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

অতিরিক্ত অর্থের হার ও পরিমাণ: সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকা ব্যয়ে বিদেশে যেতে পেরেছে এ খাতে সেবা গ্রহণকারীদের মাত্র ১৬.৫%। এ খাতে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া এবং/অথবা আত্মসাতের শিকার হওয়ার পরিমাণ গড়ে ১,৯৯,৬৭৬ টাকা। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন অর্থের পরিমাণ ১৬,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৩,১৬,০০০ টাকা। উল্লেখ্য, জরিপে অভিবাসনে ব্যয়িত অতিরিক্ত অর্থ প্রাক্কলন করার জন্য প্রথমত মোট ব্যয়িত অর্থ থেকে নির্ধারিত সর্বোচ্চ অনুমোদিত অর্থ বিয়োগ করে হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত অভিবাসন বৈধ কিনা অর্থাৎ বৈধ ভিসায় গিয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য, সরকারি সংস্থা বোয়েসেল-এর মাধ্যমে যারা অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন তাদের মাত্র একজন সরকার নির্ধারিত হারে বিদেশে গিয়েছে।

দেখা যায়, অর্থ আত্মসাতের সাথে জড়িতদের মধ্যে আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তির হার সবচেয়ে বেশি (৫৭.৩%), যার পরেই রয়েছে দালালের হার (৩১.৬%)। চুক্তির বাইরে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রেও আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তির হার সবচেয়ে বেশি (৪৯.৩%), যার পরেই রয়েছে রিক্রুটিং এজেন্সি (২৮.৫%) ও দালাল (২৮%)। অন্যদিকে চুক্তি অনুযায়ী কাজ না দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ দালালের বিরুদ্ধে (৪৪.২%), যার পরে রয়েছে আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি (৩৭.১%) ও রিক্রুটিং এজেন্সি (২৪.৯%)। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী বেতন না দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ দালালের বিরুদ্ধে (৪৪.৩%), যার পরে রয়েছে আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি (৪২.৩%) ও রিক্রুটিং এজেন্সি (১৮.৪%)।

৪.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে নাগরিকের আচার-আচরনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঠিক কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করে। কারণ জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করতে না পারলে, শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটবে, ব্যাহত হবে উন্নয়ন পরিকল্পনা। অপরাধ চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করা, আইন লঙ্ঘনকারীকে বিচারের আওতায় আনা, বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বজায় রাখার মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। কিন্তু এসব কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়, যা টিআইবির সেবাখাতে দুর্নীতি, ২০১২ নামক খানা জরিপে উঠে এসেছে।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার ৯.২% বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৭৩.৩২%) সেবা গ্রহণ করে থানা পুলিশের কাছ থেকে; এরপরেই রয়েছে যথাক্রমে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ (১৭.৪%) ও ট্রাফিক পুলিশ (১০.৯%)। এছাড়া হাইওয়ে পুলিশের নিকট থেকে ৩.১% এবং ১.৩% খানা র‍্যাব, ডিক্টেটিভ ব্রাঞ্চ, পুলিশ ফাঁড়ি, স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশ, কোর্ট পুলিশের নিকট থেকে সেবা গ্রহণ করে।

চিত্র ৪.৪: সেবা গ্রহণকৃত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ধরন (%)

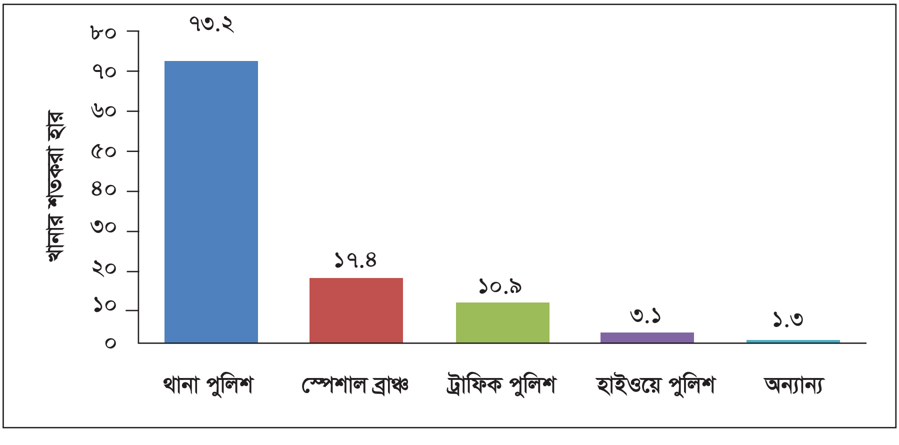

সেবার ধরন: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সেবা নেওয়া হয় জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যার কারণে (২৫.৩%)। এর পরেই রয়েছে পাসপোর্ট, চাকরি এবং অন্যান্য কাজের জন্য 'পুলিশ ভেরিফিকেশন' (১৭.৫%)। এছাড়া মারামারি (১৩.৯%), ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন (৯.৫%), গাড়ি 'রিকুইজিশন' (৬.৭%), নারী ও শিশু নির্যাতন (৫.৮%), চুরি ও ডাকাতি (৫.৩%), হত্যা (৪.৬%), মূল্যবান দ্রব্য হারানো (৪.৬%), ভয়ভীতি (৩.৩%), পুলিশ কর্তৃক চাঁদাবাজি (২.৭%), ও অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎসহ অন্যান্য সমস্যার কারণেও সেবাগ্রহীতারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিয়েছে।

সারণি ৪.৩: সেবা গ্রহণের ধরন

সেবার ধরন	শতকরা হার
জমিজমা সংক্রান্ত	২৫.৩
পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স	১৭.৫
মারামারি	১৩.৯
ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন	৯.৫
গাড়ি রিকুইজিশন	৬.৭
নারী ও শিশু নির্যাতন	৫.৪
চুড়ি ও ডাকাতি	৫.৩
হত্যা	৪.৬
মূল্যবান কিছু হাড়ানো	৪.৬
ভয়ভীতি	৩.৩
পুলিশ কর্তৃক চাঁদাবাজী	২.৭
অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎ	২.৬
প্রতারণা	২.৪
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত	১.৯
অন্যান্য	৩.৭

যেসব খানা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ৪১.২% খানা বাদি হিসেবে অভিযোগ করেছে এবং ৪৪.৯% বিবাদি হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছে। বাকি ১৩.৬% খানার ক্ষেত্রে পাসপোর্ট, চাকরি বা অন্যান্য কাজের জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য কোনো ধরনের যোগাযোগ হয়েছে। অন্য খানাগুলোর মধ্যে ট্রাফিক সেবা, সাক্ষী দেওয়া, চাঁদাবাজি, মাসোহারা, নির্বাচন সংক্রান্ত, গাড়ি রিক্যুইজিশনসহ অন্যান্য কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা নেয়।

দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার: যেসব খানা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় ৭৫.৮%; গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৭৯.৩% এবং শহরাঞ্চলের সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৬৯.৬% দুর্নীতির শিকার হয়।

চিত্র ৪.৫: অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়া না হওয়ার হার

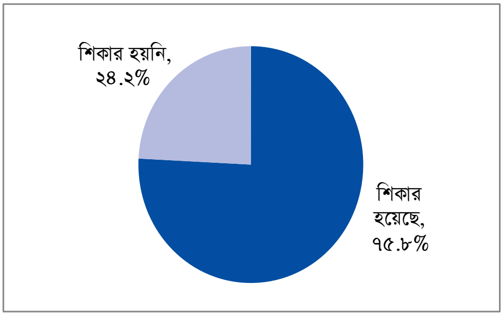

সংস্থা অনুসারে অনিয়ম ও দুর্নীতি: যেসব খানা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার দ্বারা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম ও দুনীতির শিকার হয়েছে হাইওয়ে পুলিশ (৮৮.৯%) ও ট্রাফিক পুলিশ (৮৮.২%) দ্বারা। এরপরেই রয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ (৮৩.৬%) ও থানা পুলিশ (৭৩.৬%)।

চিত্র ৪.৬: সংস্থা অনুসারে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার খানা (%)

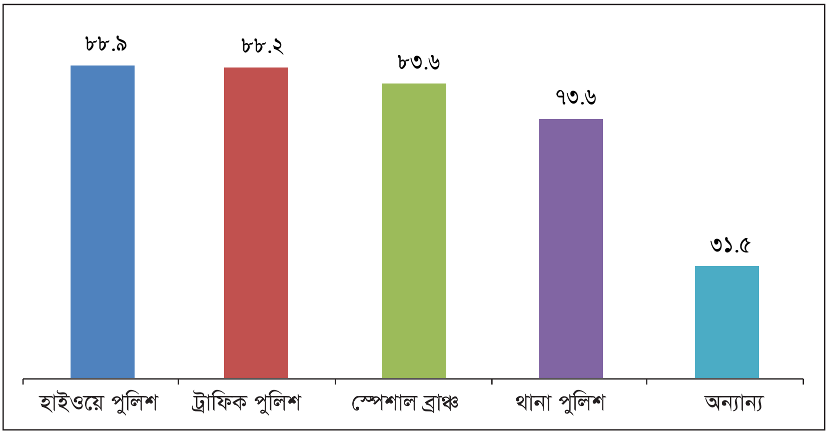

দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন: সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে যারা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানা (৮৯%) ঘুষ দেয় বা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। এরপরেই রয়েছে মিথ্যা মামলায় জড়ানো (১৪.৪%) ও অসদাচরণ বা ভয়ভীতি প্রদর্শন (১৪.৪%)। এছাড়া জিডি বা এফআইআর গ্রহণে অবহেলা বা সময়ক্ষেপণ (১১.৭%), ভেরিফিকেশন/ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে দেরি করা বা মিথ্যা তথ্য দেওয়া (৫.৯%), সময়মত বা সঠিকভাবে চার্জশীট প্রদান না করা (৪.৯%), পুলিশ/র‌্যাব কর্তৃক চাঁদাবাজী (২.৪%) করাসহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় (চিত্র ৪.৭)।

চিত্র ৪.৭: অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনের হার (%)

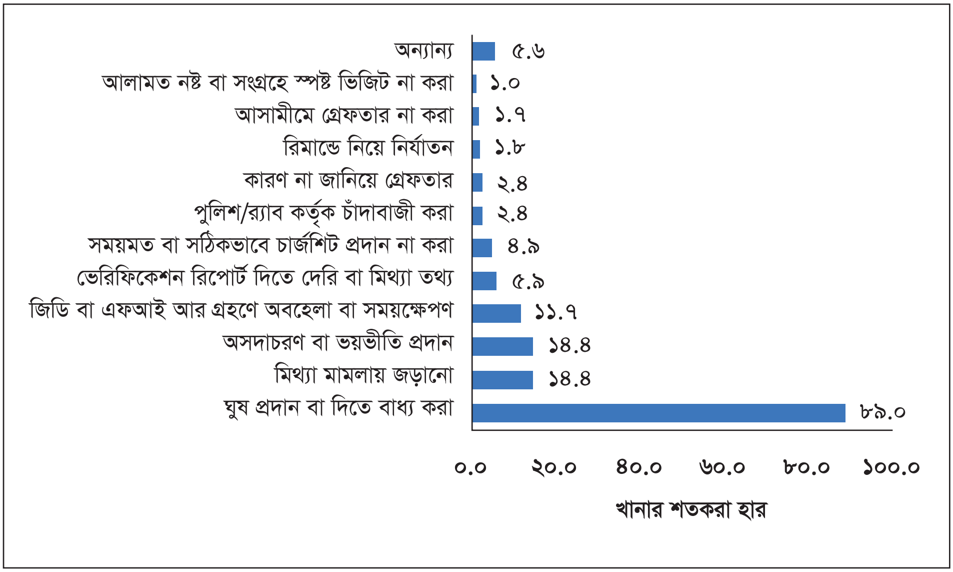

ঘুষ দেওয়ার হার ও পরিমাণ: যেসব খানা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ দিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানা ঘুষ দিয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে (৮৩.১%); এর পরেই রয়েছে হাইওয়ে পুলিশ (৮০.৭%) ও ট্রাফিক পুলিশ (৮০.৬%)। ঘুষ গ্রহণের হারের দিক থেকে থানা পুলিশ সবচেয়ে কম হারে (৬৩.১%) ঘুষ গ্রহণ করলেও পরিমাণের দিক থেকে থানা পুলিশ সবচেয়ে বেশি ঘুষ নেয় যা খানাপ্রতি গড়ে ৭৯১৩ টাকা (সারণি ৪.৪) ।

সারণি ৪.৪: ঘুষ প্রদানের হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ

সেবা নেওয়ার বিভাগ	ঘুষ প্রদানের হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
স্পেশাল ব্রাঞ্চ	৮৩.১	২১৪০
হাইওয়ে পুলিশ	৮০.৭	৬৩২
ট্রাফিক পুলিশ	৮০.৬	৩০২৫
থানা পুলিশ	৬৩.১	৭৯১৩

ঘুষ দেওয়ার কারণ: সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (২৫.৯%) সাধারণ ডায়েরি বা এফআইআর করার জন্য ঘুষ দিয়েছে। এর পরই রয়েছে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সংবলিত, হয়রানি ও ঝামেলামুক্তভাবে পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রতিবেদনের জন্য ঘুষ (২০.৪%)। এছাড়া আসামির গ্রেফতার এড়ানো (১৪%), ট্রাফিক আইনে মামলা না করা (১১.৭%), আসামিকে গ্রেফতার করানো (৮.১%), সময়মতো ও সঠিকভাবে চার্জশীট প্রদান (৭.২%) এবং মামলার আলামত সংগ্রহে স্পট ভিজিট (৪.৫%) করাসহ অন্যান্য কারণেও ঘুষ দেওয়া হয়েছে (সারণি ৪.৫)।

সারণি ৪.৫: ঘুষ প্রদানের কারণের হার

ঘুষ প্রদানের কারণ	শতকরা হার
সাধারণ ডায়েরি বা এফআইআর গ্রহণ	২৫.৯
ঝামেলামুক্ত ও সঠিকভাবে ভেরিফিকেশনের রিপোর্ট প্রদান করা	২০.৪
আসামীর গ্রেফতার এড়ানো	১৪
ট্রাফিক আইনে মামলা না করা	১১.৭
আসামীকে গ্রেফতার করানো	৮.১
সময়মতো ও সঠিকভাবে চার্জশীট প্রদান	৭.২
মামলার আলামত সংগ্রহে স্পট ভিজিট করা	৪.৫
এফআইআর গ্রহণ না করা	৪.২
চার্জশীট প্রদান না করা/সঠিকভাবে না দেওয়া	৩.৫
অবৈধ মালামাল/গাড়ি জব্দ না করা	৩.৩
কোর্টে চালান না করা	৩.২
থানায় বা রিমান্ডে নির্যাতন না করা	২.৫
হয়রানিমুক্তভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা	২.৪
অন্যান্য	১২.২

৪.৩ ভূমি প্রশাসন

ভূমি[৩৬] হচ্ছে আদি, অকৃত্রিম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি অনেকাংশে ভূমি ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল। এদেশের মানুষের জীবিকা, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামাজিক রীতিনীতির সাথে ভূমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নগরায়ন, বিশ্বায়ন, কাজের সন্ধানে শহরমুখী অভিবাসন ও ক্রমান্বয়ে জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে যেতে থাকলেও এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা এখনো অনেকাংশে ভূমি নির্ভর। বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ ১,৩০,১৭০ বর্গমাইল বা ৩৬.৬৮ মিলিয়ন একর[৩৭] এবং বেশিরভাগ জমির মালিকানা ব্যক্তিগত। বাংলাদেশ সংবিধানের ৪২ (১) অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ বা হস্তান্তর করার

[৩৬] জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ২ (১৬) ধারা।
[৩৭] GoB, Statistical Year Book of Bangladesh 2005, BBS, Dhaka 2007.

অধিকার প্রদান করা হয়েছে। প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জমির মালিকানা হস্তান্তরের ঘটনা ঘটছে। ফলে সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন এই সম্পত্তির হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন ও প্রকৃত মালিকের নামে রেজিস্ট্রি করা এবং রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য ভূমি প্রশাসন একটি জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমির হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন, রেজিস্ট্রেশন, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কারণে ভূমি প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ। এই খাতে তিনটি মন্ত্রণালয়ের[৩৮] অধীনে মাঠ পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি অফিস/ তহশিল অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ শাখা, এসএ শাখা, ভিপি শাখা এবং রেকডরুম ভূমি সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের সেবা দেয়। এই জরিপে ভূমি সংক্রান্ত যেসব সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলো হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন, নামজারী, ভূমি উন্নয়ন কর, ভূমি জরিপ (মাঠ জরিপ, অ্যাটেস্টেশন, আপিল, আপত্তি), বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি, এবং খাস জমি ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান। কিন্তু ভূমি প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে জনগণ তাদের মৌলিক সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সেবা গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য: জনগণকে সেবা দেয়ার জন্যে বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসনকে মোটামুটি পাঁচ পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে: জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যন্ত। কিন্তু অন্য সকল সরকারি সেবা খাতের মতোই অথবা অনেক ক্ষেত্রে অন্য সবার চেয়ে বেশি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব ভূমি প্রশাসনকে স্থবির, সেবাবিমুখ ও দুর্ভোগের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। এছাড়াও ভূমি সংশ্লিষ্ট আইনের দুর্বোধ্যতা এবং প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে ভূমি খাতে দুর্নীতি বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভূমি সংক্রান্ত কোনো একটি কাজের জন্য সেবাগ্রহীতাকে একাধিক প্রতিষ্ঠানে যেতে হয় এবং দুর্নীতির শিকার হয়।

সার্বিক দুর্নীতি ও অনিয়ম: জরিপে দেখা যায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৬.৬% খানা ভূমি প্রশাসনের সেবা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে ৫৯% দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়। অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার খানাগুলোর মধ্যে ৫৪.৮% খানা সেবা গ্রহণের সময় ঘুষ বা নিয়ম-বর্হিভুত অর্থ দিয়েছে এবং খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৭,৮০৭ টাকা।

সেবার ধরন ও অঞ্চলভেদে দুর্নীতি: সাধারণত জমি ক্রয়-বিক্রয়, দলিল রেজিস্ট্রেশন, নামজারি, মাঠ জরিপ, সত্যায়ন, আপিল কেস, আপত্তি কেস, ডকুমেন্ট তল্লাশি ও উত্তোলন, খাস জমি ইজারা, জল মহল, চিংড়ি মহল ইজারা ইত্যাদি বিষয়ে ভূমি সংশ্লিষ্ট অফিসে জনগণ সেবা নিতে যায়।

দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার খানাগুলোর মধ্যে নামজারি (মিউটেশন) করতে ৩৪.৬%, দলিল রেজিস্ট্রেশনে ৩০.১%, ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে ২৯.৫%, খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে ১৮.৩%, ভূমি জরিপকালে ৬.৪%, খাস জমি বন্দোবস্ত পেতে ১.৫% এবং অন্যান্য (যেমন ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে ০.৯% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৬)।

সারণি ৪.৬: সেবার ধরন ও অঞ্চলভেদে ভূমি খাতে দুর্নীতির ও অনিয়মের শিকার হওয়া খানার হার

সেবার ধরন	খানার শতকরা হার		
	গ্রামাঞ্চল	নগরাঞ্চল	সার্বিক
নামজারি (মিউটেশন)	৩২.৩	৩৯.২	৩৪.৬
দলিল রেজিস্ট্রেশন	৩১.১	২৮.১	৩০.১
ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি	৩৩.৬	২১.৩	২৯.৫
খাজনা/ভূমি উন্নয়ন কর	১৭.৮	১৯.৫	১৮.৩
ভূমি জরিপ (৩০ ও ৩১ ধারা)	৭.৮	৩.৬	৬.৪
খাস জমি ইজারা/ বন্দোবস্ত	২.০	০.৫	১.৫
অন্যান্য (ভূমি অধিগ্রহণ)	০.৬	১.৪	০.৯
সার্বিক	**৬২.৩**	**৫৩.৪**	**৫৯.০**

[৩৮] ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সারণি ৪.৬ এ দেখা যায়, অঞ্চলভেদে গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোর দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়ার হার নগরাঞ্চলের সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর তুলনায় বেশি। জরিপে গ্রামাঞ্চল থেকে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৬২.৩% এবং নগরাঞ্চলের খানাগুলোর মধ্যে ৫৩.৪% খানা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। সেবার ধরনভেদে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোর ৩৩.৬% ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশিতে, ৩২.৩% নামজারি বা মিউটেশনে, ৩১.১% দলিল রেজিস্ট্রেশনে এবং ১৭.৮% খাজনা/ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। অন্যদিকে শহরাঞ্চল থেকে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৩৯.২% নামজারি বা মিউটেশনে, দলিল রেজিস্ট্রেশনে ২৮.১%, ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশিতে ২১.৩% এবং ১৯.৫% খাজনা/ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে যেয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে।

দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন: সেবাগ্রহীতারা একটি সেবা গ্রহণে একাধিক ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহণকারী যেসব খানা ভূমি প্রশাসন হতে সেবা নিতে যেয়ে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষেত্রে ঘুষ (৯২.৮%) এবং অযথা বিলম্ব/ সময়ক্ষেপন (৩৫.১%), ডকুমেন্ট হারিয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছে (৪.৬%) এবং ভূয়া মালিকানায় জমি রেজিস্ট্রেশন (২.১%) করা হয়েছে (চিত্র ৪.৮)। দুর্নীতি ও হয়রানির অন্যান্য প্রকৃতি হচ্ছে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো, অতিরিক্ত কর নির্ধারণ, না জানিয়ে করের শ্রেণী পরিবর্তন, সময়মত শুনানির নোটিশ না পৌঁছানো, প্রতিষ্ঠান থেকে ডকুমেন্ট গায়েব, সঠিকভাবে রায় না লেখা, তহসীল অফিসে ধর্না দেয়া, অস্পষ্ট ডকুমেন্ট, মাঠ পর্চা প্রদানে গড়িমসি, খাস জমি বিতরণের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত প্রচারণা, ভূয়া ভূমিহীন নির্বাচন, প্রকৃত ভূমিহীনকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করা, দ্রুত দখল বুঝে দেয়নি ইত্যাদি।

চিত্র ৪.৮: বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়া খানার হার (%)

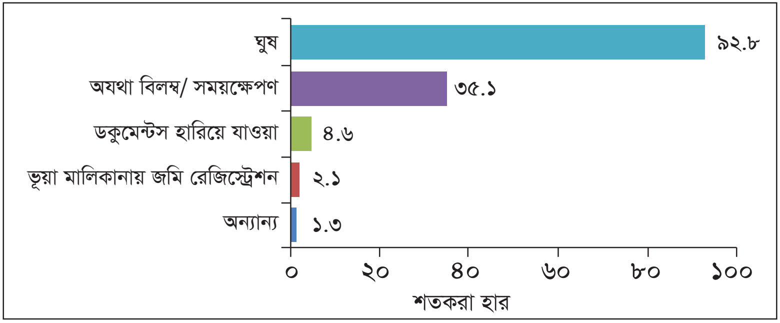

জরিপে তথ্যানুযায়ী যেসকল খানা দলিল রেজিস্ট্রেশন সেবা নিতে যেয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে ৯৬.২% খানাকে ঘুষ বা নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ দিতে হয়েছে। ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে এ হার ৯৬.১%, নামজারি বা মিউটেশনে ৯৪%, খাস জমি বরাদ্ধ বা ইজারা পেতে ৯২.৩%, ভূমি জরিপে (৩০ ও ৩১ ধারায়) ৮৭.৮%, খাজনা/ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে ৮৫.৮% এবং ভূমি অধিগ্রহণে ৪৯% (২টি খানা) সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ দিয়েছে।

চিত্র ৪.৯: সেবার ধরনভেদে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর ঘুষ প্রদানকারী খানার হার (%)

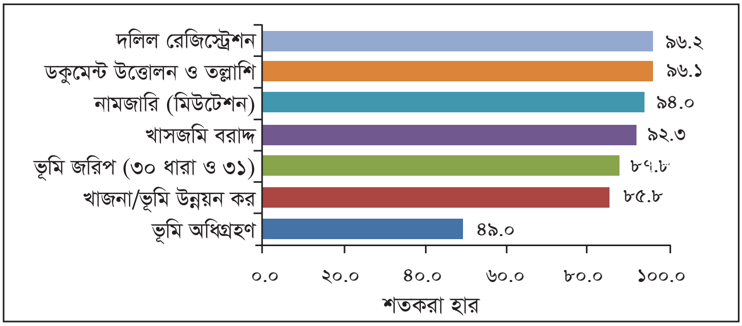

ঘুষ দেওয়ার হার এবং পরিমাণ: ভূমি খাতে সেবা গ্রহণকারী ৫৪.৮% খানা ঘুষ দিয়েছে এবং গড় ঘুষের পরিমাণ ৭,৮০৭ টাকা, যা গ্রামাঞ্চলে গড়ে ৮,৭৪৪ টাকা, এবং নগর এলাকায় গড়ে ৫,৮৮২ টাকা।

চিত্র ৪.১০: সেবার ধরনভেদে গড় ঘুষ বা নিয়ম-বর্হিভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)

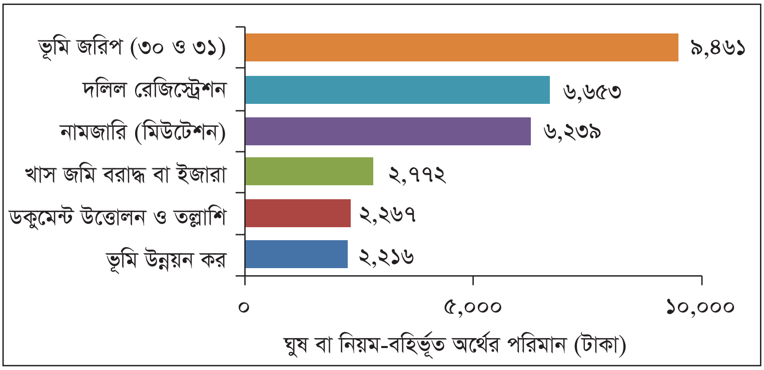

সেবার ধরন অনুসারে ভূমি জরিপে (৩০ ও ৩১ ধারা) গড়ে ৯,৪৬১ টাকা, দলিল রেজিস্ট্রেশনে গড়ে ৬,৬৫৩ টাকা, নামজারির ক্ষেত্রে গড়ে ৬,২৩৯ টাকা, খাস জমি ইজারা/ বন্দোবস্ত পেতে গড়ে ২,৭৭২ টাকা, ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে গড়ে ২,২৬৭ টাকা, খাজনা/ ভূমি উন্নয়ন করের ক্ষেত্রে গড়ে ২,২১৬ টাকা ভূমি প্রশাসন হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোকে দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.৭: সেবার ধরনভেদে* খানাপ্রতি গড় ঘুষ বা নিয়ম-বর্হিভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)

সেবার ধরন	ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (গড় টাকা)		
	গ্রামাঞ্চল	নগরাঞ্চল	সার্বিক
ভূমি জরিপ (৩০ ও ৩১ ধারা)	১৪,০১৬	২,১২২	৯,৪৬১
দলিল রেজিস্ট্রেশন	৫,৭৪১	৮,৪৩৯	৬,৬৫৩
নামজারি (মিউটেশন)	৫,৭৯৭	৬,৭৬৯	৬,২৩৯
খাস জমি বরাদ্ধ বা ইজারা	২,৮৩৪	২,৫২৫	২,৭৭২
ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি	২,৬২৭	১,৩৩৯	২,২৬৭
ভূমি উন্নয়ন কর	১,৩৭১	৩,২২৬	২,২১৬
সার্বিক**	**৮,৭৪৪**	**৫,৮৮২**	**৭,৮০৭**

* পর্যাপ্ত পরিমাণ উপাত্ত না থাকায় খাস জমি বরাদ্দ ও ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সেবা অর্ন্তভূক্ত করা যায়নি
** সার্বিকভাবে গড় ঘুষের পরিমাণ ভরযুক্ত

সারণি ৪.৭ দেখা যায়, ভূমি খাতে সার্বিকভাবে নগরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চল থেকে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোকে অধিক পরিমাণে ঘুষ বা নিয়ম-বর্হিভূত অর্থ দিতে হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভূমি জরিপে (৩০ ও ৩১ ধারা) নগরাঞ্চলের (২,১২২ টাকা) তুলনায় গ্রামাঞ্চলের (১৪,০১৬ টাকা) খানাগুলোর দেওয়া গড় ঘুষ বা নিয়ম-বর্হিভূত অর্থের পরিমাণ বেশি। এছাড়াও খাস জমি বরাদ্দ বা ইজারা, ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে নগরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে অধিক পরিমাণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। অন্যদিকে দলিল রেজিস্ট্রেশন, নামজারি বা মিউটেশন ও ভূমি উন্নয়ন করের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় নগরাঞ্চলের সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বেশি দিতে হয়েছে।

ঘুষ দেওয়ার কারণ: ভূমি সংক্রান্ত সেবা নিতে যেয়ে খানাগুলো একাধিক কারণে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। ফাইল দ্রুত প্রসেস করা বা দ্রুত কাজ সম্পাদনের জন্য ৭৭.৫%, জটিলতা এড়াতে ২৮.৬%, হয়রানি এড়ানোর জন্য ১৮.৮%, বাধ্য হয়ে ৬.১% এবং নথি দ্রুত হাতে পেতে ৩.৩%, বকেয়া কর সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে ৩.১%, রায় হাতে পেতে বা নিজের পক্ষে নিতে ২.০%, কানুনগো'র রিপোর্ট পেতে ১.৬% এবং অন্যান্য (যেমন প্রকৃত মূল্য গোপন করতে, ফি সম্পর্কে অবগত না থাকা ইত্যাদি) কারণে ৪.২% খানাকে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

৪.৪ বিচারিক সেবা

বিচারিক সেবা বাংলাদেশের একটি অন্যতম বড় সেবা খাত। বিপুল সংখ্যক নাগরিককে ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন আদালতে এবং আইনগত সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের নিকট যেতে হয়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।[৩৯] সেই অর্থে সরকার দেশের জনসাধারণকে বিচারিক সেবা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

দুর্নীতি ও হয়রানি যথাযথ বিচারিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায়। বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ২০০২, ২০০৫, ২০০৭, ২০১০ সালের টিআইবি'র খানা জরিপে তথ্যদাতারা এ খাতকে অন্যতম প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করে। ২০১০ সালের জরিপে বিচারিক সেবা অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে শীর্ষে উঠে আসলে বিষয়টি বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং টিআইবির প্রতিবেদন পর্যালোচনা সাপেক্ষে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বিচার ব্যবস্থাপনায় নানা ধরনের দুর্নীতি যে বিরাজমান তা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং এ সম্পর্কে সকলের সহযোগিতা গ্রহণ করে দুর্নীতি হ্রাস করার প্রয়াস অতি দ্রুত গ্রহণ করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই'।[৪০]

২০১২ সালেও বিচারিক সেবা প্রথম পাঁচটি দুর্নীতিগ্রস্ত খাতের মধ্যে অবস্থান করছে তবে এ খাতে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক কমেছে। এ অধ্যায়ে মে ২০১১- এপ্রিল ২০১২ সময়কালের মধ্যে বিচার বিভাগের সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো কী ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে, ঘুষ দেওয়ার হার, ঘুষ দেওয়ার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিচারিক সেবা নেওয়ার হার: জরিপে দেখা যায়, ৮.৬% খানা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন মামলার বিচার সংক্রান্ত কাজে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারিক সেবা নিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার ৮.৭% ও শহরাঞ্চল এলাকার খানার ৮.৫%।

মামলার বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন আদালতে মামলার অবস্থান: জরিপকৃত খানাসমূহের বিচারাধীন মামলাগুলোর মধ্যে জমি বা সম্পত্তি বিষয়ক মামলার হার সবচেয়ে বেশি (৬৫%)। এছাড়া মারামারি ৮.৪%, নারী ও শিশু নির্যাতন ৮.৪%, হত্যা মামলা ৪.৫%, অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ ২.৭%, চাঁদাবাজি বা ছিনতাই ২.৬%, চুরি ও ডাকাতি বিষয়ক মামলা ২.৩%, পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক মামলা ২.২%, মাদক পাচার বা সেবন বিষয়ক মামলা ১.৩%, বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা ১.০%, প্রতারণার মামলা ১% এবং ৪.৭% অন্যান্য মামলা (আপিল, আঘাত, সন্ত্রাসী কার্যক্রম, বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলা, চাকরি চলে যাওয়া, গাছ বিষয়ে মামলা, রাজনৈতিক মামলা, ট্রাফিক আইন লংঘন, প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম সংক্রান্ত মামলা ইত্যাদি) আদালতগুলোতে বিচারাধীন রয়েছে। বিচারিক সেবা নেওয়া ৬৩৫টি খানার মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৬৮৪টি এবং এ মামলাগুলো গড়ে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে।

[৩৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ২৭।
[৪০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বিচার বিভাগ সম্পর্কে টিআইবি মূল্যায়ন প্রতিবেদন। http://www.supremecourt.gov.bd/scweb/contents/Evaluation_Report_on_TIB.pdf

সারণি ৪.৮: মামলার ধরন

মামলার ধরন	শতকরা হার
জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা	৬৫.০
মারামারি	৮.৪
নারী ও শিশু নির্যাতন	৮.৪
হত্যা	৪.৫
অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ	২.৭
ছিনতাই/ চাঁদাবাজি	২.৬
চুরি ও ডাকাতি	২.৩
পারিবারিক সহিংসতা	২.২
মাদক সেবন/পাচার	১.৩
বিবাহ বিচ্ছেদ	১.০
প্রতারণা	১.০
অন্যান্য	৪.৭

বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মামলাগুলো দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতসমূহে বিচারাধীন রয়েছে। সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর জমি-জমা বা সম্পদ সংক্রান্ত মামলা বেশি হওয়ার কারণে জজ কোর্ট বা দেওয়ানী আদালত থেকে বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার হার সবচেয়ে বেশি (৬৭.৫%)। এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা ফৌজদারি আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ২৫.০%, বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল থেকে ১০.২% এবং হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ থেকে ০.৫%।

সারণি ৪.৯: বিভিন্ন আদালত থেকে সেবা নেওয়ার হার

আদালত	শতকরা হার
জজ কোর্ট	৬৭.৫
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট	২৫.০
বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল	১০.২
হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ	০.৫

সেবা গ্রহণে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়ার হার: জরিপে দেখা যায়, বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ৫৭.১% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার ৫৫.৬% ও শহরাঞ্চল এলাকার খানার ৬০.৩%। এছাড়া জজ কোর্ট বা দেওয়ানী আদালত থেকে যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৬০.৬%, ফৌজদারি আদালত থেকে যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৫১.১%, এবং বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল থেকে যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৪৯.৮% সেবা গ্রহণে বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে। অন্যদিকে উচ্চ আদালত থেকে সেবা নেওয়া আটটি খানার মধ্যে পাঁচটিই দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন: জরিপে দেখা যায়, বিচারিক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব খানা দুর্নীতি বা হয়রানি শিকার হয়েছিল সেসব খানার ৬৮% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। ৪৩.৬% খানা বিভিন্ন কারণে সময়ক্ষেপণ (আইনজীবী উদ্দেশ্যমূলকভাবে সময়ক্ষেপণ করে এমন বলেছেন ২৪.৪%, এবং বিচারকের অনুপস্থিতির কারণে সময়ক্ষেপণ হয় এমন বলেছেন ১৯.২%) বা মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়াকে হয়রানি হিসেবে উল্লেখ করেছে।

চিত্র ৪.১১: দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন (%)

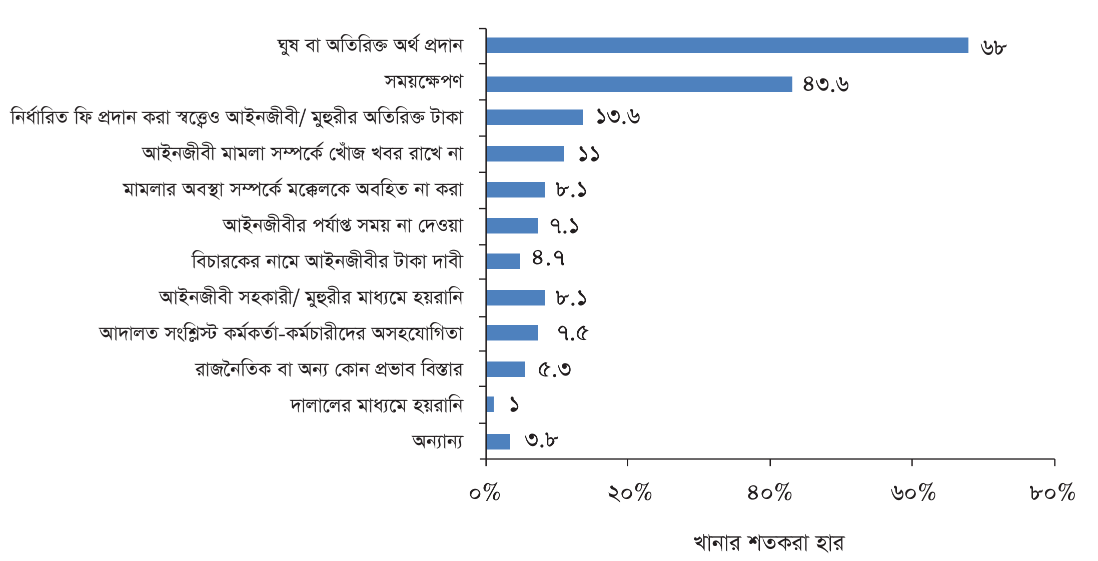

দেখা গেছে যে নিয়োগকৃত আইনজীবীদের দ্বারাও বিচারপ্রার্থীরা নানাভাবে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। ১৩.৬% খানা বলেছে যে নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী/ মুহুরী অতিরিক্ত টাকা দাবি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিচারককে টাকা দিতে হবে-এ কথা বলেও আইনজীবী টাকা দাবি করে (৪.৭%)। এছাড়া ১১% খানা নিয়োগকৃত আইনজীবী মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে না, ৮.১% আইনজীবী মামলার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে যথাযথভাবে অবহিত করে না, ৭.১% নির্ধারিত ফি প্রদান কারা সত্ত্বেও আইনজীবী পর্যাপ্ত সময় দিতে চায় না, ৫.৩% রাজনৈতিক বা অন্য কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তারের শিকার, ৭.৫% আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট থেকে অসহযোগিতা এবং ৮.১% খানা আইনজীবী সহকারী/ মুহুরীর মাধ্যমে, ১% দালালের মাধ্যমে এবং ৩.৮% অন্যান্য (প্রতিপক্ষ, সাক্ষীর অনুপস্থিতির কারণে মামলা শেষ হতে দেরি হওয়া, প্রতারণার শিকার হওয়া, নোটিশ না পাওয়া, খারাপ ব্যবহার ইত্যাদি) হয়রানির শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.১১)।

বিচারিক সেবা গ্রহণে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার হার ও পরিমাণ: জরিপে দেখা যায়, সেবগ্রহীতা খানার ৩৮.১% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার ৩৭.১% ও শহরাঞ্চল এলাকার খানার ৪০.২%। সার্বিকভাবে খানাগুলো গড়ে ১১,৭১১ টাকা ঘুষ দিয়েছে। তবে শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলের থেকে বেশি (শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে গড়ে ১৫,০১৩ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে গড়ে ৯,৯৪৬ টাকা)। যেসব সেবাগ্রহীতাদের জজ কোর্টে সেবা নিতে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে তার গড় পরিমাণ ১১,৫২৮ টাকা। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ ৯,৫২৯ টাকা এবং বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনালে এর পরিমাণ ৮,২৬৮ টাকা। এছাড়া উচ্চ আদালতে সেবা নিতে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়া খানাগুলোর ১টি ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে যার পরিমাণ ছিল ৬০,০০০ টাকা।

সারণি ৪.১০: আদালতভিত্তিক ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের গড় পরিমাণ (টাকা)

আদালতের ধরন	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
জজ কোর্ট	১১৫২৮
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট	৯৫২৯
বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল	৮২৬৮

ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ: জরিপে যেসব খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে তাদের ৪৯.৫% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে বলেছে যে তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে (যেমন ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ ছাড়া কোনোভাবেই কাজ হচ্ছে না) বাধ্য হয়ে দিয়েছে। এছাড়া ৪০.১% খানা দ্রুত শুনানি করানোর জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ২২% খানা মামলার রায়কে প্রভাবিত করার জন্য (যার মধ্যে ৮.৮% খানা জানিয়েছে যে 'বিচারককে দিতে হবে' একথা বলে তাদের কাছ থেকে অর্থ চাওয়া হয়েছে এবং সে কারণে তারা ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ১৫.৬% খানা কোনো প্রকার কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট (যেমন রায়ের কপি ইত্যাদি) উত্তোলনের জন্য, ৭.৭% সমন বা নোটিশ জারি করানোর জন্য, ৩.৬% কজ লিস্টে মামলার সিরিয়াল তোলা বা সিরিয়াল আগে করার জন্য, ২.৪% জামিন হওয়ার জন্য, এবং ৫.৭% খানা অন্যান্য কারণে (শুনানির তারিখ পেছানো, আর্জি গ্রহণ, আসামী ধরা, হয়রানি থেকে রেহাই পেতে, খুশি হয়ে, দ্রুত রায় পাওয়া ইত্যাদি) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে বলে জানায়।

চিত্র ৪.১২: ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)

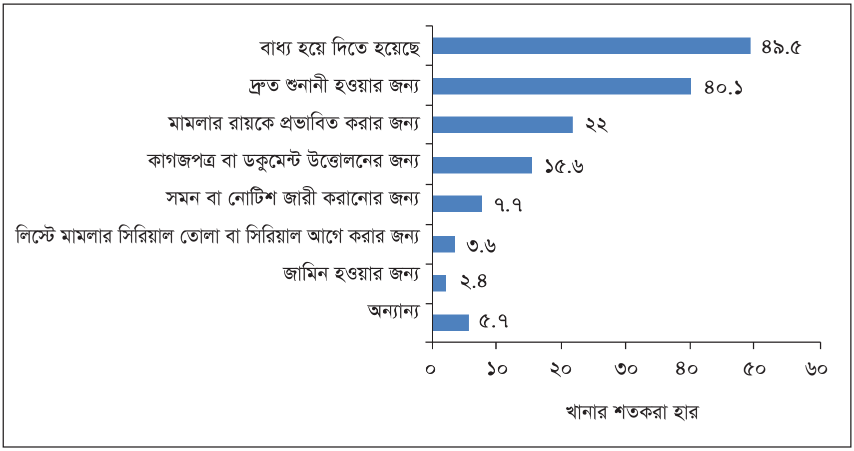

২০১২ সালের খানা জরিপে প্রায় সকল খাতে সার্বিকভাবে দুর্নীতি ও হয়রানির প্রকোপ কমার সাথে সাথে বিচারিক সেবা খাতের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়ার হারও তুলনামূলক কমছে। কিন্তু দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়ার হার কিছুটা কমলেও এ খাতে ঘুষের বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ খাতে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়ার হার কমার পেছনে সরকারি বেসরকারি নানা পদক্ষেপ ও উদ্যোগ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে বলে ধারণা করা যায়।

৪.৫ স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার। একটি স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ জাতি দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে।[৪১] এ কারণে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকার প্রত্যেক নাগরিকের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ ও চিকিৎসাসেবার আধুনিকায়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে গত এক দশক যাবৎ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর ফলে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। পাশপাশি চিকিৎসা সেবার আধুনিকায়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন অবকাঠামো স্থাপন অব্যাহত রয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি-৪) অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।[৪২] বর্তমানে জনগণের প্রত্যাশা ও সরকারি সম্পদের দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাসপাতাল সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকার দেশের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাতে বিদ্যমান বাঁধা সমূহ দূর করে এ খাতগুলোকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০১১-১৬ মেয়াদে ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য এবং ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি টাকা সরকারের অনুদানসহ সর্বমোট ৫৬,৯৯৩.৫৪

[৪১] বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) ও অনুচ্ছেদ ১৮(১) অনুসারে স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত।

[৪২] লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিশু মৃত্যুহার কাঙ্খিত হারে কমিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে এমডিজি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

কোটি টাকা ব্যয় প্রস্তাব সম্বলিত Health, Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।[৪৩] গ্রামীণ জনগনগনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১২ হাজারের মত স্বতন্ত্র কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে।[৪৪] বর্তমানে সরকার প্রাথমিক পর্যায় (কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স), মাধ্যমিক পর্যায় (জেলা জেনারেল হাসপাতাল/ সদর হাসপাতাল) ও তৃতীয় পর্যায়ের (মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে।[৪৫]

স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সকল নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা সুলভে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু একদিকে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা, অন্যদিকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়মের কারণে সেবাগ্রহীতারা অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত সেবা হতে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে এই খাতের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

সেবা নেওয়ার হার: জরিপে নির্ধারিত সময়ে ৭৯.৯% খানা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে; এর মধ্যে ৫০.২% সরকারি, ৬৪.১% বেসরকারি এবং ১.০% এনজিও প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। তবে এ জরিপে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবায় সার্বিক অনিয়ম ও দুর্নীতি: যেসব খানা সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে তার ৪০.২% কোনো না কোনো সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলভেদে খানাগুলোর দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়ায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩৮.৯% ও শহরাঞ্চলের সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪২.৬% খানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এ জরিপে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার নির্দেশক হিসেবে জরুরি মূহুর্তে ডাক্তার/ স্বাস্থ্য সহকারি না পাওয়া, ডাক্তার/ স্বাস্থ্য সহকারি দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গ, ডাক্তার দেখানোর সময় কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি, হাসপাতাল অভ্যন্তরে দালাল দ্বারা হয়রানির শিকার ও হাসপাতালের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূত (রশিদ ছাড়া) অর্থ দেওয়া বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি ও অনিয়ম: সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর সর্বাধিক (৩৫.০%) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া জেনারেল হাসপাতালে ২৪.৯%, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০.৭%, কমিউনিটি ক্লিনিকে ১২.৫%, ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০.৪%, এবং ৭.২% অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে (বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন ইত্যাদি) বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

চিত্র ৪.১৩: প্রতিষ্ঠানভেদে সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)

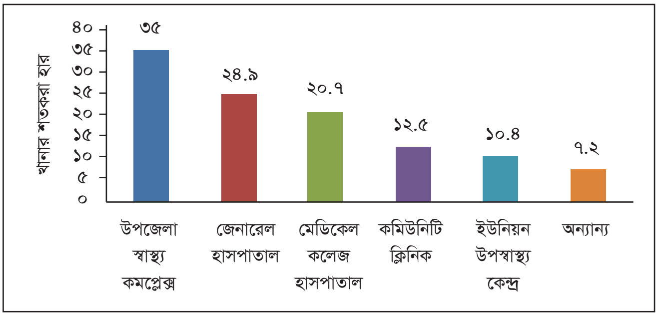

জরুরি মূহুর্তে ডাক্তার/স্বাস্থ্য সহকারি না পাওয়া: জরুরি ও অন্তর্বিভাগে চিকিৎসক/ স্বাস্থ্য সহকারিদের রোস্টার ভিত্তিতে ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এ জরিপে এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, উল্লেখিত বিভাগ হতে সেবাগ্রহণকারী খানাসমূহের মধ্যে ১১.৪% জরুরি মূহুর্তে

[৪৩] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২ পৃ.১৭১।

[৪৪] বিস্তারিত জানতে দেখুন: স্বাস্থ্যখাতে ৪ বৎসর (২০০৯-২০১২)-এর সাফল্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট http://www.mohfw.gov.bd

[৪৫] বিস্তারিত জানতে দেখুন: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট http://www.mohfw.gov.bd.

ডাক্তার/স্বাস্থ্য সহকারি পায়নি বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে হাসপাতালের ধরনভেদে জরুরি মুহূর্তে ডাক্তার/স্বাস্থ্য সহকারি না পাওয়ার হার সবচেয়ে বেশি বিশেষায়িত হাসপাতালে (১২.৪%) ও জেলা জেনারেল/সদর হাসপাতালে (৬.৮%) ।

ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গঃ সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে ১০.১% ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গের কথা উল্লেখ করেছে। হাসপাতালের ধরনভেদে এ হার সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় যথাক্রমে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (১৭.২%), বিশেষায়িত হাসপাতাল (১৬.৯%) এবং জেলা জেনারেল/সদর হাসপাতাল (১০.৩%)।

ডাক্তার দেখানোর সময় কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতিঃ সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫.২% ডাক্তার দেখানোর সময় কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি পেয়েছে। এ হার সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (২৩.৮%) ও জেনারেল/সদর হাসপাতাল (১৮.৭%)।

হাসপাতাল অভ্যন্তরে দালাল দ্বারা হয়রানির শিকারঃ সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে ৬.২% হাসপাতাল অভ্যন্তরে দালাল দ্বারা হয়রানির শিকার হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। হাসপাতালের ধরন অনুযায়ী, দালাল কর্তৃক হয়রানির শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে সবচেয়ে বেশি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (১৭.৩%)।

বিভিন্ন সেবা পেতে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানঃ সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে ২১.৫% খানাকে বিভিন্ন সেবা পেতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে (রশিদ ছাড়া) গড়ে ২৫৮ টাকা দিতে হয়েছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলভেদে খানাগুলোর নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শহর এলাকার ১৫.১% খানাকে গড়ে ৩৪৫ টাকা ও গ্রাম এলাকায় ২৪.৬% খানাকে গড়ে ২৩২ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.১১: অঞ্চলভেদে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

এলাকা	নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের হার (%)	গড় টাকার পরিমাণ
গ্রামাঞ্চল	২৪.৬	২৩২
শহরাঞ্চল	১৫.১	৩৪৫
সার্বিক	২১.৫	২৫৮

নিয়ম-বহির্ভূত (রশিদ ছাড়া) অর্থ দেওয়ার খাতঃ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন সেবাভিত্তিক বিশ্লেষণে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সংশ্লিষ্টসেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বাধিক ৩২.৬% অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ট্রলি ব্যবহারে ২০.০%, ব্যান্ডেজ ও ড্রেসিং সেবা নেওয়ার জন্য ১৭.৩%, প্রসুতি সেবায় ১৭.০%, অপারেশন সেবায় ১২.১%, ইনজেকশন/স্যালাইন গ্রহণে ১২.১%, হাসপাতাল হতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ১১.৪%, শয্যা বা কেবিন পাওয়ার জন্য ১০.৪%, টিকিট ক্রয়ে ৯.৩% এবং ডাক্তার দেখানোর জন্য ৮.৭% খান নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

চিত্র ৪.১৪: সেবাভিত্তিক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার (%)

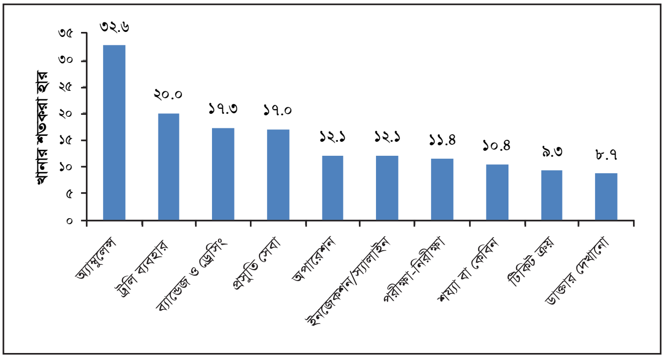

নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ: নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে খানাগুলোর ৩১.৭% দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য, ২৭.২% ভাল সেবা পাওয়ার জন্য এবং ৪৬.৫% টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেছে।

৪.৬ শিক্ষা

রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। এটি মানুষের জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণগুলোর মধ্যে একটি। নাগরিকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।[৪৬] স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রের নানামুখী উদ্যোগের ফলে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯১ সালে (১৫ বছর এবং তার বেশি বয়স) সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫%, ২০১০ সালে ৬০%,[৪৭] যা বর্তমানে প্রায় ৬২.৯%।[৪৮] প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির হারও বেড়েছে আশানুরূপভাবে। নিট অন্তর্ভুক্তি ১৯৯৬ সালে ৭৮.৫%, ২০০৭ সালে ৯১.১%, বর্তমানে শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে।[৪৯]

তাছাড়া শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র ও ছাত্রীর অন্তর্ভুক্তির অনুপাত ১৯৯৬ সালে ছাত্র শতকরা ৫২.৪ এবং ছাত্রী শতকরা ৪৭.৬; ২০০৫ সালে ছাত্র শতকরা ৪৯.৯ এবং ৫০.১ ছাত্রী[৫০] এবং ২০১১ সালে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত ৫০:৫০।[৫১] বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় ২০১১ সালে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪৩, যা ২০১০ এ ছিল ১:৪৪। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষার্থী ছিল ২১৬ এবং প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৫ জন।[৫২]

প্রাথমিক শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক ছেলেমেয়ে শিক্ষার বাইরে রয়েছে, আবার শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হলেও অনেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয় তাদের ৮০% পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া সমাপ্ত করলেও মাধ্যমিকে ভর্তি হয় ছেলেদের মধ্যে ৪৬ ভাগ এবং মেয়েদের মধ্যে ৫৩ ভাগ। আবার দেশের বিশেষ বিশেষ সুবিধা বঞ্চিত অঞ্চলে (যেমন চরাঞ্চল, হাওর অঞ্চল এবং পাবর্ত্য অঞ্চল) প্রাথমিক শিক্ষার লভ্যতা ও অভিগম্যতার ঘাটতি রয়েছে এবং ঝরে পড়ার হারও বেশি।[৫৩] শিক্ষার সকল স্তরে সাফল্যের চিত্র এক নয়। তাছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে সংখ্যাগত দিক থেকে অগ্রগতি সাধিত হলেও গুণগত মান এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছায়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার এবং পরবর্তী পর্যায়ে গৃহীত নানামুখী উদ্যোগে এর প্রতিফলন পাওয়া যায়। নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২ অর্জনে সাফল্য, উপবৃত্তির আওতাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৮ লাখ থেকে ৭৮ লাখে উন্নীত, প্রতি বছরের প্রথম দিনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল ছাত্রছাত্রীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি সম্পূর্ণ নতুন কারিকুলামের ২৭ কোটি বই বিতরণ, অষ্টম ও পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী হিসেবে জেএসসি/ জেডিসি ও পিএসসি পরীক্ষা চালু করা হয়।[৫৪] অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ, আইসিটি ও অন্যান্য কার্যক্রম বৃদ্ধি, এমপিওভুক্তির নীতিমালা প্রণয়ন, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, দ্রুততম সময়ে ফলাফল প্রকাশ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিতরণ, আইন সংস্কার কার্যক্রম, গবেষণা সহায়তা ও উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার আধুনিকায়ন ও জনকল্যাণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ ও পদোন্নতি। তবে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকারকে যেসকল প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যালেঞ্জ।[৫৫]

[৪৬]"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে ..... নাগরিকদের জন্য ..... অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা......।" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)]।

[৪৭]www.dpe.gov.bd [accessed on 28/10/2010]

[৪৮]বিশেষ ক্রোড়পত্র, দিন বদলের ৪ বছর, অগ্রগতির চার বছর, ভিশন অর্জনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, ৬ জানুয়ারি, ২০১৩, দৈনিক প্রথম আলো।

[৪৯]Bangladesh Education Statistics 2006, BANBEIS, Dhaka and Baseline report of PEDP-II, June 2006, Directorate of Primary education, Ministry of Primary and Mass Education.

[৫০]Bangladesh Education Statistics 2006, BANBEIS, Dhaka.

[৫১]Basic Education Statistics 2011, Summary Statistics and key Performance Indicator.

[৫২]প্রাগুক্ত।

[৫৩]http://www.unicef.org/Bangladesh.

[৫৪]বিশেষ ক্রোড়পত্র, দিন বদলের ৪ বছর, অগ্রগতির চার বছর, ভিশন অর্জনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, ৬ জানুয়ারি, ২০১৩, দৈনিক প্রথম আলো।

[৫৫]শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিগত দুই বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা সেবা গ্রহণ: জরিপে নির্ধারিত সময়ে ৭১.২% খানা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়েছে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে সেবাগ্রহীতাদের ৬৫.২%, মাধ্যমিক স্তরে ৩৩.০%, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১৪.২%, এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১৩.৮% ।

দুর্নীতির শিকার: যেসব খানা শিক্ষাখাতে সেবা নিয়েছে তাদের ৪০.১% বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৩০.৭% খানাকে নিয়ম-বহির্ভূত।[৫৬] অর্থ দিতে হয়েছে, যার পরিমাণ গড়ে ১০০ টাকা (গ্রামাঞ্চলে গড়ে ৮২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে গড়ে ১৬৪ টাকা)। শিক্ষার্থী ভর্তি, পরীক্ষার ফি, বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রাপ্তি, উপবৃত্তি প্রাপ্তি ও তালিকাভুক্তি, পরীক্ষার নিবন্ধন এবং বিবিধ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে খানাগুলোকে উল্লিখিত অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হয়। প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে তথ্য পর্যালোচনায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫৯.৬% অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র পাওয়া গেছে।

সারণি ৪.১২: প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র

প্রতিষ্ঠানের ধরন	শতকরা হার
সরকারি	৫৯.৬
বেসরকারি রেজিস্টার্ড (এমপিও)	১৩.২
প্রাইভেট	৭.৭
এনজিও পরিচালিত	৮.২
অন্যান্য	৮.৯

অন্যান্য ধরনের প্রতিষ্ঠানের ৮.৯% অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র পাওয়া গেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পৌরসভা পরিচালিত, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত, গণশিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত, মিশনারিজ বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য (সারণি ৪.১৩)। প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য পর্যালোচনায়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনিয়মের চিত্র পাওয়া গেছে এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কোচিং করতে বাধ্য হওয়ার প্রবণতা বেশি লক্ষ করা গেছে। শিক্ষার স্তরভেদে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষাসেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সেবা নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি (৪৪.১%) খানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.১৫)।

চিত্র ৪.১৫: শিক্ষার স্তরভেদে সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতির শিকার খানা (%)

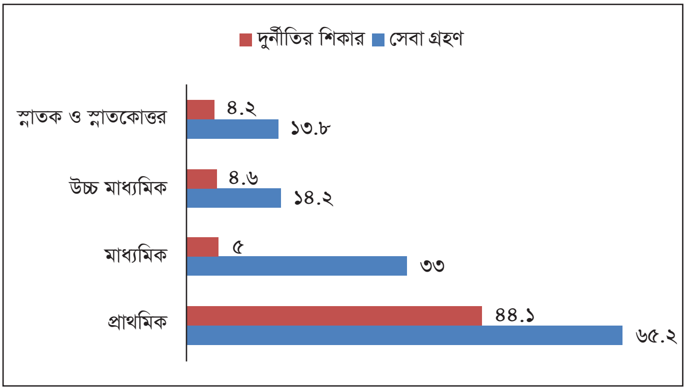

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো সেবার ধরনভেদে বিভিন্ন প্রকারের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দেখা গেছে, সেবার ধরনভেদে ৭৭.২% খানা পরীক্ষার ফি বাবদ, ২০.৩% খানা ভর্তি/ পুনঃভর্তির ফি বাবদ অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.১৩)।

[৫৬] নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বলতে রশিদবিহীন বা রশিদের অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ বোঝানো হয়েছে।

সারণি ৪.১৩: সেবার ধরনভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির হার

সেবার ধরন	শতকরা হার
পরীক্ষার ফি	৭৭.২
ভর্তি/ পুনঃভর্তির ফি	২০.৩
বিবিধ অনুষ্ঠান (সাংস্কৃতিক/ ক্রীড়া)	১৫.৭
বই বিতরণ	১৪.৯
উপবৃত্তির টাকা প্রাপ্তি	১১.০
ভর্তির সুযোগ পাওয়া	৯.৯
উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি	৩.৩
সার্টিফিকেট/ মার্কশীট তোলা	২.৭
পরীক্ষার নিবন্ধন	১.০
সাজেশন/ পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়া	০.৯
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট তোলা	০.৫
ফলাফল পরিবর্তন	০.১
অন্যান্য	৬.১

উপরোক্ত সেবাগুলো ছাড়াও বেতন, সেমিস্টার ফি, ফরম পূরণ করে দেয়া, অনুপস্থিতির জরিমানা, আয়ার বেতন, অভিভাবক সমাবেশ, বিদ্যুৎ বিল, প্রবেশপত্র প্রদান, প্রশংসাপত্র, ব্যবহারিক পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর প্রদান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুরস্কার বিতরণী, টিফিন, নলকূপ স্থাপন, হাতের কাজ, টয়লেট পরিষ্কার, মিলাদ অনুষ্ঠান, শিক্ষা উপকরণ, সিলেবাস প্রদান, রুটিন প্রদানবাবদ অতিরিক্ত টাকা প্রদান করতে হয়েছে। আর্থিক অনিয়মের পাশাপাশি অন্যান্য অনিয়মের মধ্যে রয়েছে শিক্ষকের কাছে কোচিং করতে বাধ্য হওয়া ১৪%, শিক্ষক কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া ৩৩.৭%, নিয়মিত সকল ক্লাস না হওয়া ১৪.২%, নির্দিষ্ট সময় সম্পূর্ণ ক্লাস না হওয়া ১৩.৩%, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ না করা ৮.১%।

সেবার ধরনভেদে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: শিক্ষার সেবার ধরনভেদে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ নেওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ পরীক্ষার নিবন্ধন বাবদ গড়ে ৩৩১ টাকা এবং সর্বনিম্ন বই বিতরণবাবদ ৩০ টাকা প্রদানের হার লক্ষ্য করা গেছে (সারণি ৪.১৪)।

সারণি ৪.১৪: শিক্ষা সেবাভেদে নিয়ম-বহির্ভূত গড় অর্থের পরিমাণ

সেবার ধরন	গড় টাকার পরিমাণ
পরীক্ষার নিবন্ধন	৩৩১
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট তোলা	২০০
ভর্তির সুযোগ পাওয়া	১০৫
উপবৃত্তির টাকা প্রাপ্তি	১০০
ভর্তি/ পুনঃভর্তি	৯৭
সার্টিফিকেট/ মার্কশিট তোলা	৯২
সাজেশন/ পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়া	৯২
উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি	৫৬
পরীক্ষার ফিবাবদ	৪৩
বিবিধ অনুষ্ঠান	৩১
বই বিতরণ	৩০

স্তরভেদে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ: দেখা গেছে, স্তরভেদে শিক্ষা সেবায় প্রদত্ত নিয়ম বহির্ভূত অর্থের পরিমাণে পার্থক্য বিদ্যমান। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বেশি (গড়ে ১,০১৪ টাকা), যেখানে প্রাথমিক স্তরে এই অর্থের পরিমাণ গড়ে ৬১ টাকা (চিত্র ৪.১৬)।

চিত্র ৪.১৬: স্তরভেদে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)

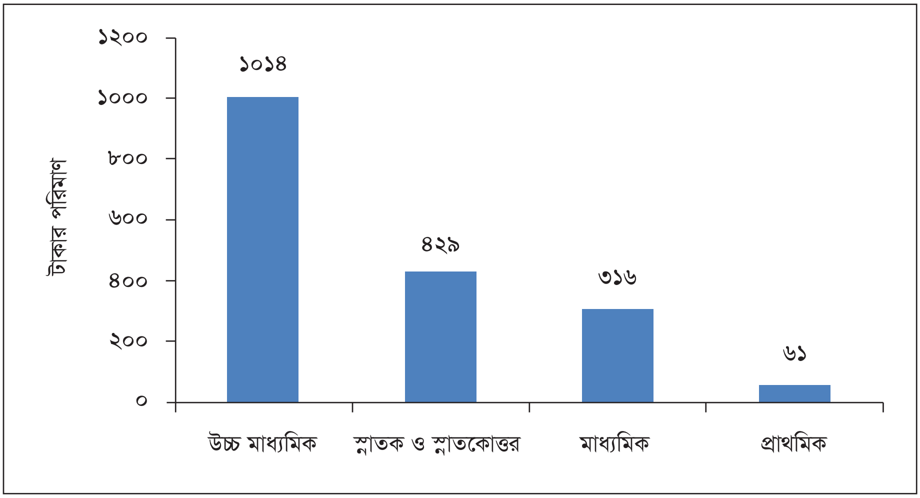

স্তরভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র: সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যেসকল সেবা খাতে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে পরীক্ষার ফি বাবদ (২৮.৭%), ভর্তি/ পুনঃভর্তির ফি (২০.৮%), ভর্তির সুযোগ পাওয়া (১৯.৭%) এবং পরীক্ষার নিবন্ধন বাবদ (১৩.৬%) ইত্যাদি। অন্যান্য সেবার মধ্যে বেতন, ফরম পূরণ করে দেয়া, প্রবেশপত্র প্রদান, প্রশংসাপত্র, ব্যবহারিক পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর প্রদান বাবদ অতিরিক্ত টাকা প্রদান করতে হয়েছে (সারণি ৪.১৫)।

সারণি ৪.১৫: উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ও শিক্ষা সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র

সেবার ধরন	শতকরা হার (%)
পরীক্ষার ফি	২৮.৭
ভর্তি/ পুনঃভর্তির ফি	২০.৮
ভর্তির সুযোগ পাওয়া	১৯.৭
পরীক্ষার নিবন্ধন	১৩.৬
সার্টিফিকেট/ মার্কশীট তোলা	৭.১
অন্যান্য	৫.১
বিবিধ অনুষ্ঠান (সাংস্কৃতিক/ ক্রীড়া)	৩.১
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট তোলা	১.২
সাজেশন/ পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়া	১.০

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যথাক্রমে পরীক্ষার ফি বাবদ (৩৫.০%), ভর্তি/ পুনঃভর্তির ফি (২৩.৫০%) এবং ভর্তির সুযোগ পাওয়ার জন্য (১৩.৩%) এই অনিয়ম ও দুর্নীতির হার বেশি লক্ষণীয়। অন্যান্য সেবাগুলোর মধ্যে বেতন, সেমিস্টার ফি, ফরম পূরণ করে দেয়া, প্রবেশপত্র প্রদান, ব্যবহারিক পরীক্ষা বাবদ অতিরিক্ত টাকা প্রদান করতে হয়েছে।

চিত্র ৪.১৭: স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে এবং শিক্ষা সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র (%)

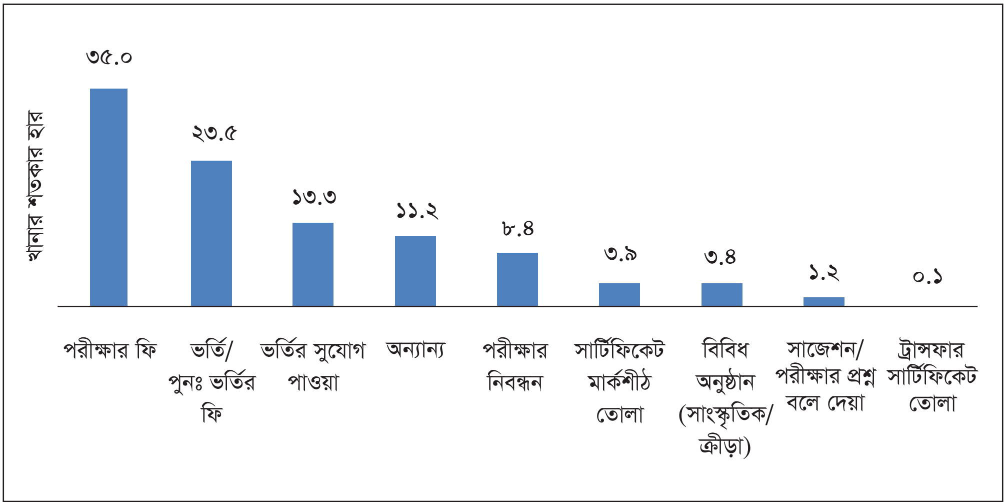

মাধ্যমিক স্তরে যথাক্রমে পরীক্ষার ফি (২৯.৯%), বই বিতরণ (২৪.৫%) এবং ভর্তি/ পুনঃভর্তির ফি বাবদ (২০.০%) অনিয়ম ও দুর্নীতির হার বেশি লক্ষ করা গেছে। অন্যান্য সেবার মধ্যে বেতন, অনুপস্থিতির জরিমানা, আয়ার বেতন, বিদ্যুৎ বিল, প্রবেশপত্র প্রদান, প্রশংসাপত্র, ব্যবহারিক পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর প্রদান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুরস্কার বিতরনী, টিফিন, নলকূপ স্থাপন, হাতের কাজ, টয়লেট পরিষ্কার, মিলাদ অনুষ্ঠান, শিক্ষা উপকরণ, সিলেবাস প্রদান, রুটিন প্রদান বাবদ অতিরিক্ত টাকা প্রদান করতে হয়েছে (সারণি ৪.১৬)।

সারণি ৪.১৬: মাধ্যমিক স্তরে এবং শিক্ষা সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র

সেবার ধরন	শতকরা হার
পরীক্ষার ফি	২৯.৯
বই বিতরণ	২৪.৫
ভর্তি/ পুনঃভর্তির ফি	২০.০
ভর্তির সুযোগ পাওয়া	৫.৮
বিবিধ অনুষ্ঠান (সাংস্কৃতিক/ ক্রীড়া)	৪.৮
উপবৃত্তির টাকা প্রাপ্তি	৩.৭
পরীক্ষার নিবন্ধন	২.৮
উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি	২.১
সার্টিফিকেট/ মার্কশীট তোলা	১.৫
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট তোলা	০.৬
সাজেশন/ পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়া	০.২
অন্যান্য	৪.০

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সেবাভেদে যথাক্রমে পরীক্ষার ফি (৩১.০%), বই বিতরণ বাবদ (২৬.৪%), ভর্তি/ পুনঃভর্তির ফি বাবদ (১৮.২%) অনিয়ম ও দুর্নীতির হার বেশি লক্ষ করা গেছে। অন্যান্য সেবার মধ্যে বেতন, অনুপস্থিতির জরিমানা, আয়ার বেতন, অভিভাবক সমাবেশ, বিদ্যুৎ বিল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুরস্কার বিতরণী, টিফিন, নলকূপ স্থাপন, হাতের কাজ, টয়লেট পরিষ্কার, মিলাদ অনুষ্ঠান, শিক্ষা উপকরণ, সিলেবাস প্রদান, রুটিন প্রদানবাবদ অতিরিক্ত টাকা প্রদান করতে হয়েছে।

চিত্র ৪.১৮: প্রাথমিক স্তরে এবং শিক্ষা সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি (%)

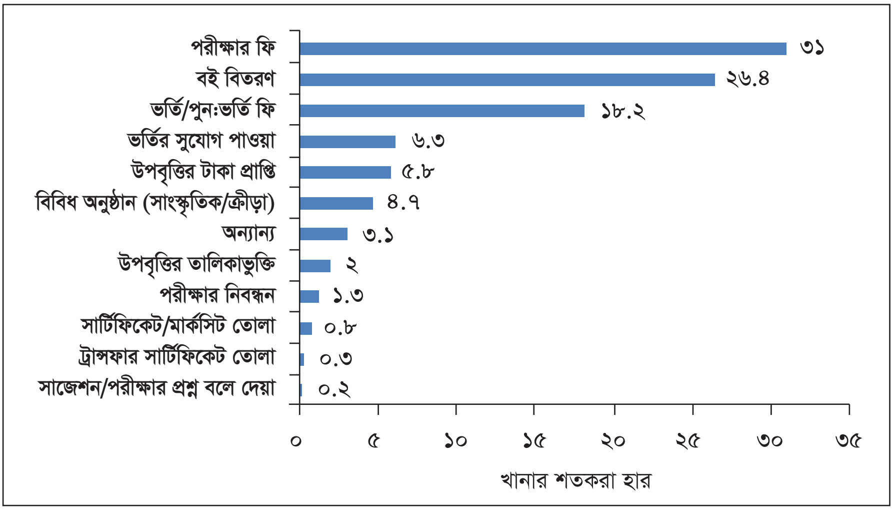

৪.৭ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রচলন বহুকাল পূর্বের। বৃটিশ শাসনের আগে গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও তার কোনো আইনগত ভিত্তি ছিল না। পরবর্তীতে বৃটিশ আমলে ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদারি আইন ও ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আইনে রূপ দেওয়ার সূচনা করা হয় যার ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত বিরাজমান। জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলীর ধরন ও পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে স্থানীয় পর্যায়ের সকল কাজের প্রতি মনোনিবেশ করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তাই সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা ও গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার জন্য বিকেন্দ্রীকরন অতি প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার হলো বিকেন্দ্রীকরন ব্যবস্থা চর্চা করার অন্যতম মাধ্যম।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং স্থানীয় শাসন পরিচ্ছেদের একাধিক স্থানে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে।[৫৭] স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে নানা বিবর্তনের মধ্যদিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়েও অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যার কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হলো-

- ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু এবং বিভিন্ন ট্রেনিং আয়োজন
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে তথ্য সেবা চালু হওয়ায় সেবার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়া
- নাগরিক সনদের (সিটিজেন চার্টার) প্রচারণা বৃদ্ধির ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সুযোগ সৃষ্টি
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেট জনসম্মুখে প্রকাশ হওয়ায় পদক্ষেপ বেড়েছে যা জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারসমূহ স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন করে থাকলেও এখনও এসব প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান যার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক সাফল্য ও অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জনগণ তার প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসহ স্থানীয় উন্নয়ন হচ্ছে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত। দেশে বর্তমানে ৪৪৯৯টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৮৫টি উপজেলা পরিষদ, ৬৪টি জেলা পরিষদ, ৩১১টি পৌরসভা, দশটি সিটি কর্পোরেশন ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য একটি পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ বিদ্যমান রয়েছে। এই জরিপে পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ ব্যতিত সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

[৫৭] অনুচ্ছেদ ১১, ৫৯ ও ৬০, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অক্টোবর ২০১১।

সার্বিক দুর্নীতি ও অনিয়ম: জাতীয় খানা জরিপের সেবা গ্রহণের নির্ধারিত সময়ে ৪৭.৬% খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা নিয়েছে। বিশেষ করে, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য[৫৮] সেবার এক বা একাধিক বিষয়ে সেবা নিয়েছে। সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে ৩০.৯% খানা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকালে কোনো না কোনো ভাবে দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার ৩৪.৫% ও শহরাঞ্চল এলাকার খানার ২৪.৭%।

চিত্র ৪.১৯: সার্বিকভাবে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)

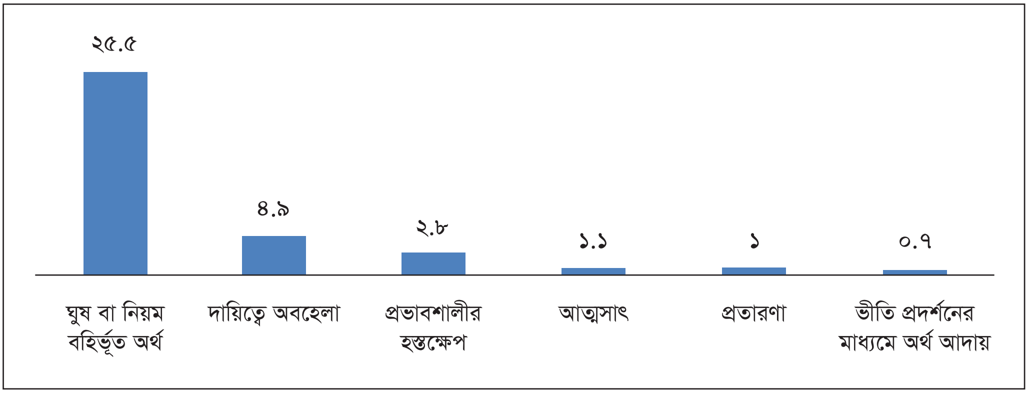

খানা পর্যায়ে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দেয় ২৫.৫%। এরপর যথাক্রমে দায়িত্বে অবহেলার শিকার ৪.৯%, প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপের শিকার ২.৮%, আত্মসাতের শিকার ১.১%, প্রতারণার শিকার ১.০% এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়ের শিকার ০.৭% খানা (চিত্র ৪.১৯)। উল্লেখ্য সেবা গ্রহণের সময় যে সকল খানা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩৯৬ টাকা দিতে হয়েছে। ঘুষ প্রদানের কারণ হিসেবে ৭৪.২% খানা উল্লেখ করেছে ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না। এছাড়া ২১.৮% সময়মতো সেবা পাওয়া, ১৪.১% দ্রুত সেবা পাওয়া, ১.৯% প্রভাবশালীর সাথে যোগাযোগ না থাকা, ১.১% রায় নিজের পক্ষে পাওয়ার জন্য এবং ১.৭% খানা অন্যান্য (রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকা, ফি না জানা থাকা, ফাইল স্থানান্তরিত করা, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রদান করা) কারণ উল্লেখ করেছে। সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহীতাদের ২৪.৩% নারী এবং ৭৫.৭% পুরুষ। এসব নারীর ৩৪.৫% এবং পুরুষদের ২৭.৪% দুর্নীতির শিকার হয়।

খাতভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়ম: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন বহুমুখী ও বিস্তর হলেও এই জরিপে জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করে জনগণের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

বিভিন্ন সনদ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে দুর্নীতি ও অনিয়ম: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, ইত্যাদি সনদ সংক্রান্ত ৫৯.২% খানা সেবা গ্রহণ করেছে এবং এ ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ৩৫.৭%-কে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়েছে। এর মধ্যে ৯৫.৮% খানা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ, ৮.২% খানা সময়ক্ষেপণ, ১.২% খানা প্রতারণা, ০.৯% খানাকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় এবং ০.৭% খানা স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছে।

[৫৮] পানি সেবা, পন্য শুল্ক প্রদান, প্ল্যান পাশ, রিক্সার লাইসেন্স, অটো লাইসেন্স, তথ্য অধিকার আইনের প্রশিক্ষণ, তথ্য সেবা ইত্যাদি।

সারণি ৪.১৭: বিভিন্ন ধরনের সনদ গ্রহণে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন ও মাত্রা

দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ	৯৫.১	৯৭.৫	৯৫.৮
সময়ক্ষেপণ	৯.০	৬.৩	৮.২
প্রতারণা	১.১	১.৪	১.২
ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়	০.১	২.৮	০.৯
স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব করা	০.৭	০.৮	০.৭

সনদ সংগ্রহে যে সকল খানা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৯৪ টাকা দিতে হয়েছে। এদের মধ্যে গ্রামাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ৮১ টাকা এবং শহরাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ১১৭ টাকা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ হিসেবে সর্বাধিক ৭৩.৫% খানা উল্লেখ করেছে ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না। এছাড়াও সময়মতো কাজ শেষ করার জন্য ২২.৮% খানা, দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য ১৪.৯% খানা, প্রভাবশালীর সাথে যোগাযোগ না থাকা ১.২% এবং অন্যান্য কারণে ১.৪% খানা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে এবং বিতরণের সময় দুর্নীতি ও অনিয়ম: সমাজের অনুন্নত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ভিজিডি, ভিজিএফ, টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, কর্মসংস্থান কর্মসূচি, জিআর, ত্রাণ ইত্যাদি। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ১২.৪% খানা এই ধরণের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছে যার ৩৫.৮%-কে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫০.৪% খানাকে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়েছে। এছাড়া নির্ধারিত বরাদ্দ বা ভাতার একটি অংশ কেটে রাখার শিকার ২৪.১% খানা, দায়িত্বে অবহেলার শিকার ২২.৯% খানা, স্বজনপ্রীতির শিকার ১৫.৭% খানা, প্রতারণার শিকার ৪.৬% খানা, প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের শিকার ৪.০% খানা এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়ের শিকার হয় ২.২% খানা।

সারণি ৪.১৮: সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় আসতে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাত্রা

দুর্নীতি ও অনিয়মের ঘটনা	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ	৫০.৪	৫০.৮	৫০.৪
বরাদ্দের একটি অংশ প্রদান বা আত্মসাৎ	২৪.৪	২১.৬	২৪.১
দায়িত্বে অবহেলা	২৩.৭	১৫.৩	২২.৯
স্বজনপ্রীতি	১৫.১	২০.২	১৫.৭
প্রতারণা	৪.১	৮.৫	৪.৬
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ	৪.০	৪.৪	৪.০
ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়	২.৫	-	২.২

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের ৪৫.০% নারী এবং তাদের মধ্যে ৪২.৭% দুর্নীতির শিকার হয়। অন্যদিকে ৫৫.০% পুরুষ অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে ২৯.৮% দুর্নীতির শিকার হয়।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে প্রদত্ত ঘুষের পরিমাণ: সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে যে সকল খানা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে তারা গড়ে ১০৪৮ টাকা দিয়েছে। খানার অবস্থান অনুযায়ী সর্বাধিক ঘুষ প্রদান করতে হয় গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার যা গড়ে ১১৫২ টাকা। এছাড়া শহরাঞ্চল এলাকার খানার গড়ে ২৭৯ টাকা দিতে হয়েছে। ঘুষের কারণ হিসেবে তথ্যদাতারা এক বা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছে। ঘুষ না দিলে নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেন ৯২.৫% খানা। এছাড়াও সময়মতো এবং দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য ১২.৯% খানা এবং প্রভাবশালীর সাথে যোগাযোগ না থাকার কারণে ০.১% খানা ঘুষ প্রদান করেছে।

বিচার ও সালিশের বিষয়ভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়ম: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিচার ও সালিশ করে থাকে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৮.৫% খানা বিভিন্ন ধরনের বিচার সালিশের সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত ৬২.৪%, বিবাহ সংক্রান্ত ১২.৮%, পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত ৯.৮%, ধারদেনা সংক্রান্ত ৬.৭%, মারামারি সংক্রান্ত ৪.৬%, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ২.১% এবং অন্যান্য বিরোধ নিয়ে ৪.২% খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিচার ও সালিশের সম্মুখীন হয়। এসব বিরোধ নিস্পত্তিকালে ৩৪.১% খানার সদস্যরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়।

সারণি ৪.১৯: বিচার ও সালিশের বিষয়ভিত্তিক দুর্নীতি ও অনিয়মের মাত্রা

বিচার ও সালিশের বিষয়	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
জমি সংক্রান্ত	৫৯.০	৬০.৭	৫৯.৪
বিবাহ সংক্রান্ত	১৫.০	১৩.৭	১৪.৮
পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত	৮.৭	২১.৩	১১.৩
ধারদেনা সংক্রান্ত	৭.১	-	৫.৬
নারী নির্যাতন সংক্রান্ত	৪.২	৪.৩	৪.২
মারামারি সংক্রান্ত	৪.২	-	৩.৩
অন্যান্য	১.৯	-	১.৫

জরিপকৃত খানার সদস্যরা যেসকল বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে বিচার ও সালিশ করতে যেয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৯.৪% খানা জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে। এরপর যথাক্রমে বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ, পারিবারিক বিরোধ ও ধারদেনা সংক্রান্ত বিচার ও সালিশ অন্যতম। কোনো কোনো খানা একাধিক বিষয়ে বিচার ও সালিশে অনিয়মের শিকার হয়েছে। এই ধরনের বিচার ও সালিশে মুখোমুখি হওয়া সদস্যদের ২০.৪% নারী এবং ৭৯.৬% পুরুষ। এসব নারীর ৩৩.৫% এবং পুরুষদের ৩১.৪% দুর্নীতির শিকার হয়।

বিচার ও সালিশে দুর্নীতি ও অনিয়ম: সার্বিকভাবে বিচার ও সালিশে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে সময়ক্ষেপণ। এরপর যথাক্রমে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ, স্বজনপ্রীতি, প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় এবং প্রতারণা।

সারণি ৪.২০: বিচার ও সালিশে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাত্রা

দুর্নীতি ও অনিয়ম	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
সময়ক্ষেপণ	৪৩.৮	২৯.৮	৪০.৯
ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ	৩০.৪	৫৬.৬	৩৫.৮
স্বজনপ্রীতি	৩৭.৭	১১.৫	৩২.৩
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ	৩৪.৮	১৭.৫	৩১.২
ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়	৪.৩	৩৪.২	১০.৫
প্রতারণা	১২.০	-	৯.৫

বিচার ও সালিশে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের পরিমাণ: স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বিচার ও সালিশ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যে সকল খানা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে তাদের গড়ে ৪,৫২১ টাকা দিতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ৩,৮০৪ টাকা ও শহরাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ৬,১০০ টাকা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এর কারণ হিসেবে তথ্যদাতারা বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করেছে। ৫৩.৭% খানা সময়মতো বিচার সম্পন্ন করা, ৩১.০% খানা দ্রুত বিচার প্রাপ্তি, ২৪.৯% খানা রায় নিজের পক্ষে পাওয়া, ১৩.৪% খানা প্রভাবশালীর সাথে যোগাযোগ না থাকা, ৪.২% খানা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকা এবং ৩.৩% খানা অন্যান্য কারণে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদান করেছে।

হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অনিয়ম: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৩০.৬% খানা হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে; যাদের মধ্যে ১৫.৩% খানার কর নির্ধারণ, ৮২.০% খানা কর প্রদান এবং ৬.০% খানা হোল্ডিং প্লেট প্রাপ্তির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে। এসব খানার মধ্যে ৬.৭% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক ৭৯.০% খানাকে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে এবং গড়ে ২৬০ টাকা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছে। গ্রামাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ৮১ টাকা ও শহরাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ৫৩৫ টাকা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.২১: হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অনিয়মের মাত্রা

দুর্নীতি ও অনিয়ম	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ	৮৯.৯	৬০.৫	৭৯.০
দায়িত্বে অবহেলা	৭.৭	৪৫.১	২১.৬
অন্যান্য (স্বজনপ্রীতি, প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ, প্রতারণা)	৫.৫	৮.৫	৬.৬

ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ হিসেবে সর্বাধিক ৮৮.৬% খানা উল্লেখ করেছে ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না। এছাড়া ১১.৭% খানা দ্রুত সেবা পাওয়া এবং ৪.৯% খানা অন্যান্য (প্রভাবশালীর সাথে যোগাযোগ না থাকা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকা এবং তথ্য না থাকা) কারণে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অনিয়ম: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৬.৫% খানার সদস্য নতুন ট্রেড লাইসেন্স করেছে বা নবায়ন করেছে যার মধ্যে ১৬.৬% খানার সদস্য বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক ৯০.৭% খানার সদস্যকে নির্ধারিত ফি এর চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। যে সকল খানার সদস্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছে তাদের গড়ে ৪৫৬ টাকা দিতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানার সদস্যকে গড়ে ৪০৬ টাকা ও শহরাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানার সদস্যকে গড়ে ৪৮২ টাকা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.২২: ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অনিয়মের মাত্রা

দুর্নীতি ও অনিয়ম	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ	১০০.০	৮৪.৫	৯০.৭
দায়িত্বে অবহেলা	-	২০.৩	১২.১
স্বজনপ্রীতি	-	৬.২	৩.৭

ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ হিসেবে সর্বাধিক ৬২.৩% খানার সদস্য উল্লেখ করেছে ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না। এছাড়া ৪১.২% খানার সদস্য সময়মতো সেবা পাওয়া, ১১.১% খানার সদস্য দ্রুত সেবা পাওয়া এবং ৭.৩% খানার সদস্য প্রভাবশালীর সাথে যোগাযোগ না থাকার কারণে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

অন্যান্য সেবা সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অনিয়ম: সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৪.৪% খানা অন্যান্য সেবা (পানি সেবা, পণ্য শুল্ক, প্ল্যান পাশ, অটো লাইসেন্স, ইত্যাদি) সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে ২৪.৮% খানা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। যার মধ্যে সর্বাধিক ৫০.৩% খানা দায়িত্বে অবহেলার শিকার হয়েছে এবং ৪৩.৩% খানা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। যে সকল খানা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছে তাদের গড়ে ২৯১৬ টাকা দিতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ৭১ টাকা ও শহরাঞ্চল এলাকায় বসবাসকারী খানাকে গড়ে ৩৮১৪ টাকা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.২৩: অন্যান্য সেবা সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অনিয়মের মাত্রা

দুর্নীতি ও অনিয়ম	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
দায়িত্বে অবহেলা	৩৭.১	৫৪.৯	৫০.৩
ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ	৬০.৩	৩৭.৩	৪৩.৩
প্রতারণা	৭.৩	২৩.৯	১৯.৬
স্বজনপ্রীতি	২.৬	৬.৬	৫.৬
ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়	-	৪.৮	৩.৫
প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ	২.২	১.৮	১.৯

ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ হিসেবে সর্বাধিক ৮১.৭% খানা উল্লেখ করেছে ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না। এছাড়া ১২.৬% খানা সময়মতো সেবা পাওয়া, ১১.৯% খানা দ্রুত সেবা পাওয়া এবং ১১.০% খানা অন্যান্য কারণে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

৪.৮ কৃষি

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ২০.০১% আসে কৃষিখাত (শস্য উৎপাদন, বনায়ন ও মৎস্য) থেকে। দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৩.৬% প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।[৫৯] দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলো, যেমন: কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা অনেকাংশে কৃষি নির্ভর। কৃষির জন্য গৃহীত সরকারি নীতির দীর্ঘসূত্রতা ও জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ কৃষির সার্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করলেও, অনুকুল আবহাওয়া, সহজলভ্য শ্রম ও মাটির উর্বরতার কারণে কৃষিখাতে বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষণীয়। এছাড়াও ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার।[৬০]

দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র বিমোচন, জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিধায় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (MDG) কৃষিখাতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি খাতে সরকারি ভর্তুকি বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট সময়ে সার, বীজসহ অন্যান্য উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করা, কৃষকদের সময়মতো সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করারও প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে। কৃষকদের সার ও বীজ সরবরাহ, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ, কৃষি খামার প্রদর্শনী এবং ভর্তুকির ক্ষেত্রগুলো কৃষিতে পরিবর্তন সূচনার ইঙ্গিত দিলেও, সেবাগুলো পেতে কৃষকদেরকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হচ্ছে, যা কৃষির প্রবৃদ্ধি অর্জনে অন্যতম

[৫৯] অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিস্তারিত: http://www.mof.gov.bd/en/budget/10_11/ber/bn/Chapter-7%20_Bangla-10.pdf
[৬০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: http://www.albd.org/autoalbd/images/stories/election2008/al_manifesto_2008.pdf

বাঁধা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ২০১০ সালে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে কৃষি সেবা গ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ৪৫.৩% কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছিল।[৬১] সেবা গ্রহণের হার: জাতীয় খানা জরিপের নির্ধারিত সময়ে ৩২% খানা কৃষি সংক্রান্ত সেবা নিয়েছেন, তাদের মধ্যে ৯৭.৫% সার সরবরাহ সেবা, ৭০.৭% বীজ সরবরাহ সেবা, ২.৯% কৃষি ভর্তুকি, ৬.৩% কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনী সেবা নিয়েছে (চিত্র ৪.২০)।

চিত্র ৪.২০: বিভিন্ন ধরনের কৃষি সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার (%)

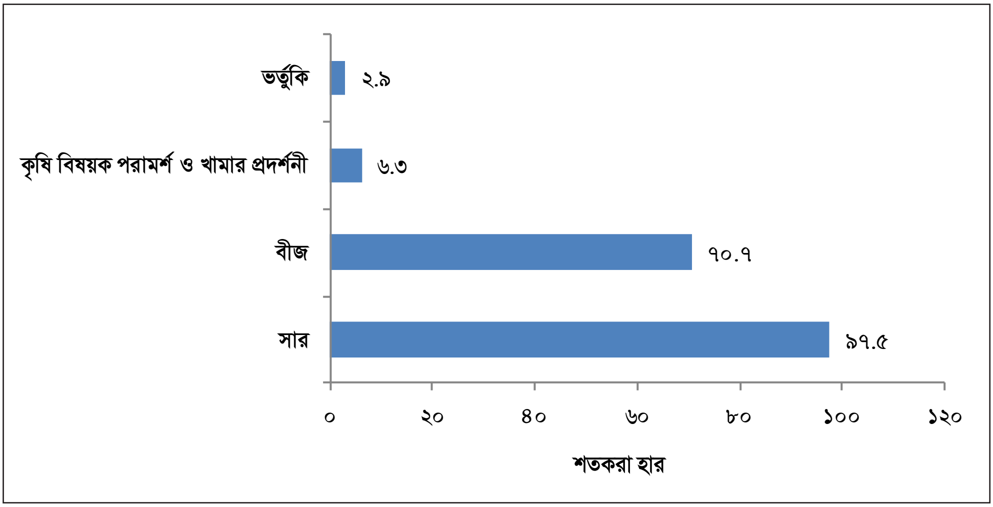

সার্বিক দুর্নীতি: সার্বিকভাবে এ খাত হতে সেবা নেওয়া খানাগুলোর মধ্যে ২০.৪% খানা কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ১৬.২%-কে সেবা পেতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন: জরিপে কৃষি সেবা গ্রহণকালে ৮০.১% খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে। এছাড়া ১১.৫% খানা নিম্নমানের বীজ সরবরাহ, ৯.৬% খানা সময়মত সার/বীজ না পাওয়া, ৬.৩% খানা ব্লক সুপারভাইজারের পরামর্শ সময়মত না পাওয়া, ০.৩% খানা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, ০.৫% খানা প্রদর্শনী খামার অন্তর্ভুক্তিতে স্বজনপ্রীতি এবং ৪.১% খানা অন্যান্য দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়।

চিত্র ৪.২১: বিভিন্ন ধরনের কৃষি সেবা প্রাপ্তিতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানা (%)

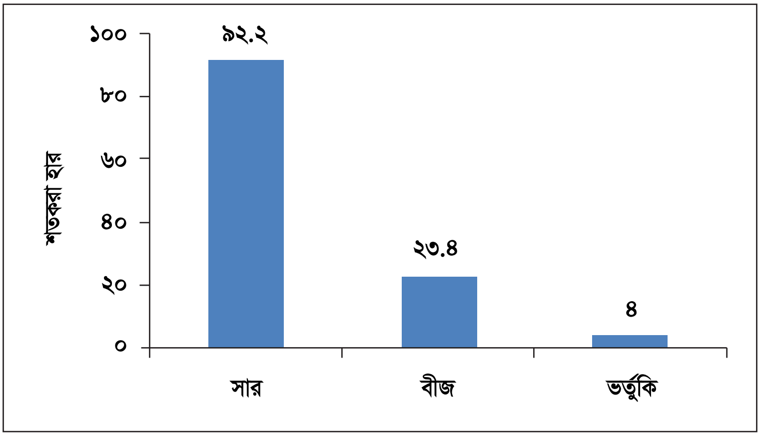

[৬১] জাতীয় খানা জরিপ ২০১০, টিআইবি-www.ti-bangladesh.org

সার সরবরাহঃ আধুনিক কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সময়মত নির্দিষ্ট পরিমাণ সার ও কীটনাশক প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ইউরিয়া সার সর্বাধিক ব্যবহৃত হওয়ায় তা জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়। জরিপে দেখা গেছে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের সার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ঘোষণার পরও কৃষকদেরকে সার প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়। দ্রুত ও সহজ উপায়ে এবং প্রয়োজন মাফিক সার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে সারের ডিলার নিয়োগ করেও অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র দেখা যায়।

চিত্র ৪.২২: সার সরবরাহকারীর শতকরা হার (%)

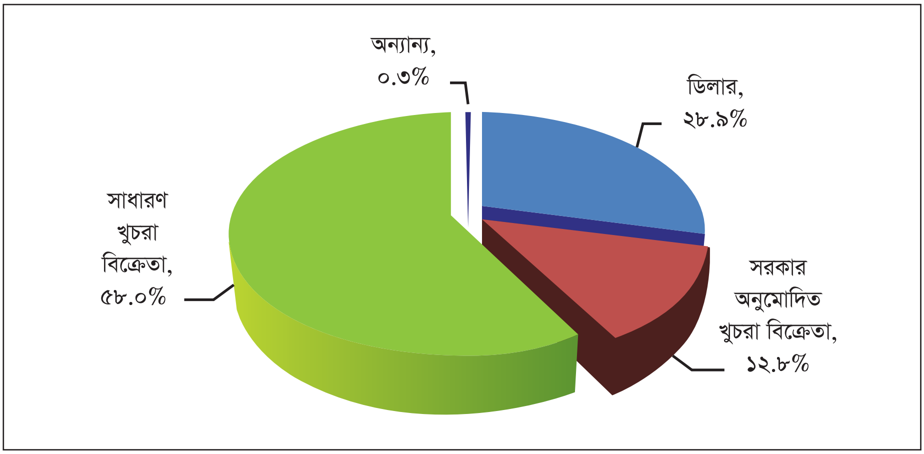

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৫৮% খানা সাধারণ খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে সার সংগ্রহ করেছে বলে উল্লেখ করেছে। ২৮.৯% খানা ডিলারের কাছ থেকে, ১২.৮% খানা সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে, এবং ০.৩% খানা অন্যান্য উৎস হতে সার সংগ্রহ করেছে। যেসব খানা সার সরবরাহ সেবা প্রাপ্তিতে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে ৯২.২% খানা সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে সার পেয়েছে (চিত্র ৪.২১), ১৩.৭% খানা সময়মত সার পায়নি, ০.৩% খানা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং ৪.% খানা অন্যান্য অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগ করেছে। অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের কারণ হিসেবে সময়মত সার পেতে ৫২% খানাকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে, ২৮.৮% খানা কৃত্রিম সংকট তৈরির কারণে, ১৬.১% খানা মান সম্মত সার পেতে এবং ৩.২% খানা অন্যান্য কারণে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছে। সার কিনতে যেয়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানকারী খানাগুলো গড়ে ২৭৬ টাকা দিয়েছে।

চিত্র ৪.২৩: সার প্রাপ্তিসেবায় দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন (%)

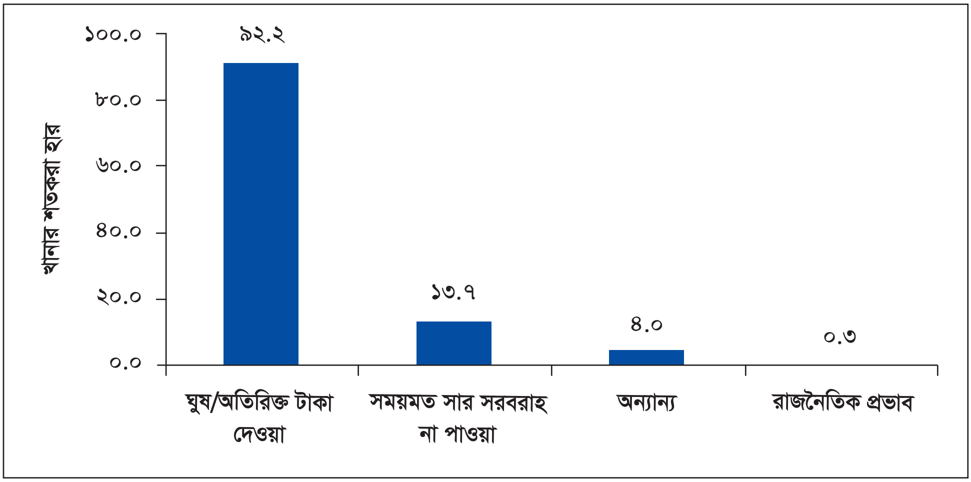

বীজ সরবরাহঃ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে মানসম্মত বীজ প্রধান উপকরণ। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২৩টি খামারে খাদ্যশস্য বীজ এবং ৯টি খামারে সবজি ও অন্যান্য তৈলবীজ উৎপাদন করে ডিলার এবং খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে বাজারজাত করে থাকে।[৬২] তবে বিএডিসি'র মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ দেশের মোট চাহিদার মাত্র ২০% পূরণ করতে পারে এবং বাকি ৮০% যোগান আসে বিভিন্ন বেসরকারি বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং কৃষকদের নিজস্ব খামার থেকে।[৬৩] জরিপে দেখা যায়, যেসকল খানা বীজ সরবরাহ সেবা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ৬৭.৬% খানা সাধারণ খুচরা বিক্রেতা, ১৭.৬% খানা ডিলার, ১০.২% খানা সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা, ২.৩% খানা 'বিএডিসি', ১.৯% খানা উপজেলা বা জেলা কৃষি অফিস এবং ০.৪% খানা অন্যান্য উৎস থেকে বীজ সংগ্রহ করেছে।

বীজ সরবরাহ সেবা স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে বীজের দাম নির্ধারণসহ বিকেন্দ্রিকরণের সুফল কৃষকরা পাচ্ছে না বলে জরিপে প্রতীয়মান হয়েছে। বীজ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেসব খানা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে ৫৪.১% খানা নিম্ন মানের বীজ পেয়েছে, ২৩.৪% খানা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের (প্যাকেট মূল্যের) চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে বীজ সংগ্রহ করছে (চিত্র ৪.২১) এবং ২৩% খানা সময়মত বীজ সরবরাহ না পাওয়ার অভিযোগ করেছে।

চিত্র ৪.২৪ঃ বীজ প্রাপ্তিসেবায় দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন (%)

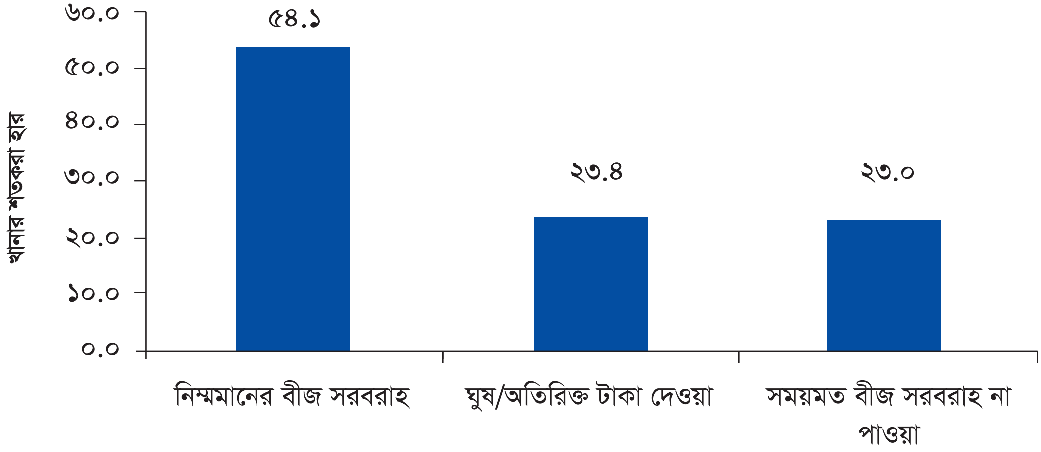

জরিপে দেখা যায় অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের কারণ হিসেবে ৪৭.৫% খানা সময়মত বীজ পাওয়ার জন্য ৩২.৫% খানা কৃত্রিম সংকট তৈরীর কারণে, ১৫% খানা মান সম্মত বীজ পেতে এবং ৫% অন্যান্য কারণে অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। বীজ সরবরাহ সেবা প্রাপ্তিতে খানাগুলোকে গড়ে ১৮৩ টাকা করে অতিরিক্ত অর্থ (প্যাকেট মূল্যের চেয়ে) দিতে হয়েছে।

কৃষি ভর্তুকিঃ কৃষিতে প্রণোদনা দেওয়ার উদ্যোগ থেকে কৃষির বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তুকি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ভর্তুকির অর্থ দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে কৃষকদের হাতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে সরাসরি কৃষকের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে ভর্তুকির টাকা প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ফলে ভর্তুকির টাকা আত্মসাতের ঘটনা কমে যাওয়ায় এ ক্ষেত্রে দুর্নীতির মাত্রাও কিছুটা কমে এসেছে। তবে এখানো ভর্তুকির তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হতে কৃষকদেরকে ঘুষ এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের শিকার হতে হয়। জরিপে দেখা যায় কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ২.৯% খানা ভর্তুকি সেবা নিয়েছে। এদের মধ্যে ৩৯.৯% খানা সার ক্রয়ে, ৩২.৬% খানা জ্বালানী (ডিজেল ক্রয়ে) এবং ১৪.৯% খানা বীজ ক্রয়ে সরকারি ভর্তুকি সেবার আওতায় এসেছে। এছাড়াও ৩৯.২% খানা অন্যান্য, বিশেষ করে-কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সরকারি ভর্তুকি পেয়েছে (চিত্র ৪.২৫)।

[৬২] বিস্তারিত : www.moa.gov.bd
[৬৩] বিস্তারিত : www.fao.org

চিত্র ৪.২৫: খাতওয়ারী ভর্তুকি প্রাপ্তির হার (%)

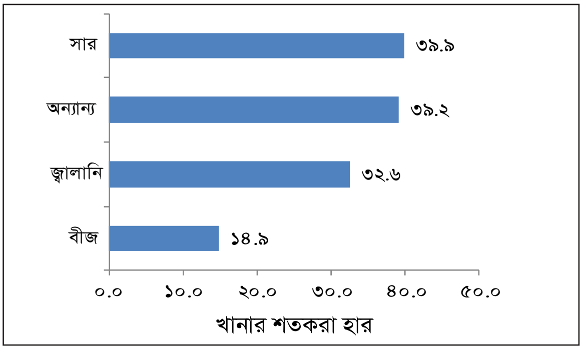

ভর্তুকি প্রাপ্ত খানাগুলোর মধ্যে ৪.০% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.২১)। দুর্নীতির শিকার হওয়া খানগুলো ঘুষ বা নিয়ম- বহির্ভূত অর্থ ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের শিকার হয়েছে। যেসকল কারণে খানাগুলোকে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে তাদের মধ্যে ভর্তুকির আওতায় আসতে এবং সময়মত ভর্তুকির টাকা পেতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। জরিপে দেখা যায়, সরকারি ভর্তুকি প্রাপ্তিতে কিংবা অন্তর্ভুক্ত হতে যেয়ে ৭টি খানা ঘুষ দিয়েছে। তাদের গড় ঘুষের পরিমাণ ১৬৬ টাকা।

কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনী: কৃষকদের সচেতনতা এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্লক সুপারভাইজারগণ কৃষক সমাবেশ, মাঠ সমাবেশ, মাঠ পরিদর্শন ইত্যাদির আয়োজন করে নানা রকম পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এছাড়া নতুন জাতের ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য প্রদর্শনী খামার পদ্ধতিটি ব্যবহার করে থাকেন। জেলা/ উপজেলা কৃষি অফিস গুলো নির্দিষ্ট এলাকার রাস্তার পাশে বা সুবিধা জনক চাষের জমিকে বেছে নিয়ে কৃষককে বিনা পয়সায় কৃষি অফিস থেকে সার, বীজ সরবরাহ করা এবং নিয়মিত খামারের তদারকি করে ফসল উৎপাদন এবং নতুন পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেন।

জরিপে দেখা যায়, কৃষি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৬.৩% কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনী সেবা নিয়েছে। এদের মধ্যে জেলা/ উপজেলা কৃষি অফিস থেকে ৯৬% খানা কৃষি বিষয়ক পরামর্শ এবং ৮৫% খানা কৃষি খামার প্রদর্শনী সেবা গ্রহণ করেছে। ১৪.৬% খানা এনজিও থেকে পরামর্শ ও প্রদর্শনী খামার সেবা গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে ৩.৭% খানা সরকার নির্ধারিত অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ হতে কৃষি বিষয়ক পরামর্শ নিয়েছে।

কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনী সেবায় দুর্নীতি ও অনিয়ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৯৪.৪% খানা ব্লক সুপারভাইজার সময়মত পরামর্শ না দেওয়া, ১.৭% খানা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং ৩.৯% খানা অন্যান্য দুর্নীতির অভিযোগ করেছে।

৪.৯ বিদ্যুৎ

মানব সভ্যতা আজকের পর্যায়ে উন্নীত হবার পেছনে যে কয়েকটি আবিষ্কার অনবদ্য অবদান রেখেছে বিদ্যুৎ তার মধ্যে অন্যতম। ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি এই বিদ্যুৎ। আর তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের বিষয়টি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন পাওয়ার ডিভিশনের নিয়ন্ত্রণে এবং তত্ত্বাবধানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সারাদেশে বিতরণ করা হয়। বিদ্যুৎ বিতরণে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্প্যান লিমিটেড (ওজোপাডিকো)। এ প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ উপকরণ পরিবর্তন, মিটার রিডিং, বিলিংসহ বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে।

বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ: জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে সার্বিকভাবে ৪৫.৫% খানা বিদ্যুৎ সেবা নিয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক ৫৪.৯% খানা সেবা নিয়েছে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা তার অধীন পল্লী বিদ্যুত সমিতি থেকে। এছাড়া ৩১.২% খানা

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে, ৭.১% খানা ডিপিডিসি থেকে, ২.৭% খানা ডেসকো থেকে এবং ৪.৮% খানা ওজোপাডিকো থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে খানাগুলো বিল (৭৮.৩%), মিটার রিডিং (৫৯.৩%), বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন (৮.৪%), নতুন সংযোগ গ্রহণ (৪.৮%), বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন (৪.৩%) ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করেছে।

বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণে দুর্নীতি ও অনিয়ম: যেসব খানা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে সার্বিকভাবে ১৮.৩% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের তারতম্য লক্ষ করা যায় (সারণি ৪.২৪)। সারণিতে লক্ষণীয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে যেসব খানা সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ২১.৯% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে ।

সারণি ৪.২৪: প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার খানার শতকরা হার

প্রতিষ্ঠান	খানার শতকরা হার
বিউবো	২১.৯
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	১৭.০
ডিপিডিসি	১৪.২
ওজোপাডিকো	১৩.৫
ডেসকো	১১.৩

জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে যেসব খানা বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করার সময় দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে তার ৬৮.৮% খানা সেবা গ্রহণ করতে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ৩৩.৭% খানার ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সংযোগ ও উপকরণ পরিবর্তন বা সংযোজনে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন: বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছে কিংবা বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন বা সংযোজন করেছে এমন খানার মধ্যে ৭৭.৪% খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। এছাড়া সময়ক্ষেপণ (৪০.১%), দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৬.৭%) ইত্যাদি দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

মিটার রিডিং ও বিলিং এর ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন: বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে মিটার রিডিং ও বিলিং সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার সময় দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে এমন খানাগুলোর মধ্যে ৪৭.১% খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে এবং ৫০.২% খানাকে মিটার না দেখেই বিল দেয়া হয়েছে বলে জানায়। এছাড়া মিটার রিডার কর্তৃক অবৈধ সহকারীর মাধ্যমে মিটার রিডিং, মিটার রিডারের সাথে মাসিক চুক্তি না করায় হয়রানি, বিল ঠিকমতো এন্ট্রি না হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় মিটার রিডিং ও বিলিং সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার সময়।

ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান: সার্বিকভাবে ১২% খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে এবং খানাপ্রতি গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ ১৭২৫ টাকা। সেবার ধরনভেদে গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণের ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষ করা যায়। সারণিতে লক্ষণীয়, নতুন সংযোগ গ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ ২,৭৮৮ টাকা ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে।

সারণি ৪.২৫: সেবার ধরনভেদে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ

সেবার ধরন	গড় অর্থের পরিমাণ (টাকা)
নতুন সংযোগ গ্রহণ	২৭৮৮
সংযোগের জন্য আবেদন	১৮৪৩
মিটার সংযোজন বা পরিবর্তন	১৭৭১
পুন:সংযোগ গ্রহণ	১৩৯১
বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন (মিটার ব্যতীত)	৯৮০
বিল	৯৫২
মিটার রিডিং	৭৫৫

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে নেয়া সেবার ধরনভেদে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আবার প্রতিষ্ঠানভেদেও এর তারতম্য লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য ডেসকো থেকে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে তুলনামুলকভাবে কম অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়। অন্যদিকে ডিপিডিসি থেকে ঘুষের শিকার খানাসমুহকে গড়ে ২৪৩৯.৩ টাকা এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড থেকে ঘুষের শিকার খানাসমুহকে গড়ে ১৮৭২.২ টাকা করে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার খানার মাত্রায় তারতম্য লক্ষ করা যায়। (সারণি ৪.২৬)

সারণি ৪.২৬: প্রতিষ্ঠানভেদে গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ

প্রতিষ্ঠান	গড় অর্থের পরিমাণ (টাকা)
ডিপিডিসি	২৪৩৯
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	১৮৭২
বিউবো	১৫৬২
ওজোপাডিকো	১৫১৮
ডেসকো	১০২৫

ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ: সংযোগ সংক্রান্ত সেবা নেয়ার সময় যেসব খানাকে ঘুষ কিংবা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে তাদের মধ্যে ৪২.৮% খানা দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত সেবা পাবার জন্য এবং ৪২.৭% খানা বাধ্যতামুলক দিতে হয় বলে ঘুষ কিংবা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে বলে জানায় (চিত্র ৪.২৬)।

চিত্র ৪.২৬: ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)

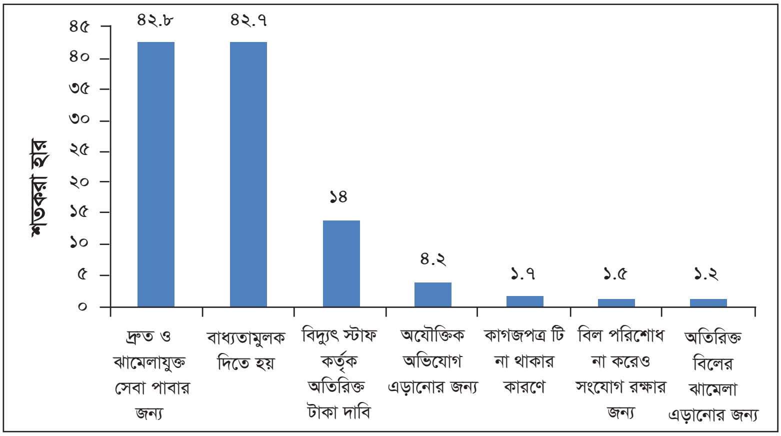

৪.১০ কর ও শুল্ক

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহ সঞ্চারণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হচ্ছে প্রধান সংস্থা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রত্যক্ষ কর যেমন, আয়কর, উপহার (Gift) কর এবং পরোক্ষ কর যেমন, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সম্পুরক শুল্ক এবং বিদেশ ভ্রমণ কর সংগ্রহ করে থাকে। ২০১০-১১ অর্থবছরে কর সংগ্রহের পরিমাণ ছিলো প্রায় ২৬৯১৬ কোটি টাকা যা উক্ত অর্থবছরের লক্ষ্য মাত্রার থেকে প্রায় ২১৯৮ কোটি টাকা বেশি।[৬৪] রাজস্ব বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ৩.৪ মিলিয়ন টিআইএন-ধারী থাকলেও, ২০১১-১২ অর্থ বছরে মাত্র ১.০ মিলিয়ন কর রিটার্ন ফরম দাখিল করেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দুই-তৃতীয়াংশ করদাতা টিআইএন-ধারী চিহ্নিত করেন, যারা কর রিটার্ন দাখিল করেননি।[৬৫]

বিগত দুই বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যবসা বা পেশায় নিয়োজিত ক্ষুদ্র করদাতাদের নিবন্ধন, আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং

[৬৪] http://www.hbr-bd.org/Revenue-Development_Report-2010-11.pdf (সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১২)
[৬৫] http://www.bssnews.net/newsDetails.php?cat+0&id=2795552&date=2012-09-15 (সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১২)

আয়কর প্রদানের জন্য স্পট অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে করদাতা দুই পাতার সহজ ও সংক্ষিপ্ত আয়কর রিটার্ন ফরমের মাধ্যমে আয়কর পরিশোধ করতে পারবে। আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য কণিকা, আয়কর রিটার্ন ফরম সহজে পূরণ করার পদ্ধতি, আয়কর আইনের ধারাসমূহের সহজ বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশ করে তা জনগণের জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে। ঢাকার বৃহৎ করদাতা ইউনিট এবং কর অঞ্চল ৮-এ পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইনে কর রিটার্ন দাখিল করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বৃহৎ করদাতা ইউনিট ও মূসক কমিশনারেট, ঢাকা দক্ষিণ-এ পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ও দাখিলপত্র জমাদানের পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। শুল্ক প্রশাসনের অংশ হিসেবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ অব্যাহত থাকলে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সারা দেশে এগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে শুল্ক খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রবণতা হ্রাস করতে সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

কর ও শুল্ক সেবার ধরন: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাত্র ২.৫% ক্ষেত্রে খানাপ্রধান বা খানার অন্য কোনো সদস্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় কোনো না কোনো কর অফিস হতে টিআইএন রেজিস্ট্রেশন, আয়কর অ্যাসেসমেন্ট, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে, যা গ্রাম অঞ্চলের খানার ০.৮% এবং শহরাঞ্চলের ৬.০%। সেবাগ্রহণকারীর পর্যায় অনুসারে ৬৬.৩% খানা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং ৪০.৫% খানা বাণিজ্যিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর ও শুল্ক সেবা নিয়েছে। কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে আয়কর সেবা নিয়েছে সবচেয়ে বেশি (৮৫.৩%) খানা।

চিত্র ৪.২৭: কর ও শুল্ক সেবার ধরন (%)

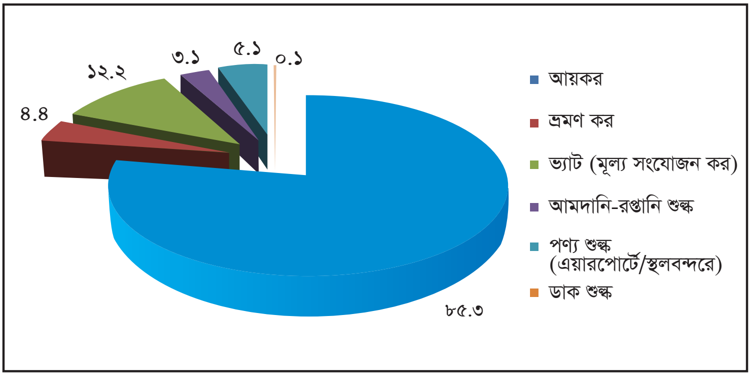

সার্বিকভাবে কর ও শুল্ক সেবাগ্রহণকারী খানার হার গ্রামাঞ্চলের (৭৩.৯%) তুলনায় শহরাঞ্চলে (৮৮.৪%) বেশি (সারণি ৪.২৭)।

সারণি ৪.২৭: এলাকাভেদে সেবার ধরনের শতকরা হার

সেবার ধরন	এলাকা (%)	
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
আয়কর	৭৩.৯	৮৮.৪
ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর)	১২.৬	১২.১
ভ্রমণ কর	১.৩	৫.২
আমদানি-রপ্তানি শুল্ক	৮.৩	১.৭
পণ্য শুল্ক (স্থলবন্দর/এয়ারপোর্টে)	১৯.৫	১.৩
ডাক শুল্ক	০	০.১

দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন: জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে যারা রাজস্ব বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন ধরনের কর সংক্রান্ত সেবা নিয়েছেন, তাদের মধ্যে সার্বিকভাবে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে ১৬.৮% খানা। এই হার শহরাঞ্চলের (১৬.০%) চেয়ে গ্রামাঞ্চলে (১৯.৮%) তুলনামূলকভাবে বেশি। সেবার ধরন অনুযায়ী, ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর প্রদানে সবচেয়ে বেশি খানার (৩৪.০%) সদস্য দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.২৮)

সারণি ৪.২৮: সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানার শতকরা হার

কর ও শুল্কের ধরন	শতকরা হার
ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর)	৩৪.০
আয়কর	১৮.৮
আমদানি-রপ্তানি শুল্ক	১৫.৪
পণ্য শুল্ক (স্থলবন্দর/এয়ারপোর্টে)	১৪.৪
ভ্রমণ কর	৮.৬

কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে যারা দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে ৭১.৯% ঘুষ দিয়েছে এবং ৩৬.৩% অযথা সময়ক্ষেপণের শিকার হয়েছে। ১৭.৭% খানা অন্যান্য ধরনের অনিয়মের শিকার হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বেশি কর নির্ধারণ, ক্ষমতার অপব্যবহার (চিত্র ৪.২৮)। দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানাসমূহের মধ্যে আয়কর সেবার ক্ষেত্রে ৭২.৪%, ভ্যাট (মূসক) সংক্রান্ত সেবার ক্ষেত্রে ৮১.৭% খানা ঘুষ প্রদান করেছে। আয়করের ক্ষেত্রে ৪২.৫%, ভ্যাট সংক্রান্ত সেবার ক্ষেত্রে ২১.১% খানা অযথা সময়ক্ষেপণের অভিযোগ করেছে।

চিত্র ৪.২৮: দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন

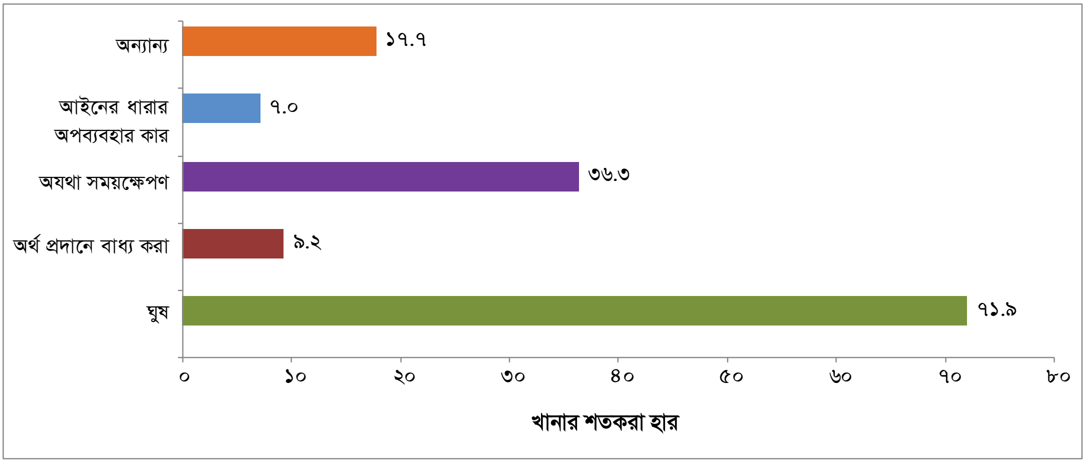

ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ: জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার মধ্যে ১২.৪% খানা ঘুষ প্রদান করেছে যা গ্রামাঞ্চলের খানার ১৯.৫% এবং শহরাঞ্চলে খানার ১০.৫%। যে সকল খানা ঘুষ প্রদান করেছে তাদেরকে সার্বিকভাবে গড়ে ৩,৪৮২ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এলাকাভেদে সার্বিকভাবে গ্রামাঞ্চলে গড়ে ২,৯৭১ টাকা এবং শহরাঞ্চলে গড়ে ৩,৭৪০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। সেবার ধরনভেদে আয়কর সেবা নিতে গড়ে ঘুষ দিতে হয়েছে ৩,৪৭৩ টাকা ।

ঘুষ দেওয়ার কারণ: বিভিন্ন কর সংক্রান্ত সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে যেসকল খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৩২.৩%) খানা কর ও শুল্ক প্রদান প্রক্রিয়ার জটিলতা ও হয়রানি এড়ানোর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কর ও শুল্ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ঘুষ প্রদান করেছে।

চিত্র ৪.২৯: ঘুষ দেওয়ার কারণ (%)

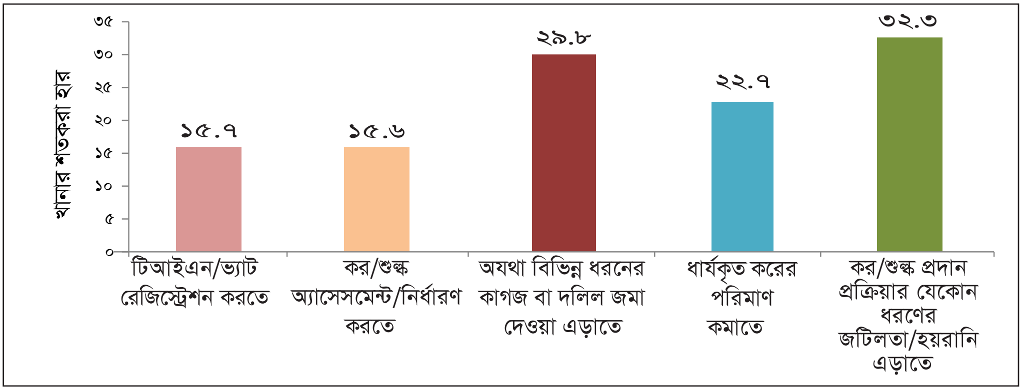

৪.১১ ব্যাংকিং

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অন্যতম সেবা খাত হচ্ছে ব্যাংকিং। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক জণগণের নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের (সঞ্চয়ী হিসাব, বিশেষ হিসাব, বিশেষ স্কিম প্রভৃতি) আমানত সংগ্রহ করে থাকে এবং জনগণকে বিভিন্ন ধরনের (ব্যক্তিগত ঋণ, ব্যাবসায়িক ঋণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ প্রভৃতি) ঋণ প্রদান করে থাকে। আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক অর্থনীতিতে যে গতি সঞ্চার করে তার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া ব্যাংক হিসাব/ এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/ মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, বয়স্কভাতা, পেনশনের টাকা উত্তোলন প্রভৃতি সেবা প্রদান করে থাকে। সঞ্চয় ও ঋণের সুদের হার থেকে ব্যাংক যে স্প্রেড মানি তৈরি করে তা থেকে নিজের মুনাফা ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। কিন্তু এই খাত থেকেও সেবা গ্রহণের সময় সাধারণ জনগণকে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হয়। এই অধ্যায়ে ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা কী কী ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে সেবা গ্রহণ: জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৪৪.৫% খানার কোনো না কোনো সদস্য ব্যাংক থেকে নির্ধারিত সময়ে সেবা গ্রহণ করেছে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ৩৬.৬% এবং শহরাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ৬০.৭% সেবাগ্রহীতা ব্যাংকিং খাত থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। সরকারি তফসিলি/ বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে ৬২.১%, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক থেকে যথাক্রমে ৩৮.৫% ও ১২.৩% সেবাগ্রহীতা ব্যাংকিং খাত থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে শহরাঞ্চলে ৪৭.৮% এবং কৃষি ব্যাংক থেকে গ্রামাঞ্চলে ১৯.৫% সেবাগ্রহিতা সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.২৯)।

সারণি ৪.২৯: এলাকা ও প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী সেবা নেওয়ার হার

প্রতিষ্ঠানের ধরন	এলাকা		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
সরকারি তফসিলি/ বিশেষায়িত ব্যাংক	৬০.২	৬৩.১	৬২.১
বেসরকারি বানিজ্যিক ব্যাংক	৩১.০	৪৭.৮	৩৮.৫
কৃষি ব্যাংক	১৯.৫	৩.৩	১২.৩
বহুজাতিক ব্যাংক	০.৬	১.১	০.৮

ব্যাংক থেকে ৭২.৮% খানা চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ, ৮.১% খানা রেমিট্যান্স উত্তোলন, ৬.৯% খানা কৃষি ঋণ, ৪.৭% খানা ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ এবং বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.৩০)। এখানে উল্লেখ্য যে, কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ১১.৮% খানা এবং শহরাঞ্চলে মাত্র ০.৮% খানা সেবা গ্রহণ করেছে।

এছাড়া ১৮.৭% খানা বিভিন্ন ধরনের (বেতন উত্তোলন/প্রতিবন্ধি ভাতা/বাড়িতে টাকা পাঠানো/মুক্তিযোদ্ধা ভাতা/ কাবিটার টাকা/গ্যাস বিল প্রদান/বিদ্যুৎ বিল প্রভৃতি) সেবা নিয়ে থাকে (সারণি ৪.৩০)।

সারণি ৪.৩০: এলাকা ও সেবার ধরন অনুযায়ী সেবা নেওয়ার হার

সেবার ধরন	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ	৬৭.৫	৭৯.৪	৭২.৮
রেমিট্যান্স উত্তোলন	৮.৩	৭.৯	৮.১
কৃষি ঋণ	১১.৮	০.৮	৬.৯
ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ	৫.৮	৩.২	৪.৭
বয়স্কভাতা ও পেনশনের টাকা উত্তোলন	৪.০	৪.৪	৪.২
ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ	২.০	২.৯	২.৪
হিসাব/এলসি খোলা	১.০	১.৮	১.৩
পে/মানি অর্ডার	০.৫	১.৪	০.৯
বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ	০.১	০.৯	০.৫
অন্যান্য	১৭.৬	২০.১	১৮.৭

সার্বিক দুর্নীতি ও হয়রানি: যে সকল সেবাগ্রহিতা ব্যাংক থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে সার্বিকভাবে ৭.১% খানা দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে যা গ্রামাঞ্চলে খানার ৯.৪% ও শহরাঞ্চলে খানার ৪.৩% (চিত্র ৪.৩০)।

চিত্র ৪.৩০: দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়া খানার হার (%)

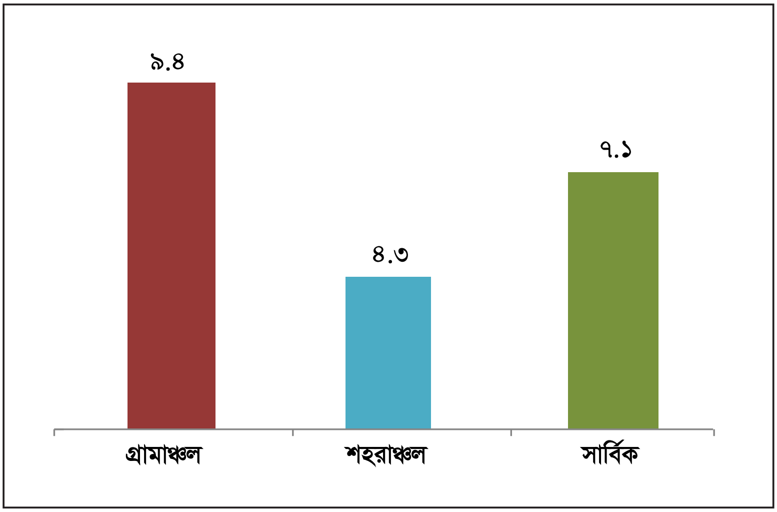

প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক দুর্নীতি ও হয়রানি: ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী দেখা যায়, সেবা গ্রহণকালে যে খানাসমূহ দুর্নীতির শিকার হয়েছে তার মধ্যে ৬২.১% সরকারি তফসিলি/ বিশেষায়িত ব্যাংক, ৩২.৮% কৃষি ব্যাংক এবং ৭.৭% বেসরকারি ব্যাংক থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। শহরাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার খানাসমূহের মধ্যে ৮২.৬% খানা এবং গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ (৫৪.৬%) খানা সরকারি তফসিলি ব্যাংক থেকে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে। কৃষি ব্যাংক থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ৪৩.১% খানা এবং শহরাঞ্চলে ৪.৭% দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে (চিত্র ৪.৩১)।

চিত্র ৪.৩১: ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়া খানার হার (%)

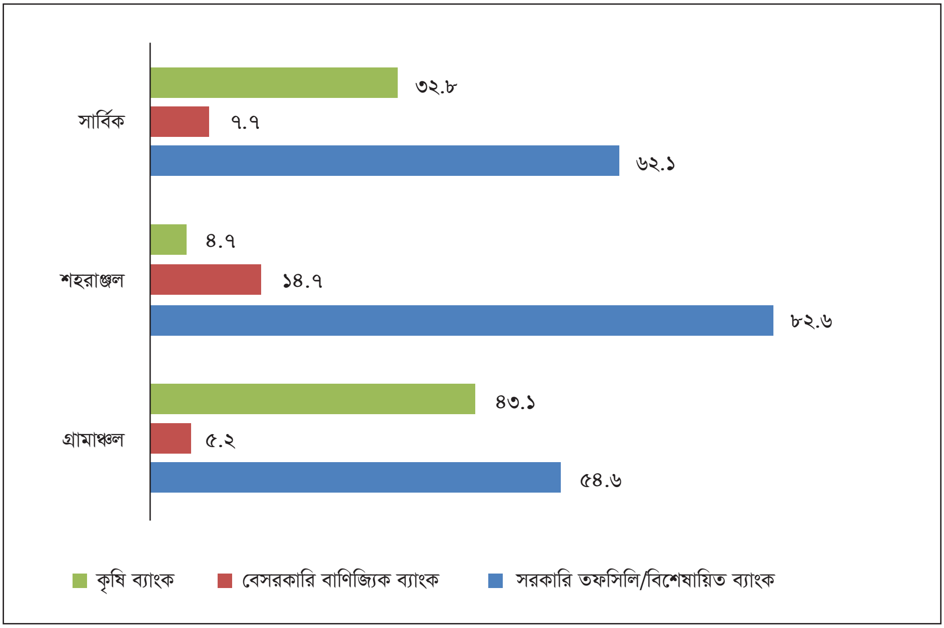

সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি ও হয়রানি: সেবার ধরন অনুযায়ী দেখা যায়, ৩৫.৭% খানা কৃষি ঋণ গ্রহণ, ২০.৩% খানা চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ, ১৬.৬% খানা ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩১)।

সারণি ৪.৩১: এলাকা ও সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার

সেবার ধরন	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
কৃষি ঋণ	৪৭.৫	৩.৯	৩৫.৭
চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ	১১.৬	৪৪.১	২০.৩
ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ	১৮.৫	১১.৫	১৬.৬
ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ	৫.৩	১১.৩	৬.৯
রেমিট্যান্স উত্তোলন	৮.৪	১.২	৬.৫
বয়স্কভাতা/ পেনশনের টাকা উত্তোলন	৫.৪	৫.৪	৫.৪
হিসাব/ এলসি খোলা	০.৬	৮.৭	২.৮
বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ	০.৭	৩.২	১.৪
পে/ মানি অর্ডার	০.০	৩.৯	১.০
অন্যান্য	৪.৩	৯.৫	৫.৭

দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন: দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাগুলোর ৬০.৬%- কে সেবা পেতে ঘুষ দিতে হয়েছে, ৩৬.২% খানার ক্ষেত্রে সেবা পেতে অতিরিক্ত সময় লেগেছে, এবং ১৪.৮% খানা সেবা প্রদানকারীর নিকট থেকে অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির মধ্যে আংশিক/ ভুল তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা (১.৫%), বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও দলিল জমা দেওয়ার জন্য চাপ প্রদান (১.৬%) উল্লেখযোগ্য (সারণি ৪.৩২)।

সারণি ৪.৩২: এলাকাভেদে ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বা হয়রানির হার

দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ঘুষ	৭১.৮	৩০.৭	৬০.৬
অযথা সময়ক্ষেপণ	৩১.০	৫০.১	৩৬.২
সেবা প্রদানে অনীহা/ অসহযোগিতা	১২.৩	২১.৩	১৪.৮
ঋণ হতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে কমিশন আদায়	৬.৬	১০.৩	৭.৬
আংশিক/ ভুল তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা	২.১	০.০	১.৫
অযথা বিভিন্ন ধরনের কাগজ বা দলিল জমা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া	১.৪	২.৩	১.৬
অন্যান্য	৩.৫	১২.১	৫.৮

অঞ্চলভেদে দেখা যায়, ঘুষ প্রদানের ঘটনা শহরাঞ্চলের (৩০.৭%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৭১.৮%) বেশি ঘটেছে। এছাড়া শহরাঞ্চলের (৫০.১%) খানাগুলো অযথা সময়ক্ষেপণ সংক্রান্ত হয়রানির সম্মুখীন বেশি হয়েছে।

ঘুষের হার: ব্যাংকিং খাত থেকে যেসব খানা সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ৪.৯% খানাকে ঘুষ দিতে হয়েছে। শহরাঞ্চলের (১.৬%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৭.৫%) এর হার বেশি (চিত্র ৪.৩২)।

চিত্র ৪.৩২: ঘুষ প্রদান করার হার (%)

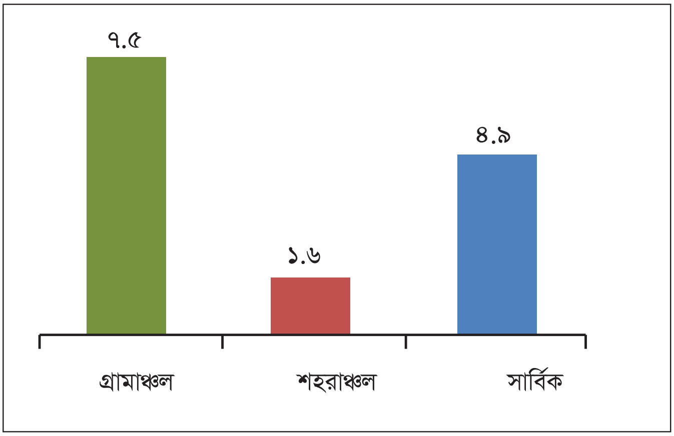

ঘুষের প্রদানের কারণ: জরিপে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাসমূহ ঘুষ প্রদানের যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেছে তার মধ্যে কাজ দ্রুত হওয়ার জন্য এবং সহজে ঋণ পাওয়ার জন্য ঘুষ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে যথাক্রমে ৪৭.৭% এবং ৪০.৮% খানা। এছাড়া বাধ্য হয়ে টাকা প্রদান (২১.৯%), অবৈধভাবে ঋণ পাওয়া (৬%) উল্লেখযোগ্য।

সারণি ৪.৩৩: এলাকাভেদে ঘুষ প্রদানের কারণ

ঘুষ প্রদানের কারণ	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
কাজ দ্রুত হওয়া	৪৪.৮	৫৭.৯	৪৭.৭
সহজে ঋণ পাওয়া	৪৭.৪	১৮	৪০.৮
বাধ্য হয়ে টাকা প্রদান	২৩.৫	১৬.১	২১.৯
অবৈধভাবে ঋণ পাওয়া	৭.৬	০.৫	৬.০
অন্যান্য	১০.৪	২৩.৮	১৩.৪

ঘুষের পরিমাণ: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ২,৩১৮ টাকা। এই গড় ঘুষ গ্রামাঞ্চলে খানাপ্রতি ২,৩৭৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১৯৬৩ টাকা।

৪.১২ বীমা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বীমা খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে ৬২টি বীমা কোম্পানি কাজ করছে। বাংলাদেশে দুটি সরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সাধারণ বীমা করপোরেশন ও জীবন বীমা করপোরেশন। এছাড়া বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জীবন বীমা কোম্পানি হচ্ছে ১৭টি এবং সাধারণ বীমা কোম্পানি হচ্ছে ৪৩টি। বীমা খাত থেকে সাধারণ জনগণের সেবা নেওয়ার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই খাত থেকে সেবা গ্রহণের সময় জনগণকে নানা ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হতে হয়। এই অধ্যায়ে বীমা সেবার ধরন ও সেবা গ্রহণের অঞ্চলভেদে সেবাগ্রহীতারা কি হারে সেবা গ্রহণ করছে এবং কি কি ধরনের দুর্নীতির শিকার হচ্ছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

বীমা খাতে সেবা গ্রহণ: জরিপে অন্তর্ভুক্ত ২৪.২% খানার কোনো না কোনো সদস্য বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। গ্রামাঞ্চলের খানার ২৩.৩% এবং শহরাঞ্চলে খানার ২৬.১% সেবাগ্রহীতা বীমা খাত থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। বেসরকারি বীমা থেকে ৮৯.৩%, সরকারি বীমা ও বহুজাতিক বীমা থেকে যথাক্রমে ৮.৬% ও ৪.৩% সেবাগ্রহীতা বীমা খাত থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বেসরকারি বীমা থেকে শহরাঞ্চলের (৮৫.১%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৯১.৬%) সেবা গ্রহণের হার বেশি (সারণি ৪.৩৪)।

সারণি ৪.৩৪: এলাকা ও প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী সেবা নেওয়ার হার

প্রতিষ্ঠানের ধরন	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
সরকারি বীমা	৭.৭	১০.১	৮.৬
বেসরকারি বীমা	৯১.৬	৮৫.১	৮৯.৩
বহুজাতিক বীমা	২.৭	৭.২	৪.৩

বীমা থেকে ৬৮.৭% খানা জীবন বীমা, ২৮.৪% খানা সঞ্চয় বীমা, ১.৭% খানা স্বাস্থ্য বীমা, ১.৭% খানা শিক্ষা বীমাসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, জীবন বীমার ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে ৭০.৫% খানা এবং গ্রামাঞ্চলে ৬৭.৭% খানা সেবা গ্রহণ করেছেন। এছাড়া জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো স্বাস্থ্য বীমা, শিক্ষা বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, মোটরযান বীমাসহ আরো বিভিন্ন ধরনের সেবা বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রহণ করেছে (সারণি ৪.৩৫)।

সারণি ৪.৩৫: এলাকা ও সেবার ধরন অনুযায়ী সেবা নেওয়ার হার

সেবার ধরন	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
জীবন বীমা	৬৭.৭	৭০.৫	৬৮.৭
সঞ্চয় বীমা	২৯.৩	২৬.৮	২৮.৪
স্বাস্থ্য বীমা	১.৭	১.৯	১.৭
শিক্ষা বীমা	১.৩	২.৩	১.৭
মোটরযান বীমা	০.৫	১.৩	০.৮
দুর্ঘটনা বীমা	০.৪	০.৫	০.৪
অবসর বীমা	০.২	০.০	০.২
অন্যান্য	০.৮	১.৩	১.০

সার্বিক দুর্নীতি ও হয়রানি: যে সকল সেবাগ্রহীতা বীমা থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে সার্বিকভাবে ৬.০% খানা দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। বীমা থেকে সেবা নেওয়া দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়া খানার হার গ্রামাঞ্চলের খানার ৬.৬% ও শহরাঞ্চলের খানার ৫.১% (চিত্র ৪.৩৩)।

চিত্র ৪.৩৩: এলাকাভেদে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়া খানার হার (%)

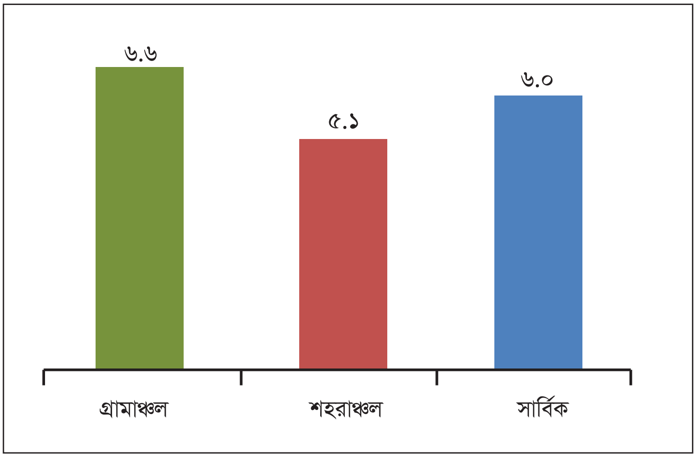

প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক দুর্নীতি ও হয়রানি: বীমা প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী দেখা যায় যে দুর্নীতির শিকার খানাগুলোর মধ্যে অধিকাংশই (৯৪.৩%) বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ২.৭% খানা সরকারি বীমা, এবং ৩.১% খানা বহুজাতিক বীমা থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। শহরাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাসমূহের মধ্যে বেশিরভাগ (৯২.৯%) খানা বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার খানাসমূহের মধ্যে বেশিরভাগ (৯৪.৩%) খানা বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

চিত্র ৪.৩৪: এলাকা ও প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়া খানার হার (%)

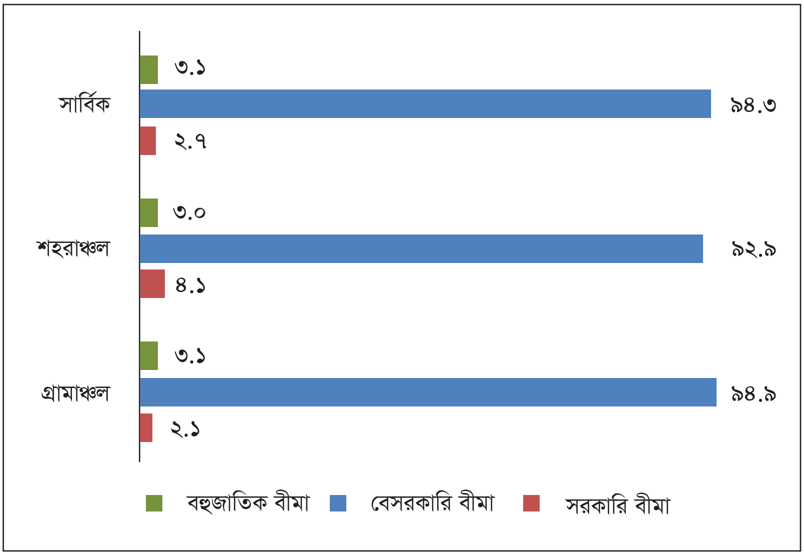

সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি ও হয়রানি: সেবার ধরন অনুযায়ী দেখা যায়, ৭৮.৯% খানা জীবন বীমা, ২০.৩% খানা সঞ্চয় বীমা থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩৬)।

প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক দুর্নীতি ও হয়রানি: বীমা প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী দেখা যায় যে দুর্নীতির শিকার খানাগুলোর মধ্যে অধিকাংশই (৯৪.৩%) বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ২.৭% খানা সরকারি বীমা, এবং ৩.১% খানা বহুজাতিক বীমা থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। শহরাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাসমূহের মধ্যে বেশিরভাগ (৯২.৯%) খানা বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার খানাসমূহের মধ্যে বেশিরভাগ (৯৪.৩%) খানা বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান

চিত্র ৪.৩৪: প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়া খানার হার (%)

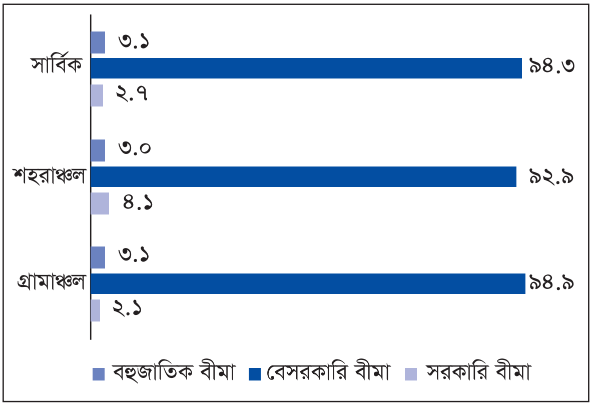

সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি ও হয়রানি: সেবার ধরন অনুযায়ী দেখা যায়, ৭৮.৯% খানা জীবন বীমা, ২০.৩% খানা সঞ্চয় বীমা থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে (সারণি ৪.৩৬)।

সারণি ৪.৩৬: এলাকা ও সেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়া খানাসমূহের হার

	এলাকা (%)		
সেবার ধরন	**গ্রামাঞ্চল**	**শহরাঞ্চল**	**সার্বিক**
জীবন বীমা	৭৮.৯	৭৮.৭	৭৮.৯
সঞ্চয় বীমা	২০.৮	১৯.১	২০.৩
মোটরযান বীমা	০.০	১.৮	০.৫
স্বাস্থ্য বীমা	০.০	০.৭	০.২
অন্যান্য	০.৩%	০.০	০.২

দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন: দুর্নীতির শিকার খানাগুলো বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একাধিক ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এর মধ্যে কিস্তির টাকা আত্মসাৎ (৫৫%), বিভিন্ন সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে বীমা করানো এবং প্রতিশ্রুত সেসব সুবিধা না দেওয়া (৪৭.৮%), বীমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করা (২৬.১%), বীমার দাবি পরিশোধে অতিরিক্ত সময় নেওয়া (১৭.১%), ঘুষ গ্রহণ (৫.৯%) এবং সম্পূর্ণ টাকা না দেওয়া (৫.৪%) উল্লেখযোগ্য (সারণি ৪.৩৭)।

সারণি ৪.৩৭: দুর্নীতি ও হয়রানির ধরনের হার (%)

দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন	এলাকা (%)		
	গ্রামাঞ্চল	**শহরাঞ্চল**	**সার্বিক**
কিস্তির টাকা আত্মসাৎ	৬০.৪	৪১.৬	৫৫.০
বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে তা না দেওয়া	৪৫.৫	৫৩.৩	৪৭.৮
বিভিন্ন শর্ত সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করা	২২.৩	৩৫.৬	২৬.১
দাবি পরিশোধে অতিরিক্ত সময় নেওয়া	১৬.১	১৯.৫	১৭.১
ঘুষ	৫.৪	৭.২	৫.৯
সম্পূর্ণ টাকা না দেওয়া	৬.৩	৩.৩	৫.৪
অর্থপ্রদানে বাধ্য করা	০	২.৮	০.৮

অঞ্চলভেদে দেখা যায়, কিস্তির টাকা আত্মসাতের ঘটনা শহরাঞ্চলের (৪১.৬%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৬০.৪%) বেশি ঘটেছে। এছাড়া শহরাঞ্চলের (৫৩.৩%) খানা বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে বীমা করানো এবং প্রতিশ্রুত সেসব সুবিধা না দেওয়া সংক্রান্ত দুর্নীতির সম্মুখীন বেশি হয়েছে।

সার্বিকভাবে ঘুষের হার ও পরিমাণ: যেসব খানা বীমা সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দিয়েছে ৩.২% খানা। নিয়ম-বহির্ভূত টাকা দেওয়ার হার শহরাঞ্চলের (২.৭%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে সামান্য (৩.৫%) বেশি (চিত্র ৪.৩৫)।

চিত্র ৪.৩৫: ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান করার হার (%)

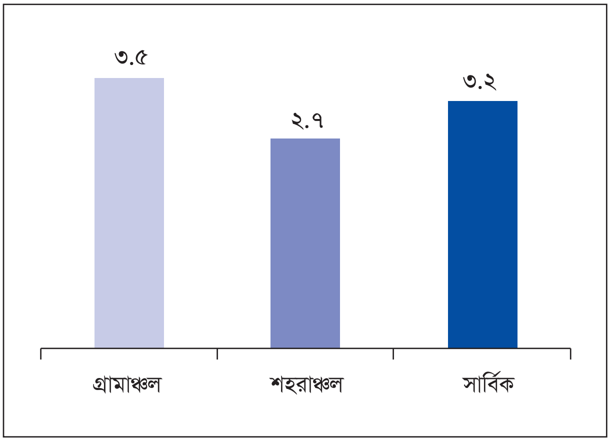

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৯,২২২ টাকা। এই গড় ঘুষ গ্রামাঞ্চলে খানাপ্রতি ১১,২৪০ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৪,৪৬৯ টাকা (চিত্র ৪.৩৬)।

চিত্র ৪.৩৬: এলাকাভেদে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত টাকার গড়

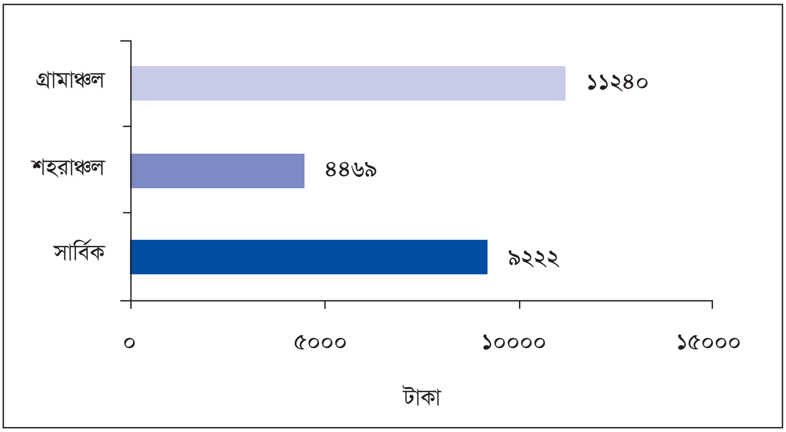

৪.১৩ এনজিও

ভারতীয় উপমহাদেশে মানবহিতৈষী ও স্বেচ্ছাসেবামূলক জনকল্যাণকর কার্যক্রমের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। অসংখ্য বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, হাসপাতাল, দাতব্য সংস্থা, অবকাঠামো, ইত্যাদি গড়ে উঠেছে জনকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবার মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও সহায়তায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এনজিও খাত সফলতার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে - সরকারের সম্পূরক ও পরিপূরক হিসেবে অবদান রেখেছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, অবকাঠামো, মানবাধিকার, নারী-অধিকার, কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি সহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই সকল সেবা পৌঁছে দিয়েছে দেশের সর্বত্র প্রায় সব ধরনের মানুষের কাছে। এর জন্য স্বীকৃতি পেয়েছে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। তবে এনজিও কার্যক্রমের সুশাসনের সমস্যা নিয়েও যথেষ্ঠ আলোচনা হয়েছে; টিআইবি'র এনজিও বিষয়ক গবেষণাতেও (২০০৭) এনজিও খাতের অভ্যন্তরীণ এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডারদের সুশাসনের সমস্যার ব্যাপকভিত্তিক তথ্য উঠে আসে।

তবে এই খানা জরিপে খানার সদস্যরা এনজিও খাতের কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত হলেও এর অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবগত নয়। তারপরও এনজিও কাজের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য খানা জরিপে এনজিও বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এই জরিপে খানার নিকট থেকে মূলত ঋণভিত্তিক তথ্য ও তা সম্পর্কিত অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র উঠে আসে।

এনজিও হতে গৃহীত সেবা: জরিপ অনুযায়ী ৩৭.৯% খানা এনজিও হতে সেবা নিয়েছে। তাদের অধিকাংশ (প্রায় ৮৫.১% খানা) ক্ষুদ্র ঋণ/ব্যবসায়িক ঋণ নিয়েছেন। এছাড়াও তারা অন্যান্য সেবা যেমন, সঞ্চয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ, পুনর্বাসন, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নিয়েছেন।

ঋণ সম্পর্কিত তথ্য: খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রায় ৬৭.২% খানা জাতীয় পর্যায়ের এনজিও হতে ঋণ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও স্থানীয় এনজিও এবং গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে যথাক্রমে ১২.৭% এবং ২৬.৮% খানা। ঋণগ্রহীতা খানার গড় ঋণের পরিমাণ ২২,৫৮৮ টাকা। এর মধ্যে ন্যূনতম ঋণের পরিমাণ ১,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ৭,০০,০০০ টাকা। এই ঋণ নেওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে বলেছেন ব্যবসা (৪১.৫% খানা), কৃষি কাজ (২৪.৫%), গরু ছাগল পালন (১৮.৬%), দোকান/বাড়ি নির্মাণ (৪.১৩%)। এছাড়াও অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে, মৎস্য চাষ, মুরগি পালন, হস্তশিল্প, বনায়ন,মৌ-চাষ, জমি ক্রয় ইত্যাদি।

ঋণের টাকা ব্যয় এবং পরিবীক্ষণ: ঋণগ্রহীতা খানার মধ্যে প্রায় ২৩% যে কারণ দেখিয়ে ঋণ নিয়েছিলেন সেই প্রয়োজনে তা ব্যয় করেন নি। এদের মধ্যে প্রায় পারিবারিক প্রয়োজনে (চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, বিবাহ ইত্যাদি) ব্যবহার করেছেন (৭৪.৮৩%), ব্যক্তির কাছে থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেছেন (১৩.০৬%), অন্য এনজিও হতে গৃহীত ঋণের কিস্তি শোধ করেছে (৩.৩৬%), উচ্চ সুদে অন্য কাউকে ধার দিয়েছেন (১.৪৪%) এবং অন্যান্য কারণের (৬.২৪%) মধ্যে রয়েছে জমি কেনা, ব্যবসা, মেয়ের বিয়ে, দোকান/বাড়ি নির্মাণ, ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র/আসবাব ক্রয়, নলকূপ বসানো, পড়ালেখা, বিদেশ যাওয়া, চিকিৎসা কৃষিকাজ প্রভৃতি। ঋণের টাকা যথার্থ বা প্রকৃত কারণে ব্যয় হল কিনা তা পরিবীক্ষণ করার দায়িত্ব এনজিও কর্তৃপক্ষের হলেও ৫৯.৬% খানা জানায় তারা তা করেন নি। অর্থাৎ এনজিও কর্তৃপক্ষ বা মাঠকর্মী ঋণ বরাদ্দ করার পর ঋণের অর্থের প্রকৃত ব্যবহার হচ্ছে কিনা, ঋণগ্রহীতাদের আয়-বর্ধনশীল কাজে ব্যবহারের জন্য শলা-পরামর্শ দেওয়া বা তাদের প্রশিক্ষিত করা ইত্যাদি কারণে যোগাযোগ রাখেন নি।

দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার: এনজিও সেবা নিয়েছে খানার মধ্যে ৫.০% খানা কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে এনজিও'র ধরন ভেদে দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে জাতীয় পর্যায়ের এনজিও (৬৮.০% খানা), স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও (১৭.৯% খানা) এবং গ্রামীণ ব্যাংক (২১.৭% খানা)।

এনজিও হতে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ১.৬% খানা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এছাড়াও তারা অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে যেমন, কিস্তি যথাসময়ে শোধ না করায় গালিগালাজ/ভয় প্রদর্শন/শারীরিক নির্যাতন করে কিস্তি আদায়,

কিস্তি যথাসময়ে শোধ না করায় চেয়ারম্যান/মেম্বার, পুলিশ, মাস্তান দিয়ে জোরপূর্বক কিস্তি আদায়, ঋণের কিস্তি ও লেন-দেন নিয়ে প্রতারণা, ত্রাণ বা পুনর্বাসন প্রাপ্য হলেও তা না পাওয়া, কিস্তি যথাসময়ে শোধ করতে না পারায় গবাদি পশু, আসবাব পত্র প্রভৃতি নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

যেসব খানা ঋণ পেতে অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে তারা গড়ে ৮৩১ টাকা দিয়েছে। কারণ হিসেবে নিয়ম কানুন সম্পর্কে ধারণার অভাব (৪৯.৪%); অপ্রয়োজনীয় সেবা না নিলে ঋণ না পাওয়ার ভয় (২৪.২%); অতি দ্রুত এনজিও সেবাপেতে (১৭.১%), অর্থ বা উপহার না দিলে প্রাপ্য সেবা না পাওয়ার ভয় (১৫.৪%) উল্লেখ করেছে।

৪.১৪ অন্যান্য

দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ এর সুনির্দিষ্ট ১৩টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য হিসেবে একটি আলাদা খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য খাতের মধ্যে আছে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা যেমন বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), পাসপোর্ট, ডাক বিভাগ, ওয়াসা, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি, পেনশন উত্তোলন ইত্যাদি ধরনের সেবা। এই অধ্যায়ে এইসব সেবা খাত হতে সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে খানাগুলোর অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো।

অন্যান্য খাত হতে সেবা গ্রহণ: অন্যান্য খাত হতে সেবাগ্রহণ করেছে ১৩.৭% খানা। সর্বাধিক ৪.৪% বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ-পদোন্নতি ও বদলি, ২.৯% পাসপোর্ট, ২.৯% বিআরটিএ, ১.৯% ওয়াসা, ১.৫% ডাক বিভাগ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া অন্যান্য সেবার মধ্যে আছে এমএলএম কোম্পানি, পেনশন, বিটিসিএল, গ্যাস, পশু হাসপাতাল, বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিআরডিবি), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শিক্ষা অফিস, বন বিভাগ, উপজেলা পশু সম্পদ অফিস ইত্যাদি।

চিত্র ৪.৩৭: বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণের হার (%)

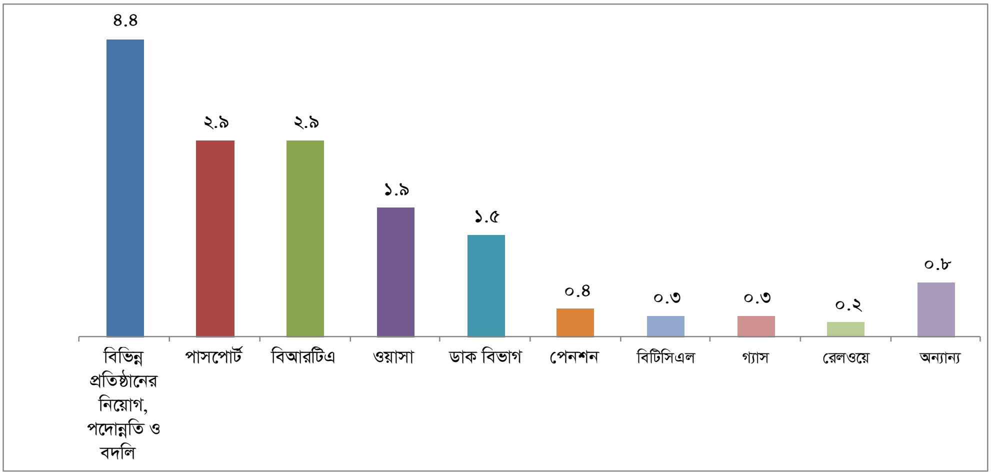

সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার: অন্যান্য খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে ৪১.১% অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় এ অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনের মধ্যে আছে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ আদায়, সময়ক্ষেপণ, প্রতারণা, আত্মসাৎ, জোর করে অর্থ আদায়, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি। খাত ভিত্তিক অনিয়ম বা দুর্নীতির ধরনের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায় (সারণি ৪.৩৮)

সারণি ৪.৩৮: খাতভিত্তিক অনিয়ম/দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার শতকরা হার

খাত	অনিয়ম/ দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)
বিআরটিএ	৬৫.৫
পাসপোর্ট	৬০.৯
বিটিসিএল	৫৯.৭
পেনশন	৩৯.০
গ্যাস	২৭.৩
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি	২২.০
ডাক বিভাগ	১৮.০
ওয়াসা	৭.১
অন্যান্য	৭৫.৭

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেন: অন্যান্য খাত হতে সেবাগ্রহণকারী ৩৪.০% খানাকে গড়ে ১০,১৯৩ টাকা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ হিসেবে দিতে হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ-পদোন্নতি ও বদলির ক্ষেত্রে গড়ে ৫৬,৬১৯ টাকা, গ্যাস সেবার ক্ষেত্রে গড়ে ৯,০০০ টাকা, পেনশনের ক্ষেত্রে গড়ে ৭,৭৭৯ টাকা, বিআরটিএ-র ক্ষেত্রে গড়ে ৫২০৪ টাকা, ওয়াসার ক্ষেত্রে গড়ে ৪,৭০০ টাকা, পাসপোর্টের ক্ষেত্রে গড়ে ২,৮৯১ টাকা, ডাক বিভাগের ক্ষেত্রে গড়ে ১,৮৭৯ টাকা, বিটিসিএল এর ক্ষেত্রে গড়ে ১,৭৮৩ টাকা, রেলওয়ের ক্ষেত্রে গড়ে ৬৪১ টাকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গড়ে ১৩,৮৭৬ টাকা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে।

চিত্র ৪.৩৮: খাত ভিত্তিক ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের গড় (টাকা)

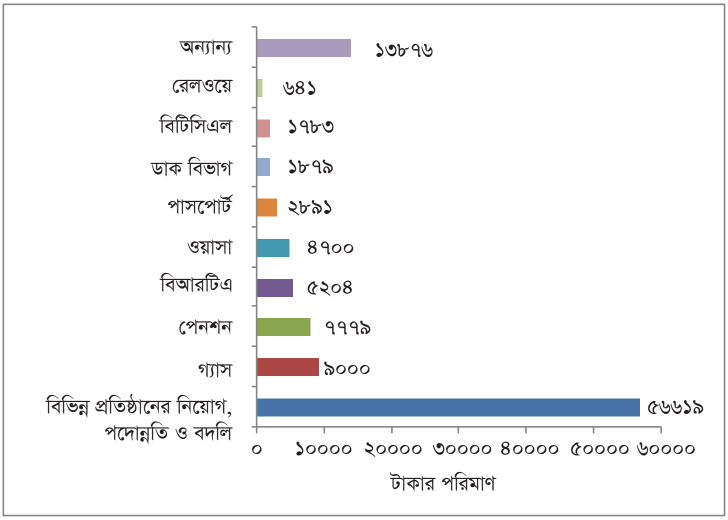

খাত ভিত্তিক সেবা

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি: জরিপকৃত ৪.৪% খানা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত সেবাগ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহণকারী ৬১.৯% খানা বেসরকারি, ৩১.৮% খানা সরকারি, ৩.৪% খানা এনজিও, ২.৭% খানা প্রতিরক্ষা বাহিনী, ০.৭% খানা স্বায়ত্তশাসিত এবং ০.৩% খানা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে সেবাগ্রহণ করেছে। যেসব খানা এ সেবা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে ৩৪.৮% খানা তৃতীয় শ্রেণী, ২৭.৪% খানা দ্বিতীয় শ্রেণী, ২৫.১% খানা চতুর্থ শ্রেণী, ৯.২% খানা প্রথম শ্রেণী (নন ক্যাডার/প্রাইভেট), ৩.১% খানা প্রথম শ্রেণী (ক্যাডার) এবং ২.৩% খানা অন্যান্য পদে চাকরি করে।

গৃহীত সেবার ধরনের মধ্যে সেবাগ্রহণকারী খানার ৫০.১% চাকরিতে নিয়োগ, ২৬.৯% বদলি ও পদায়ন, ২৩.২% পদোন্নতি এবং ৪.০% অন্যান্য সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহণকারী ২২.০% খানা অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনিয়ম বা দুর্নীতির ধরনের মধ্যে স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছে ৩৫.৩% খানা, ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে ৩৩.৮% খানা, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছে ১৪.০% খানা, এবং অন্যান্য ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে ২৩.৯% খানা।

পাসপোর্ট সেবা: বর্তমানে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, হজ্জ পালন, ভ্রমনসহ বিভিন্ন কারণে মানুষের বহির্গমনের হার বেড়েছে। ফলে বাংলাদেশে পাসপোর্ট সেবার চাহিদা বেড়েছে। পাসপোর্ট সেবা সহজতর করতে ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে মেশিন রিডেবল পার্টপোর্ট (এমআরপি) প্রচলন করা হয়েছে। এতে স্বল্প সময়ের মধ্যে দির্নিষ্ট ফি'র বিনিময়ে সহজ উপায়ে পাসপোর্ট সেবা পাওয়া সম্ভব। মানুষ প্রত্যাশা করে পাসপোর্ট তৈরীর সমগ্রিক প্রক্রিয়া সহজতর হবে। কিন্তু পাসপোর্ট তৈরীর প্রক্রিয়াগুলোতে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। পাসপোর্ট সেবার সাথে অপ্রত্যাশিত সময়ক্ষেপণ ও হয়রানির বিষয়গুলো এতই নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে, মানুষ পাসপোর্ট তৈরীর প্রক্রিয়া সহজতর করতে বিভিন্নস্তরে ঘুষ প্রদান করে ।[৬৬]

জরিপে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২.৯% খানা পাসপোর্ট অফিসের সেবাগ্রহণ করেছে। এসব খানার ৬০.৯% খানা অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাগুলোর মধ্যে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ৯৫.০% খানা, জোর করে অর্থ আদায় ১.৯% খানা, আত্মসাৎ ০.২% খানা, প্রতারণা ২.৮% খানা, সময়ক্ষেপণ ১২.৫% খানা এবং অন্যান্য দুর্নীতির শিকার হয়েছে ০.৬% খানা। ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণের মধ্যে রয়েছে ঝামেলামুক্ত সেবা পাওয়ার জন্য (৫৭.৯%), টাকা দিতে বাধ্য করা (৩১.৯%), দ্রুত ও কম সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য (৩১.৫%), কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক অতিরিক্ত টাকা দাবি (১৪.৪%) এবং অন্যান্য (৪.৪%)।

চিত্র ৪.৩৯: পাসপোর্ট সেবার ক্ষেত্রে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ (%)

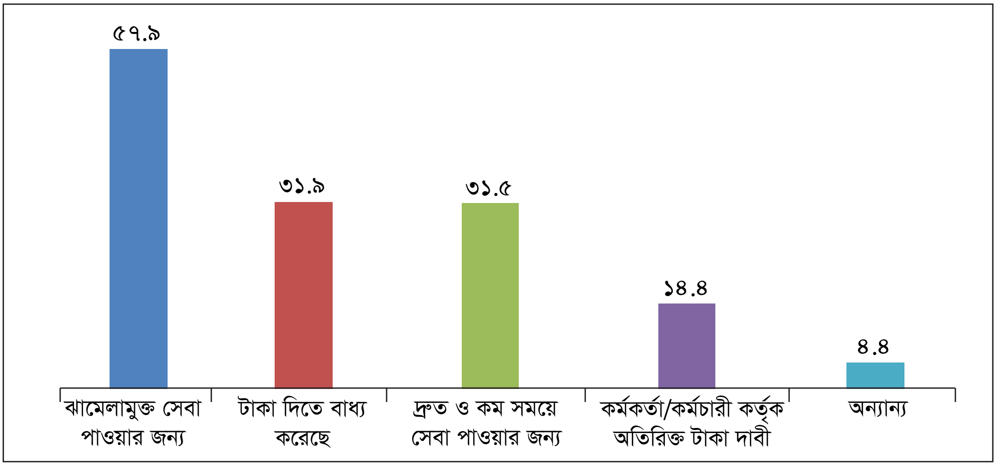

বিআরটিএ: 'বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি' (বিআরটিএ) মোটরযান মালিক ও শ্রমিকদের নিকট হতে বিভিন্ন ফি বাবদ বছরে ৫০০ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে থাকে। কিন্তু এটিকে গ্রাহক সেবাবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য কার্যকর উদ্যোগের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ যেমন- তীব্র জনবল সংকট (চাহিদার তুলনায় মাত্র এক-চতুর্থাংশ জনবল বিদ্যমান); কর্মীদের কার্যকর জবাবদিহিতার অভাব; প্রেষণে চেয়ারম্যান নিয়োগ ও ঘনঘন বদলি (বিগত দুই দশকে ২২ জন চেয়ারম্যান); সেবা কার্যক্রমে বিআরটিএ'র কর্মী, সড়ক পরিবহন সংগঠন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে সৃষ্ট সিণ্ডিকেট এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও চাপের মুখে গ্রাহক সেবা বিঘ্নিত হয়। অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত বিআরটিএ'র

[৬৬] আলম. মো: ওয়াহিদ, রহমান, মো: শা হ্নূর (২০০৭) পাসপোর্ট ডেলিভারি সার্ভিস: একটি ডায়াগনস্টিক স্টাডি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে না পারা; সেবা কার্যক্রমে প্রকাশ্যে বিধি-বহির্ভূত অর্থ লেনদেন প্রভৃতি সমস্যার বাইরেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, কারিগরি ও লজিস্টিকস সরবরাহের অভাবে মোটরযান নিয়ন্ত্রণ ও জনপরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন, সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস ও সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বিআরটিএ কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে ।[৬৭]

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২.৯% খানা বিআরটিএ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিবহনের চালক (প্রাইভেট যান, ভাড়ায় চালিত যান, কোম্পানির যান, সরকারি যান) এবং মালিক (ভাড়ায় দেয়া, প্রাইভেট) আছে। সেবার ধরনের মধ্যে আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন, হারানো লাইসেন্সের কপি সংগ্রহ, মটরযান রেজিস্ট্রেশন, মালিকানা/ব্যবসার ঠিকানা বদল, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট, গাড়ির হারানো নথি/সনদ সংগ্রহ, জরিমানা জমা দেয়া, ট্যাক্স টোকেন, গাড়ির কাগজপত্র জমা দেয়া এবং অন্যান্য।

বিআরটিএ সেবাগ্রহণকারী খানাগুলো বিভিন্ন মাধ্যমের সহায়তা নিয়ে কাজ সম্পাদন করে। এই সেবাগ্রহণের মাধ্যমসমূহের ক্ষেত্রে ৬৬.৭% খানা নিজে/পরিবারের সদস্য/আত্মীয়, ২৯% খানা দালাল, ৬.৪% খানা গাড়ি বিক্রেতা, ৩.৮% খানা নিজ অফিসের কর্মী, ২.৭% খানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২.৫% খানা পরিবহন সমিতি এবং ৩.৭% খানা অন্যান্য মাধ্যমের সহায়তায় বিআরটিএ'র সেবা নিয়েছেন।

বিআরটিএ সেবাগ্রহণকারী ৬৫.৫% খানা অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাগুলোর মধ্যে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের শিকার ৯৪.৪%, সময়ক্ষেপণ/বারবার তারিখ পরিবর্তনের শিকার ৩১.৯%, বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়ার শিকার হয়েছে ০.৮%, ভীতি/চাপ প্রয়োগের শিকার ০.৭%, রেকর্ডবুকে হিসাব/নথি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার শিকার ০.৬%, প্রতারণার শিকার ০.৫% এবং বৈধ/সঠিক লাইসেন্স না পাওয়ার শিকার ০.১%।

ঘুষ বা রশিদ বহির্ভূত টাকা দেওয়ার কারণ হিসেবে ৭১.০% খানা টাকা ছাড়া সেবা না পাওয়া, ৫৩.৪% খানা দ্রুত সেবা পাওয়া, ৪১.৯% খানা সময়মতো সেবা পাওয়া, ৯.৮% খানা নিয়ম কানুন না জানা, ৯.২% খানা পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়া, ০.৯% পরীক্ষা ছাড়া/হাজির না হয়ে আনফিট গাড়ির ফিটনেস সনদ পাওয়া, ০.১% খানা জরিমানা/শাস্তির পরিমাণ কমাতে, ০.১% খানা ফাইল স্থানান্তর করা, এবং ৩.৯% খানা অন্যান্য কারণ উল্লেখ করে।

চিত্র ৪.৪০: ঘুষ বা রশিদ বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণ (%)

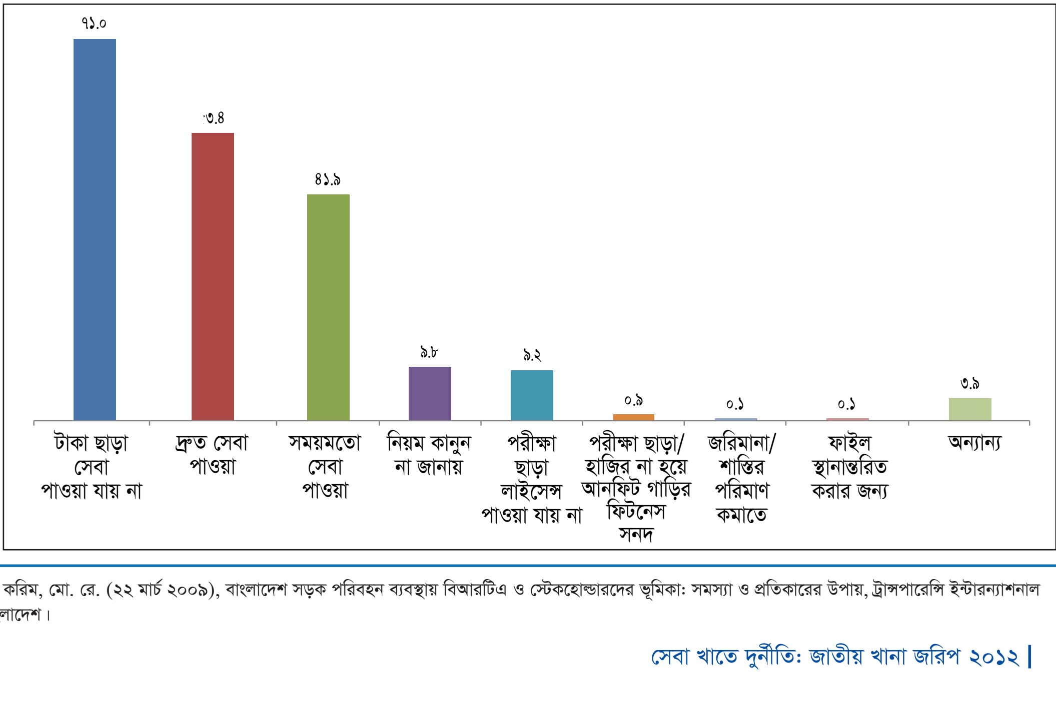

[৬৭] করিম, মো. রে. (২২ মার্চ ২০০৯), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থায় বিআরটিএ ও স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা: সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

ওয়াসা: পানি ও পয়ঃনিস্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) শহর এলাকার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা বিস্তারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। এটি স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান। নিয়মিত ও অব্যাহতভাবে নগরবাসীদের বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করা, নিয়মিত পয়ঃনিস্কাশন করা, ভোক্তা পরিবার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে পানি ও পয়ঃকর সংগ্রহ করা, নতুন সংযোগ ও পুনঃসংযোগ দান, মিটার/পাইপ বা যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণ-পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত সেবা প্রদান, চাহিদামাফিক পানির গাড়ির মাধ্যমে পানি সরবরাহ, মিটার রিডিং ও বিল সংক্রান্ত প্রভৃতি সেবা দিয়ে থাকে পানি ও পয়:নিস্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা)। সামগ্রিকভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসা থেকে ১.৯% খানা সেবা গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে ঢাকা ওয়াসা থেকে ৬৯.৯%, চট্টগ্রাম ওয়াসা থেকে ৭.৬%, খুলনা ওয়াসা থেকে ৭.৯% এবং রাজশাহী ওয়াসা থেকে ১৪.৬% সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৪১.৩% বিল সংক্রান্ত সেবা, ৩৪.০% নতুন সংযোগের জন্য আবেদন, ১১.৬%মিটার রিডিং সংক্রান্ত সেবা এবং ১৩.১% অন্যান্য সেবা গ্রহণ করেছে। ওয়াসা সেবাগ্রহণকারী ৭.১% খানা কোনো না কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই দুর্নীতির ধরনের মধ্যে রয়েছে ঘুষ, রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়া, বিল সংশোধনে বিলম্ব, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, সময়ক্ষেপণ ইত্যাদি। কিছু কিছু খানা দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত সংযোগ পাওয়ার জন্য, পানির গাড়ির মাধ্যমে পানি পাওয়ার জন্য, মধ্যস্ততাকারী বা দালালকে দেওয়ার জন্য ঘুষ বা রশিদ ছাড়া টাকা দিয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সুপারিশ

ক. প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ
খ. নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উদ্যোগ
গ. সচেতনতা, প্রচারণা ও অ্যাডভোকেসি

সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণী এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে:

ক. প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

১. দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। যেসব খাতে দুর্নীতির হার বেশি এবং দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব খাতের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারিক সেবা, শ্রম অভিবাসন, কর্মসংস্থান) সেসব খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্যে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. দুর্নীতির বিরুদ্ধে দক্ষতা বৃদ্ধি: দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বাড়াতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী আইন, তথ্য অধিকার আইন ও বিশেষ করে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের ওপর প্রশিক্ষণ, সংক্ষুব্ধি প্রশমণ কাঠামো তৈরি/ শক্তিশালীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ দক্ষতা বাড়াতে হবে।

৩. নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন: প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর ভিত্তিতে কঠোর জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রণোদনা: দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ নিতে হবে। সেবা খাতে 'প্রয়োজনের তাড়নায় দুর্নীতি' প্রতিরোধে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন-ভাতা নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি: প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে, যেন সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাস পায়। যেসব সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল পাওয়া গেছে (যেমন পাসপোর্ট, আয়কর রিটার্ন দাখিল) সেসব খাতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য খাতেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনলাইন / ওয়ান স্টপ সেবা চালু করতে হবে।

৬. 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন ২০১১' এর কার্যকর বাস্তবায়ন: দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের অন্যতম উপায় তথ্যে অভিগম্যতা। সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে যেন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের উন্মুক্ততার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতার তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হয়। একইসাথে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন প্রয়োগে প্রচারণা ও প্রণোদনাসহ বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭. নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন: প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদ সেবাগ্রহীতাদের জন্য সহজপ্রাপ্য করতে হবে। অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সেবা প্রদান পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি: সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এবং সেবার ধরন ও মান নির্ধারণে স্থানীয় জনগণের উত্তরোত্তর অধিকতর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

খ. নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উদ্যোগ

৯. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে (আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ) সম্পূর্ণ পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করতে হবে, এবং এজন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ বিশেষ করে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দুর্নীতি যে পর্যায়ের ও মাত্রারই হোক না কেন, তা যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রণালয়ের তদারকি বৃদ্ধি: দুর্নীতি প্রতিরোধে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে সক্রিয় হতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাভুক্ত সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়মিত পর্যালোচনা এবং তার প্রতিকারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি সরকারি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে তদারকি দল গঠন করতে হবে।

১১. জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন বাস্তবায়ন: জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধে কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সব অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী জনগণ এবং সচেতন সমাজের ভূমিকা (অনুচ্ছেদ ১৩) পালনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, এবং জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

১২. স্বাধীন ও শক্তিশালী দুদক: দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন সকল প্রকার প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে বাস্তবে কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিতে এর সক্ষমতা, জনবল, ও সম্পদ বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যদিকে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মীদের পেশাগত উৎকর্ষ ও সততা বৃদ্ধি এবং দৃঢ়তা ও স্বাধীনতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য প্রশিক্ষণসহ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দুর্নীতি দমনের জন্য অপরিহার্য যোগ্যতা ও গুণাবলীর কোনো প্রকার ঘাটতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রয়োজনে অপসারণসহ যাচাই (স্ক্রিনিং) করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে এরূপ পদক্ষেপের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে অনুরূপ মাপকাঠি নিশ্চিত করে দুদকের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে।

গ. সচেতনতা, প্রচারণা ও অ্যাডভোকেসি

১৩. নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বৃদ্ধি: সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক জবাবদিহিতার টুলস (যেমন উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা, রিপোর্ট কার্ড জরিপ, স্কোর কার্ড, সততার অঙ্গীকার) ব্যবহার করার মাধ্যমে এই ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৪. গণমাধ্যমের ভূমিকা বৃদ্ধি: দুর্নীতি প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের আওতায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশকারী সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ প্রণোদনা ও স্বীকৃতি দিতে হবে। অন্যদিকে দুর্নীতির প্রতিবেদন প্রকাশে গুণগত মান নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমগুলোর নিজস্ব নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

১৫. অব্যাহত গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি: সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির গতি-প্রকৃতি গভীরভাবে অনুধাবনের জন্যে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে যাতে ভবিষ্যতে দুর্নীতি অব্যাহতভাবে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে করণীয়সমূহ আরও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পলিসি অ্যাডভোকেসি অব্যাহত রাখতে হবে।

সর্বোপরি কারও প্রতি ভয়, করুণা ও পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস
পরিশিষ্ট ২: বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার
পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার শতকরা হার
পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার শতকরা হার
পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানার শতকরা হার
পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানাগুলোর প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ
পরিশিষ্ট ৭: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শতকরা হার
পরিশিষ্ট ৮: প্রাক্কলন

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস

বিভাগ	পল্লি	পৌর/ সিটি কর্পোরেশন[৬৮]	মহানগর	সার্বিক
ঢাকা	৯০০	৩৮০	৪৮০	১৭৬০
চট্টগ্রাম	৬৮০	২৮০	২৮০	১২৪০
রাজশাহী	৬৬০	২২০	১২০	১০০০
খুলনা	৫৮০	২৪০	২০০	১০২০
বরিশাল	৪৪০	১৮০	-	৬২০
রংপুর	৫৪০	২৬০	-	৮০০
সিলেট	৪০০	১৬০	-	৫৬০
মোট খানা	**৪২০০**	**১৭২০**	**১০৮০**	**৭০০০**

পরিশিষ্ট ২: বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার*

খাত	হার (%)	Standard Error	Relative Error[৬৯]
স্বাস্থ্য (n=৫৯৫০)	৭৯.৯	১.১	১.৪
শিক্ষা (n=৫৩৫০)	৭১.২	০.৯	১.৩
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (n=৩৭৭৮)	৪৭.৬	১.০	২.১
বিদ্যুৎ (n=৩৯৭৭))	৪৫.৫	২.৭	৫.৯
ব্যাংকিং (n=৩১৭৫)	৪৪.৫	২.২	৪.৮
এনজিও (n=৩০৮৪)	৩৭.৯	১.৫	৩.৯
কৃষি (n=২৬৯৫)	৩২.০	২.৩	৭.৩
বীমা (n=১৯৫৯)	২৪.২	১.৩	৫.৩
ভূমি প্রশাসন (n=১২৮১)	১৬.৬	০.৯	৫.৫
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=৬৬৫)	৯.২	০.৬	৬.৩
বিচারিক সেবা (n=৬৩৫)	৮.৬	০.৫	৬.১
শ্রম অভিবাসন (n=২২৬)	৩.২	০.৩	১০.৮
কর ও শুল্ক (n=২৩৫)	২.৫	০.৪	১৫.৩
অন্যান্য (n=৯৩২)	১৩.৭	১.১	৭.৭
সার্বিক (n=৭৫৩৪)	**৯৯.৭**	**০.১**	**০.১**

* শতকরা হারসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে ভর দিয়ে

[৬৮] মহানগর বাদে অন্যান্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন।

[৬৯] Standard Error (SE) আনুমানিক proportion- এর কত অংশ তা শতকরা হারে Relative Error (RE) নাম প্রকাশ করা হয়।

পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার শতকরা হার*

খাত	হার (%)	Standard Error	Relative Error
শ্রম অভিবাসন (n=১৮০)	৭৭.০	৩.৮	৫.০
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=৪৮৩)	৭৫.৮	২.৬	৩.৫
ভূমি প্রশাসন (n=৭২৫)	৫৯.০	২.১	৩.৫
বিচারিক সেবা (n=৩৫০)	৫৭.১	২.৮	৪.৯
স্বাস্থ্য (n=১১৫৮)	৪০.২	২.২	৫.৫
শিক্ষা (n=২১৫২)	৪০.১	২.০	৪.৯
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (n=১০৫৭)	৩০.৯	২.০	৬.৩
কৃষি (n=৬২৪)	২০.৪	১.৬	৮.০
বিদ্যুৎ (n=৬৮৩)	১৮.৩	১.২	৬.৫
কর ও শুল্ক (n=৩৯)	১৬.৮	৩.৩	১৯.৬
ব্যাংকিং (n=২৩০)	৭.১	১.১	১৫.৬
বীমা (n=১২২)	৬.০	০.৯	১৫.৭
এনজিও (n=১৫৪)	৫.০	০.৬	১২.৪
অন্যান্য (n=৩৬৫)	৪১.১	৩.৫	৮.৫
সার্বিক (n=৪৭৬৬)	**৬৩.৭**	**২.০**	**৩.১**

* শতকরা হারসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে ভর দিয়ে

পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার শতকরা হার*

সেবা খাত	খানার শতকরা হার		
	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
শ্রম অভিবাসন	৮২.৪	৬৪.৯	৭৭.০
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৯.৩	৬৯.৬	৭৫.৮
ভূমি প্রশাসন	৬২.৩	৫৩.৪	৫৯.০
বিচারিক সেবা	৫৫.৬	৬০.৩	৫৭.১
স্বাস্থ্য	৩৮.৯	৪২.৬	৪০.২
শিক্ষা	৪৫.৪	২৯.৫	৪০.১
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৪.৫	২৪.৭	৩০.৯
কৃষি	২১.১	১৫.২	২০.৪
বিদ্যুৎ	১৮.১	১৮.৪	১৮.৩
কর ও শুল্ক	১৯.৮	১৬.০	১৬.৮
ব্যাংকিং	৯.৪	৪.৩	৭.১
বীমা	৬.৬	৫.১	৬.০
এনজিও	৫.০	৪.৯	৫.০
অন্যান্য খাত	৪৪.১	৩৭.৬	৪১.১
সার্বিক	**৬৫.৪**	**৫৯.৯**	**৬৩.৭**

* শতকরা হারসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে ভর দিয়ে

পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানার শতকরা হার*

খাত	হার (%)	Standard Error	Relative Error
শ্রম অভিবাসন (n=১৮০)	৭৭.০	৩.৮	৫.০
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=৪১১)	৬৬.৯	২.৭	৪.০
ভূমি প্রশাসন (n=৬৫৯)	৫৪.৮	২.২	৪.১
বিচারিক সেবা (n=২৩৮)	৩৮.১	৩.০	৭.৯
শিক্ষা (হ=১৬৪৮)	৩০.৭	১.৮	৬.০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (n=৭৮৫)	২৫.৫	১.৯	৭.৩
স্বাস্থ্য (n=৫৩৫)	২১.৫	২.৬	১২.০
কৃষি (n=৫০০)	১৬.২	১.৬	১০.০
কর ও শুল্ক (n=৩৩)	১২.৪	২.৪	১৯.৪
বিদ্যুৎ (n=৪৪৩)	১২.০	০.৯	৭.২
ব্যাংকিং (n=১৬৪)	৪.৯	১.০	২০.০
বীমা (n=৬০)	৩.২	০.৬	১৮.১
এনজিও (n=৩৭)	০.৪	১.৬	২৪.৬
অন্যান্য (n=২৯৩)	৩৪.০	৩.৪	৯.৯
সার্বিক (n=৩৮৯৫)	**৫৩.৩**	**২.১**	**৩.৯**

* শতকরা হারসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে ভর দিয়ে

পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানাগুলোর প্রদত্ত গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ*

খাত	গড় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	Standard Error	Relative Error
শ্রম অভিবাসন (n=১৮০)	১৯৯৬৭৬	১১৬৩৪	৫.৮
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=৪১১)	৭০৮০	১৪২১	২০.১
ভূমি প্রশাসন (n=৬৫৯)	৭৮০৭	১৭১৯	২২.০
বিচারিক সেবা (n=২৩৮)	১১৭১১	২৫২২	২১.৫
শিক্ষা (n=১৬৪৮)	১০০	১০	১০.০
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (n=৭৮৫)	৩৯৬	৯৩	২৩.৫
স্বাস্থ্য (n=৫৩৫)	২৫৮	৩৯	১৫.১
কৃষি (n=৫০০)	২৪৫	২৯	১১.৮
কর ও শুল্ক (n=৩৩)	৩৪৮২	৭৩২	২১.০
বিদ্যুৎ (n=৪৪৩)	১৭২৫	১৫৬	৯.০
ব্যাংকিং (n=১৬৪)	২৩১৮	৪২২	১৮.২
বীমা (n=৬০)	৯২২২	৩৪৩০	৩৭.২
এনজিও (n=৩৭)	৮৩১	২০০	২৪.১
অন্যান্য (n=২৯০)	১০১৯৩	৩০১০	২৯.৫
সার্বিক (n=৩৮৯৫)	**১৩০৮৪**	**১১৬৬**	**৮.৯**

* গড় নিয়ম-বিহর্ভূত অর্থের পরিমাণ সমন্বয় করা হয়েছে ভর দিয়ে

পরিশিষ্ট ৭: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শতকার হার*

খাত	নারী	পুরুষ
স্বাস্থ্য	৩৪.১	৩৬.৪
শিক্ষা	২৪.৬	২১.৪
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৪.৫	২৭.৪
বিদ্যুৎ	২১.৮	১৭.৮
ব্যাংকিং	৬.৪	৬.০
এনজিও	৫.১	৪.৬
কৃষি	১০.৯	২০.৯
বীমা	৪.৯	৫.৮
ভূমি প্রশাসন	৫৪.৭	৫৮.৯
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫০.৪	৭৭.৭
বিচারিক সেবা	৩৮.৯	৫৯.৫
শ্রম অভিবাসন	৮৫.৭	৭৬.৯
কর ও শুল্ক	৬.৩	১৭.১
অন্যান্য	৩৪.১	৪১.৯
সার্বিক	**২৬.৮**	**৩৫.৬**

* শতকরা হারসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে ভর দিয়ে

পরিশিষ্ট ৮: প্রাক্কলন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী, জুলাই ২০১২ এ প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১৫.২৫১ কোটি।[৭০] এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ ধরা হয়েছে। যেহেতু খানা জরিপের সেবা গ্রহণের সময়কাল মে ২০১১ হতে এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত, তাই বাংলাদেশে এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত মোট খানার প্রক্কলিত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫.১২০ কোটি।

[৭০] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র তথ্য অনুযায়ী (১৫ মার্চ ২০১১ পর্যন্ত) বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা ৩.১৮ কোটি।
বিস্তারিত: http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Bangladesh_glance.pdf.

পিএসইউ			লিস্টিং কোড			খানা কোড			

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১২

তথ্যদাতার সম্মতি গ্রহণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবামূলক খাতে অনিয়ম এবং দুর্নীতির মাত্রা ও স্বরূপ জানার লক্ষ্যে একটি খানা জরিপ পরিচালনা করছে। আমরা আপনার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে চাই। এ সাক্ষাৎকারটি আনুমানিক ৪০ মিনিট ধরে চলতে পারে। আপনার দেওয়া তথ্য শুধু গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে। তথ্যদাতা হিসেবে আপনার পরিচয় ও তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। আপনি কি আমাদেরকে সাক্ষাৎকার ও তথ্য দিতে সম্মত?

১ = হ্যাঁ　　২ = না　　তথ্যদাতার স্বাক্ষর (সম্মতি সাপেক্ষে)

বিভাগ ক: প্রাথমিক তথ্য

ক. খানার পরিচিতি

ক্রমিক			
১	খানা প্রধানের নাম		কোড
২	খানা প্রধানের মাতা/পিতা/স্বামীর নাম		
৩	বাড়ি/ হোল্ডিং নম্বর		
৪	গ্রাম/মহল্লা/সড়ক		
৫	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড		
৬	উপজেলা/থানা		
৭	জেলা		
৮	বিভাগ		
৯	এলাকার অবস্থান	১. পল্লী　২. পৌরসভা　৩. সিটি কর্পোরেশন	
১০	যোগাযোগের ফোন/মোবাইল নম্বর (সম্মতিক্রমে)		

খ. সাক্ষাৎকার বিষয়ক তথ্য

প্রশ্নপত্র পূরণের ধরন (সার্কেল করুন)	পরিদর্শন	সময় ও তারিখ
১. সম্পূর্ণ পূরণকৃত　৩. প্রত্যাখান ২. আংশিক পূরণকৃত　৪. অনুপস্থিত	১ম পরিদর্শন	
	২য় পরিদর্শন	
	৩য় পরিদর্শন	

গ. তথ্য যাচাই

যাচাইয়ের ধরন	নাম, পদবী ও তারিখসহ স্বাক্ষর	নাম, পদবী ও তারিখসহ স্বাক্ষর	নাম, পদবী ও তারিখসহ স্বাক্ষর
অ্যাকোম্পানি চেক (AC)			
স্পট চেক (SC)			
ব্যাক চেক (BC)			
প্রশ্নমালা চেক (QC)			
টেলিফোন চেক (TC)			

গ. তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর: ---

ঘ. ফিল্ড সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর: --

বিভাগ খ: খানার সদস্যদের তথ্য

১. খানা সম্পর্কিত তথ্য

১.১	১.২	১.৩	১.৪	১.৫	১.৬	১.৭	১.৮
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর (তথ্যদাতার পাশে টিক ✓ চিহ্ন দিন)	**খানার সদস্যদের নাম** (খানা প্রধান হতে শুরু করতে হবে)	**বয়স** (বছর)	**লিঙ্গ** (১ = নারী ২ = পুরুষ ৩ = অন্যান্য)	**বৈবাহিক অবস্থা**	**শিক্ষাগত যোগ্যতা**	**পেশা**	**প্রতিবন্ধী** (টিক ✓ চিহ্ন দিন)
১							
২							
৩							
৪							
৫							
৬							
৭							
৮							
৯							

১.৯ খানা প্রধানের ধর্ম: ☐

১.১০ খানা প্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়: ☐

১.৫ বৈবাহিক অবস্থা	১ = বিবাহিত ২ = অবিবাহিত ৩ = তালাকপ্রাপ্ত ৪ = বিধবা ৫ = পরিত্যক্ত ৬ = অন্যান্য ....
১.৬ শিক্ষাগত যোগ্যতা	শ্রেণী সংখ্যা (যত শ্রেণী পাশ করেছে তা সংখ্যায় লিখুন) ৫৪ = নিরক্ষর ৫৫ = স্বাক্ষর ৫৬ = কোনো প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, কিন্তু পড়তে ও লিখতে পারে ৫৭ = আরবী বা অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ৫৮ = প্রি-স্কুল
১.৭ পেশা	১ = সরকারি চাকরি ২ = বেসরকারি চাকরি ৩ = ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪ = মাঝারি ব্যবসা ৫ = বৃহৎ ব্যবসা ৬ = আইনজীবী ৭ = ডাক্তার ৮ = ইঞ্জিনিয়ার ৯ = শিক্ষক ১০ = কৃষিকর্ম ১১ = দিনমজুর/ক্ষেতমজুর ১২ = রিক্সাচালক/শ্রমিক/পরিবহন শ্রমিক ১৩ = জেলে/কামার/কুমার/তাঁতি ১৪ = প্রবাসী ১৫ = অবসরপ্রাপ্ত ১৬ = শিক্ষার্থী ১৭ = বেকার ১৮ = গৃহিনী ১৯ = অন্যান্য ....
১.৯ ধর্ম	১ = ইসলাম ২ = হিন্দু ৩ = বৌদ্ধ ৪ = খ্রিস্টান ৫ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
১.১০ নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	১ = বাঙালী ২ = আদিবাসী বা অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী

১.১১ গত এক বছরে (মে ২০১১-এপ্রিল ২০১২) খানার সদস্যগণ যেসব খাত হতে সেবা নিয়েছেন তার তালিকা
(সেবা খাতের ক্রমিক নম্বর সার্কেল করুন এবং কোড পূরণ করুন)

ক্রমিক নম্বর	সেবা খাতের নাম	কোড	ক্রমিক নম্বর	সেবা খাতের নাম	কোড
০১.	শিক্ষা		১০.	বিআরটিএ সেবা	
০২.	স্বাস্থ্য		১১.	ব্যাংকিং	
০৩.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান		১২.	বীমা	
০৪.	ভূমি প্রশাসন		১৩.	কর ও শুল্ক	
০৫.	কৃষি		১৪.	শ্রম অভিবাসন	
০৬.	আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী		১৫.	নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি	
০৭.	বিচার ব্যবস্থা		১৬.	এনজিও	
০৮.	বিদ্যুৎ সেবা		১৭.	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
০৯.	ওয়াসার পানি সেবা		১৮.	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

বিভাগ গ : খাতভিত্তিক জরিপের তথ্য

১. শিক্ষা

১.১ গত এক বছরে (মে ২০১১-এপ্রিল ২০১২) আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করছেন কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ □ ২ = না □ (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

১.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গৃহীত সেবা, দুর্নীতি ও অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১.২.১	১.২.২	১.২.৩	১.২.৪	১.২.৫	১.২.৬	১.২.৭			১.২.৮	১.২.৯		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	**শিক্ষার্থীর শ্রেণী** (বর্তমানে যে শ্রেণীতে পড়ছে)	**প্রতিষ্ঠানের ধরন**	**শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন**	**গৃহীত সেবার ধরন** (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি না?** (হ্যাঁ=১, না=২)	**দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন** (একাধিক উত্তর হতে পারে)			**ডোনেশন/ রশিদ ব্যতীত/ অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ**	**জড়িত ব্যক্তি**		

১.২.৩ প্রতিষ্ঠানের ধরন	১ = সরকারি ২ = বেসরকারি রেজি. এমপিওভুক্ত ৩ = প্রাইভেট ৪ = এনজিও পরিচালিত ৫ = অন্যান্য .....
১.২.৪ শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন	১ = সাধারণ□ ২ = ইংরেজি (জাতীয় কারিকুলাম)□ ৩ = ইংরেজি (বিদেশী কারিকুলাম) ৪ = মাদ্রাসা□ ৫ = কারিগরি□ ৬ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....
১.২.৫ গৃহীত সেবার ধরন	১ = ভর্তির সুযোগ পাওয়া□ ২ = ভর্তি/পুনঃ ভর্তি ফি□ ৩ = পরীক্ষার ফি ৪ = বই বিতরণ□ ৫ = উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি□ ৬ = উপবৃত্তির টাকা প্রাপ্তি ৭ = পরীক্ষার নিবন্ধন□ ৮ = বিবিধ অনুষ্ঠান (সাংস্কৃতিক/ক্রীড়া)□৯ = সাজেশন/পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়া ১০ = সার্টিফিকেট/মার্কসিট তোলা□১১ = ট্রান্সফার সার্টিফিকেট তোলা□ ১২ = ফলাফল পরিবর্তন ১৩ =অন্যান্য
১.২.৬ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	১ = রশিদ ব্যতীত/অতিরিক্ত টাকা আদায়□২ = ডোনেশন হিসেবে টাকা গ্রহণ□ ৩ = সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ৪ = অন্যান্য ....
১.২.৭ জড়িত ব্যক্তি	১ = প্রধান শিক্ষক□ ২ = শ্রেণী শিক্ষক□ ৩ = এস.এম.সি/গভর্নিং বডির সদস্য ৪ = প্রশাসনিক কর্মকর্তা□ ৫ = স্থানীয় এম.পি/রাজনৈতিক নেতা□ ৬ = অন্যান্য ....

১.৩ অন্যান্য অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

১.৩.১	১.৩.২	১.৩.৩	১.৩.৪	১.৩.৫	১.৩.৬
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	**প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কখনো কোচিং করতে বাধ্য হয়েছে কি?** (১ = হ্যাঁ, ২ = না)	**শিক্ষক কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে কি?** (১ = অধিকাংশ সময়, ২ = মাঝে মাঝে, ৩ = কখনোই না ৮৮ = জানি না)	**নিয়মিত সকল ক্লাস হয় কি না?** (১ = অধিকাংশ সময়, ২ = মাঝে মাঝে, ৩ = কখনোই না ৮৮ = জানি না)	**শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় (সম্পূর্ণ) ক্লাস নেন কি না?** (১ = অধিকাংশ সময়, ২ = মাঝে মাঝে, ৩ = কখনোই না ৮৮ = জানি না)	**নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় কি না?** (১ = অধিকাংশ সময়, ২ = মাঝে মাঝে, ৩ = কখনোই না ৮৮ = জানি না))

১.৪ শিক্ষা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হয়েছিলেন কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না (তথ্য সংগ্রহকারী ১.২ ও ১.৩ নম্বর প্রশ্নের সকল উত্তর দেখে নিজে পূরণ করবেন) ☐

২. স্বাস্থ্য

২.১ গত এক বছরে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনার খানার কোনো সদস্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছিল কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান)

২.২ উত্তর হ্যাঁ হলে, কি ধরনের প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা নিয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর হতে পারে)

উত্তর : ১ = সরকারি ২ = বেসরকারি ৩ = এনজিও

(উত্তর '২' বা '৩' হলে পরবর্তী খাত / সেকশনে চলে যান)

২.৩ খানার সদস্যদের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এবং দুর্নীতি/অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য

২.৩.১	২.৩.২	২.৩.৩	২.৩.৪	২.৩.৫	২.৩.৬	২.৩.৭	২.৩.৮	২.৩.৯
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	প্রতিষ্ঠানের ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	বিভাগের নাম	আপনার প্রয়োজনে ডাক্তার/ স্বাস্থ্য সহকারী পেয়েছিলেন কি?	ডাক্তারের ব্যক্তিগত চেম্বার /প্রাইভেট ক্লিনিকে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন কি?	দালাল কর্তৃক হয়রানির শিকার হয়েছিলেন কি?	ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গ করা হয়েছিল কি?	চিকিৎসার সময়ে ডাক্তারের কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল কি?	ডাক্তার দেখানোর পর হাসপাতালের ভেতরে কেউ প্রেসক্রিপশন চেক করেছিল কি?

২.৩.২ প্রতিষ্ঠানের ধরন	১ = ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২ = উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩ = জেলা সদর হাসপাতাল ৪ = জেনারেল হাসপাতাল ৫ = মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৬ = কমিউনিটি ক্লিনিক ৭ = সরকারি মাতৃসদন কেন্দ্র ৮ = বিশেষায়িত (শিশু, পঙ্গু,....) হাসপাতাল ৯ = অন্যান্য ....
২.৩.৩ বিভাগের নাম	১ = জরুরি বিভাগ ২ = বহির্বিভাগ ৩ = জরুরি ও অন্তর্বিভাগ ৪ = বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ ৫ = অন্যান্য
২.৩.৪ হতে ২.৩.৯ প্রশ্ন	১ = হ্যাঁ ২ = না ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর

২.৩ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য (প্রশ্ন ২.৩ এর অবশিষ্ট অংশ)

২.৩.১	২.৩.১০	২.৩.১১	২.৩.১২	২.৩.১৩			২.৩.১৪		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	সেবা পেতে রশিদ ছাড়া অর্থ দিতে হয়েছিল কি?	ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থের পরিমাণ	ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)			জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)		

২.৩.১০ গৃহীত সেবা	১ = টিকিট ক্রয়□ ২ = ডাক্তার দেখানো□ ৩ = হাসপাতাল হতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ৪ = শয্যা বা কেবিন□ ৫ = ট্রলি ব্যবহার□ ৬ = ইনজেকশন বা স্যালাইন পুশ ৭ = ব্যান্ডেজ বা ড্রেসিং□ ৮ = অপারেশন□ ৯ = অ্যাম্বুলেন্স ১০ = প্রসূতি সেবা□ ১১ = মেডিকেল সার্টিফিকেট□ ১২ = ময়না তদন্ত রিপোর্ট ১৩ = অন্যান্য সেবা .....
২.৩.১১ রশিদ ছাড়া অর্থ প্রদান	১ = হ্যাঁ□ ২ = না□ ৭৭ = প্রযোজ্য নয়□ ৮৮ = জানিনা □ ৯৯ = নিরুত্তর
২.৩.১৩ ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ	১ = দ্রুত সেবা পেতে□ ২ = ভালো সেবা পেতে□ ৩ = ভাংতি টাকা নেই□ ৪ = খুশি হয়ে ৫ = টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না□ ৬ = অন্যান্য ....
২.৩.১৪ জড়িত ব্যক্তি	১ = ডাক্তার□ ২ = স্বাস্থ্য সহকারী□ ৩ = নার্স□ ৪ = ওয়ার্ডবয় ৫ = আয়া □ ৬ = সুইপার□ ৭= টিকিট কাউন্টারে কর্মরত ব্যক্তি□ ৮ = ওয়ার্ড মাস্টার ৯ = দালাল□ ১০ = হাসপাতালের ড্রাইভার ১১ = হাসপাতালের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী □ ১২ = অন্যান্য ....

২.৪ আপনার খানা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হয়েছিলেন কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না (তথ্য সংগ্রহকারী ২.৩ নম্বর প্রশ্নের সকল উত্তর দেখে নিজে পূরণ করবেন) [ ]

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

৩.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছিলেন কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

৩.২ খানার সদস্যদের স্থানীয় সরকার খাতে সেবা গ্রহণ এবং দুর্নীতি/অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য-

৩.২.১	৩.২.২	৩.২.৩	৩.২.৪	৩.২.৫	৩.২.৬	৩.২.৭			৩.২.৮	৩.২.৯			৩.২.১০		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধরন	গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	বিচার ও সালিশে আপনার খানার সদস্যের অবস্থান (৩.২.৩ এ বিচার বা সালিশ হলে এ ঘর পূরণ করতে হবে, অন্যথায় ৭৭ দিতে হবে)	কী ধরনের সমস্যা নিয়ে বিচার বা সালিশের মুখোমুখি হয়েছেন? (৩.২.৩ এ বিচার বা সালিশ হলে এ ঘর পূরণ করতে হবে, অন্যথায় ৭৭ দিতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (উত্তর 'না' হলে এখানে প্রশ্ন শেষ করতে হবে) হ্যাঁ = ১ না = ২	কী ধরনের দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)			ঘুষ বা রশিদ ব্যতীত অর্থের পরিমাণ (৮৮ = জানি না)	ঘুষ বা রশিদ ব্যতীত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)			জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)		

৩.২.২ প্রতিষ্ঠানের ধরন	১ = ইউনিয়ন পরিষদ ২ = উপজেলা পরিষদ ৩ = পৌরসভা ৪= সিটি কর্পোরেশন ৫ = জেলা পরিষদ
৩.২.৩ সেবার ধরন	
সনদ:	১ = জন্ম নিবন্ধন ২ = মৃত্যু নিবন্ধন ৩ = নাগরিকত্ব ৪ = চারিত্রিক ৫ = ওয়ারিশ
সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ড:	৬ = বয়স্ক ভাতা ৭ = বিধবা ভাতা ৮ = ভিজিডি ৯ = ভিজিএফ
	১০ = টেস্ট রিলিফ ১১ = কাবিখা ১২ = কাবিটা ১৩ = কর্মসংস্থান কর্মসূচি ১৪ = জিআর
বিচার ও সালিশ:	১৫ = বিচার (গ্রাম/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন আদালত) ১৬ = সালিশ (আদালত ছাড়া)
হোল্ডিং কর:	১৭ = হোল্ডিং কর বা চৌকিদারী কর নির্ধারণ ১৮ = হোল্ডিং কর বা চৌকিদারী কর প্রদান
অন্যান্য:	১৯ = ট্রেড লাইসেন্স ২০ = টেন্ডার ২১ = ইজারা ২২ = পানি সরবরাহ ২৩ = অন্যান্য...
৩.২.৪ বিচার ও সালিশে আপনার অবস্থান	১ = বাদী ২ = বিবাদী ৩ = সাক্ষী ৭৭ = প্রযোজ্য নয়
৩.২.৫ বিচার-সালিশের বিষয়	১ = জমি সংক্রান্ত ২ = বিবাহ সংক্রান্ত ৩ = পারিবারিক বিরোধ ৪ = মারামারি সংক্রান্ত ৫ = নারী নির্যাতন ৬ = রাজনৈতিক বিরোধ ৭ = ধার- দেনা সংক্রান্ত ৮ = অন্যান্য ....

৩.২.৬ দুর্নীতির শিকার	১ = হ্যাঁ ২ = না
৩.২.৭ দুর্নীতির ধরন	১ = ঘুষ/রশিদ ছাড়া অর্থ ২ = জোর করে বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় ৩ = ভাতা/ত্রাণ ও অন্যান্য বরাদ্দের একটি অংশ সংশ্লিষ্টদের দিতে বাধ্য হওয়া ৪= প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নির্বাচন বা রাজনৈতিক প্রভাব ৫ = সময়ক্ষেপণ ৬ = স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব করা ৭ = রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকায় অতিরিক্ত কর নির্ধারণ ৮ = ঘুষ না দেওয়ার ফলে অতিরিক্ত কর নির্ধারণ করেছে ৯ = প্রতারণা ১০ = ধর্মীয় গোড়ামী ১১ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন).............................. ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৩.২.৯ ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ	১ = ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না/ ভাতা বা ত্রাণ বা অন্যান্য বরাদ্দে নিবন্ধিত হওয়া যায় না ২ = সময়মতো সেবা পাওয়া ৩ = দ্রুত সেবা/বিচার পাওয়া ৪ = রায় নিজের পক্ষে পাওয়ার জন্য ৫ = প্রভাবশালী আত্মীয় না থাকা বা প্রভাবশালীর সাথে যোগাযোগ না থাকা ৬ = রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকা ৭ = ফাইল স্থানান্তরিত করার জন্য ৮ = উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রদান করার জন্য ৯ = অন্যান্য....................................... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৩.২.১০ জড়িত ব্যক্তি	১ = মেয়র বা চেয়ারম্যান ২ = কাউন্সিলর বা সদস্য ৩ = কর্মকর্তা-কর্মচারী ৪ = রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ৫ = প্রভাবশালী ব্যক্তি/এলাকার মাতব্বর ৬ = অন্যান্য................... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর

৪. ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

৪.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনার পরিবার ভূমি সংক্রান্ত কোনো ধরনের সেবা নিয়েছে কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না □ □ (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

৪.২ খানার সদস্যদের ভূমি সংক্রান্ত সেবা, অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য

৪.২.১	৪.২.২	৪.২.৩	৪.২.৪	৪.২.৫			৪.২.৬			৪.২.৭		৪.২.৮		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	গৃহীত সেবার ধরন	কোন অফিস/প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়েছে (একাধিক অফিস/ প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (১ = হ্যাঁ ২ = না)	কী ধরনের দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছিলেন (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)			ঘুষ বা রশিদ ছাড়া টাকার পরিমাণ			ঘুষ/রশিদ ছাড়া টাকা দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)		জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)		

৪.২.২ সেবার ধরন	১ = দলিল রেজিস্ট্রেশন □২ = নামজারী (মিউটেশন) □৩ = খাজনা/ ভূমি উন্নয়ন কর ৪ = ভূমি জরিপ ৫ = খাস জমি বরাদ্দ □৬ = ভূমি অধিগ্রহণ □ ৭ = ইজারা ৮ = ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি ৯ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ---------------
৪.২.৩ প্রতিষ্ঠান/ অফিসের নাম	১ = তহশিল অফিস (ইউনিয়ন ভূমি অফিস)□ ২ = উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ৩ = জেলা ভূমি অফিস (নেজারত) □ ৪ = জেলা রেজিস্ট্রি অফিস□ ৫ = সেটেলমেন্ট অফিস ৬ = কালেক্টরেট অফিস□□ ৭ = ভূমি ডেভেলপার কোম্পানি□ ৮ = অন্যান্য------------
৪.২.৫ দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	১ = ঘুষ আদায়□ ২ = অযথা বিলম্ব/সময়ক্ষেপণ□ ৩ = অফিস হতে ডকুমেন্ট হারিয়ে গেছে ৮ = জমি দখল হয়ে গেছে□৯ = জোরপূর্বক মাটি/বালু ভরাট করেছে□১০ = জোরপূর্বক জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে ১১ = অন্যান্য------------
৪.২.৭ ঘুষ দেওয়ার কারণ	১ = ফাইল দ্রুত প্রসেস করতে□ ২ = কানুনগোর রিপোর্ট পেতে□ ৩ = অল্প/দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে ৪ = শুনানির তারিখ ফেলতে□ ৫ = রায় হাতে পেতে/রায় নিজের পক্ষে নিতে ৬ = জটিলতা এড়াতে□ ৭ = হয়রানি এড়ানোর জন্য □ ৮ = বকেয়া কর সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে ৯ = সিলিং এর অতিরিক্ত জমি থাকায় □ ১০ = দ্রুত নথি পেতে ১১ = অন্যান্য ---------------- ৭৭ = প্রযোজ্য নয়□ ৮৮ = জানি না□ ৯৯ = নিরুত্তর
৪.২.৮ জড়িত ব্যক্তি	১ = দলিল লেখক□ ২ = সাব-রেজিস্ট্রার□ ৩ = পেশকার □ ৪ = টিসি কেরানি□ ৫ = নকলনবিশ/তহশিলদার ৬ = পিওন□ ৭ = দালাল□ ৮ = কানুনগো□ ৯ = এসি ল্যাণ্ড□ ১০= নায়েব ১১ = অন্যান্য ----------------□ ৮৮ = জানি না□ ৯৯ = নিরুত্তর□

৫. কৃষি

৫.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনার খানা কৃষি বিষয়ক কোনো সেবা নিয়েছে কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ   ২ = না   (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

৫.২ খানার সদস্যদের কৃষি সেবা গ্রহণ এবং দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

৫.২.১	৫.২.২	৫.২.৩	৫.২.৪	৫.২.৫		৫.২.৬	৫.২.৭		৫.২.৮		
সেবার ধরন	সেবার উৎস (ভর্তুকি সেবা ছাড়া অন্যান্য সেবা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	ভর্তুকির ক্ষেত্র (শুধুমাত্র ভর্তুকি সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (১ = হ্যাঁ, ২ = না)	দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)		ঘুষ বা রশিদ ব্যতিত টাকার পরিমাণ	ঘুষ/রশিদ ছাড়া টাকা দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)		জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)		

৫.২.১ সেবার ধরন	১ = সার প্রাপ্তি ২ = বীজ সরবরাহ ৩ = ভর্তুকি সেবা ৪ = কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ৫ = কৃষি খামার প্রদর্শনী
৫.২.২ সেবার উৎস (ভর্তুকি সেবা ছাড়া অন্যান্য সেবা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	১ = ডিলার ২ = বিএডিসি ৩ = জেলা/উপজেলা কৃষি অফিস ৪ = সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা ৫ = এনজিও ৬ = সাধারণ খুচরা বিক্রেতা ৭ = অন্যান্য............... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জনিনা ৯৯ = নিরুত্তর
৫.২.৩ ভর্তুকির ক্ষেত্র (শুধুমাত্র ভর্তুকি সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	১ = বীজ ২ = সার ৩ = জ্বালানি ৪ = অন্যান্য ....
৫.২.৫ দুর্নীতি/অনিয়ম ও হয়রানির ধরন	১ = ঘুষ/অতিরিক্ত টাকা দেওয়া ২ = সময়মতো সার/বীজ সরবরাহ না পাওয়া ৩ = নিম্নমানের বীজ সরবরাহ ৪ = রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ৫ = ব্লক সুপারভাইজার সময়মত পরামর্শ না দেওয়া ৬ = প্রদর্শনী খামার অন্তর্ভুক্তিতে স্বজনপ্রীতি ৭ = অন্যান্য............... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জনিনা ৯৯ = নিরুত্তর
৫.২.৭ ঘুষ প্রদানের কারণ	১ = সার/বীজ-এর কৃত্রিম সংকট তৈরি ২ = সময়মত সার/বীজ/পরামর্শ পেতে ৩ = মানসম্মত সার/বীজ পেতে ৫ = ভর্তুকির আওতায় আসতে ৬ = সময়মতো ভর্তুকির টাকা পেতে ৮ = পরামর্শ ও প্রদর্শনী খামারে অন্তর্ভুক্ত হতে ৯= অন্যান্য...................
৫.২.৮ জড়িত ব্যক্তি	১ = ডিলার ২= খুচরা বিক্রেতা ৩ = রাজনৈতিক ব্যক্তি ৪ = সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ৫ = স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ৬ = ব্লক সুপারভাইজার ৭ = অন্যান্য.......... ৮৮=জানি না

৬. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অন্যান্য

৬.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য পুলিশ বা অন্য কোনো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে সেবা নিয়েছিলেন বা কোনোরকম মিথস্ক্রিয়া (Interaction) হয়েছিল কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ □ ২ = না □ (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) □

৬.২ খানার সদস্যদের সেবা গ্রহণ এবং দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

৬.২.১ □	৬.২.২ □	৬.২.৩ □	৬.২.৪ □	৬.২.৫ □	৬.২.৬ □	৬.২.৭ □	৬.২.৮ □	৬.২.৯ □	৬.২.১০ □	৬.২.১১
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	আপনি কোন বিভাগ/সংস্থা থেকে সেবা নিয়েছিলেন	সেবা গ্রহণকারীর ধরন	সেবার মাধ্যম	কী কারণে অভিযোগ করেছেন / অভিযুক্ত হয়েছেন?	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? ১=হ্যাঁ ২=না	কী ধরনের দুর্নীতি/অনিয়মের শিকার হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	টাকার পরিমাণ (পণ্য হলে সমপরিমাণ টাকা*)	টাকা দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	জড়িত ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয় (১=নারী, ২=পুরুষ)

৬.২.২ সেবা নেওয়ার বিভাগ

১ = থানা পুলিশ□ ২ = ট্রাফিক পুলিশ□ ৩ = হাইওয়ে পুলিশ□ ৪ = র‍্যাব□ ৫ = আনসার□ ৬ = ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ
৭= স্পেশাল ব্রাঞ্চ□ ৮ =সিআইডি□ ৯= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

৬.২.৩ সেবা গ্রহণকারীর ধরন

১=অভিযোগকারী হিসেবে ২=অভিযুক্ত হিসেবে ৩=অন্যান্য(উল্লেখ করুন) ....

৬.২.৪ সেবার মাধ্যম: ১= সাধারণ ডায়েরি (জিডি)□ ২ = এফআইআর (মামলা)□ ৩ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)...............

৬.২.৫ সেবার ধরন/ অভিযোগের কারণ/ অভিযুক্ত হওয়ার কারণ

১= হত্যা□ ২= চুরি বা ডাকাতি□ ৩ = মারামারি□ ৪= ছিনতাই□ ৫ = চাঁদাবাজি
৬= জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ□ ৭ = নারী ও শিশু নির্যাতন□ ৮= প্রতারণা □ ৯= অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ
১০ = মূল্যবান কিছু হারানো□ ১১ = ভয়ভীতি□ ১২=ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন□১৩=রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত
১৪=রাজনৈতিক মামলা □ ১৫ = গ্রেফতার হওয়া□ ১৬= পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স□ ১৭= গাড়ি রিকুইজিশন
১৮ = পুলিশ কর্তৃক চাঁদাবাজী□ ১৭ = অন্যান্য..............□ ৮৮ = জানি না□ ৯৯ = নিরুত্তর

৬.২.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন

১ = ঘুষ দিতে বাধ্য করা□ ২ = মিথ্যা মামলায় জড়ানো□ ৩ = জিডি বা এফআইআর (মামলা) গ্রহণে অবহেলা বা সময়ক্ষেপণ
৪ = অসদাচরণ বা ভয়ভীতি প্রদান□ ৫= আসামীকে গ্রেফতার না করা □ ৬ = রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন ৭ = কারণ না জানিয়ে গ্রেফতার
৮ = সময়মতো বা সঠিকভাবে চার্জশীট প্রদান না করা□ ৯ = পুলিশ/র‍্যাব কর্তৃক চাঁদাবাজী করা
১০ = পুলিশ ভেরিফিকেশন/ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে দেরি করা বা মিথ্যা তথ্য দেওয়া
১১ = মামলার আলামত নষ্ট বা আলামত সংগ্রহে স্পট ভিজিট না করা□ ১২ = মিথ্যা এফআইআর /চার্জশীট প্রদান
১৩ = ক্রসফায়ার বা ভয় দেখানো□ ১৪ = অন্যান্য ....□ ৯৯ = নিরুত্তর

৬.২.৯ ঘুষ/টাকা দেয়ার কারণ

১ = সাধারণ ডায়েরি (জিডি)/এফআইআর গ্রহণ□ ২ = আসামীকে গ্রেফতার করানো □ ৩ = সময়মতো ও সঠিকভাবে চার্জশীট প্রদান
৪ = মামলার আলামত সংগ্রহে স্পট ভিজিট করা□ ৫ = চার্জশীট প্রদান না করা/সঠিকভাবে না দেওয়া□ ৬ = ট্রাফিক আইনে মামলা না করা
৭ = আসামীর গ্রেফতার এড়ানো □ ৮ = অবৈধ মালামাল/গাড়ী জব্দ না করা □ ৯ = এফআইআর গ্রহণ না করা
১০ = আসামির সাথে দেখা করা□ ১১ = হয়রানিমুক্তভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা □ ১২ = ক্রসফায়ার থেকে রক্ষা পাওয়া
১৩ = কোর্টে চালান না করা ১৪ = থানায় বা রিমান্ডে নির্যাতন না করা ১৫ = অন্যান্য .... ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর

৬.২.১০ জড়িত ব্যক্তি

১ = পুলিশ সুপার□ ২ = অতিরিক্ত পুলিশ সুপার □ ৩ = উর্ধ্বতন সহকারী পুলিশ সুপার□ ৪ = সহকারী পুলিশ সুপার
৫ = ইন্সপেক্টর/ ওসি□ ৬ = সাব ইন্সপেক্টর/সার্জেন্ট□ ৭ = সহকারী সাব ইন্সপেক্টর/সহকারী সার্জেন্ট□ ৮ = নায়েক
৯ = কন্সটেবল□ ১০ = থানা পুলিশ□ ১১ = অন্যান্য .... ৮৮ = জানি না□ ৯৯ = নিরুত্তর

৭. বিচার ব্যবস্থা

৭.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো আদালত থেকে বিচারিক সেবা নিয়েছেন কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

৭.২ মামলা/মোকদ্দমা সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ এবং দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

৭.২.১	৭.২.২	৭.২.৩		৭.২.৪	৭.২.৫	৭.২.৬	৭.২.৭	৭.২.৮	৭.২.৯	৭.২.১০	৭.২.১১
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	মামলার ধরন	কত সময় ধরে মামলা চলছে?		মামলা/ মোকদ্দমায় আপনার অবস্থান (১= বাদী ২= বিবাদী)	কোন আদালতে মামলাটি পরিচালিত হচ্ছে?	কোনো ধরনের দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হতে হয়েছিল কি? (১= হ্যাঁ ২= না)	কী ধরনের দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছিলেন? (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	ঘুষের পরিমাণ	ঘুষ/ অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	ঘুষের টাকা সরাসরি কার হাতে দিয়েছেন? (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)
		বছর	মাস								

৭.২.২ মামলার ধরন	১ = হত্যা; ২ = ডাকাতি; ৩ = বেআইনি সমাবেশ/দাঙ্গা/মারামারি; ৪ = ছিনতাই/চাঁদাবাজি; ৫ = প্রতারণা; ৬ = আঘাত; ৭ = চুরি; ৮ = নারী ও শিশু নির্যাতন; ৯ = পারিবারিক সহিংসতা; ১০ = সন্ত্রাসী কর্মকান্ড; ১১ = বিবাহ বিচ্ছেদ; ১২ = জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ; ১৩ = অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ; ১৪ = বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা; ১৫ = রীট; ১৬ = আপীল; ১৭= রিভিউ; ১৮ = রিভিশন; ১৯ = অন্যান্য......................
৭.২.৩ মামলার সময়কাল বা কত বছর যাবৎ মামলা চলছে? ন্যূনতম সময় ১ মাস হিসেবে আনতে হবে। (৩০ দিনের কম হলেও ১ মাস লিখুন)	
৭.২.৫ আদালতের ধরন	১ = জজ কোর্ট/দেওয়ানি আদালতসমূহ (সহকারী জজ আদালত, সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, যুগ্ম জেলা জজ আদালত, অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, জেলা জজ আদালত)
	২= ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট/জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারী আদালতসমূহ (জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, যুগ্ম মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন দায়রা জজ আদালত)
	৩ = বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল (যেমন: শ্রম আদালত, পারিবারিক আদালত, অর্থ ঋণ আদালত, আয়কর ট্রাইবুনাল, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল, নির্বাচন ট্রাইবুনাল, জন নিরাপত্তা ট্রাইবুনাল, নারী শিশু নির্যাতন দমন আদালত ইত্যাদি)......................
	৩= হাইকোর্ট বিভাগ
	৪ = আপীল বিভাগ/ সুপ্রীম কোর্ট
	৫ = অন্যান্য ....

৭.২.৭. দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	১ = ঘুষ ২ = টাকা বা অর্থের পরিবর্তে অন্য কোনো বস্তু বা উপঢৌকন ৩ = রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাব বিস্তার ৪ = আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা (যেমন: তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি... ইত্যাদি) ৫ = আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অসহযোগিতা (যেমন: তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি... ইত্যাদি) ৬ = নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী সময় দিতে চায় না ৭ = নির্ধারিত ফি প্রদান করা সত্ত্বেও আইনজীবী/ আইনজীবী সহকারি/ মুহুরী অতিরিক্ত টাকা দাবি করে ৮ = বিচারককে টাকা দিতে হবে- এ কথা বলে আইনজীবী টাকা দাবি করে ৯ = আইনজীবী মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে না ১০ = আইনজীবী মামলার অবস্থা সম্পর্কে মক্কেলকে অবহিত করে না ১১ = আইনজীবী উদ্দেশ্যমূলকভাবে সময়ক্ষেপণ করে ১২ = আইনজীবী সহকারী/ মুহুরীর মাধ্যমে হয়রানি ১৩ = দালালের মাধ্যমে হয়রানি ১৪= বিচারকের অনুপস্থিতির কারণে সময়ক্ষেপণ ১৫ = অন্যান্য...................... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৭.২.৯ ঘুষ দেওয়ার কারণ	১= বিচারককে দেওয়ার জন্য ২=মামলার রায়কে প্রভাবিত করার জন্য ৩ =দ্রুত শুনানী হওয়ার জন্য ৪= শুনানীর তারিখ পিছানোর জন্য ৫= কোনো প্রকার কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট উত্তোলনের জন্য(যেমন: রায়ের কপি বা অন্যান্য), ৬= কজ লিস্টে মামলার সিরিয়াল তোলা বা সিরিয়াল আগে করার জন্য ৭= সমন বা নোটিশ জারী করানোর জন্য ৮= বাধ্য হয়ে দিতে হয়েছে ৯=অন্যান্য .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৭.২.১০. ঘুষের টাকা সরাসরি যার হাতে দেওয়া হয়েছে	১ = উচ্চমান সহকারি ২= সেরেস্তাদার ৩ = পেশকার ৪ = নিম্নমান সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর ৫ = জারিকারক/প্রসেস সার্ভেয়ার ৬ =এম.এল.এস.এস/ পিয়ন ৭ = বিচারক/জজ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৮ = নিয়োগকৃত আইনজীবী ৯ = আইনজীবী সহকারী/ মুহুরী ১০ = সরকারপক্ষীয় আইনজীবী (পিপি/এপিপি/জিপি/এজিপি) ১১ = কোর্ট পুলিশ ১২ = দালাল ১৩ = অন্যান্য..... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৭.২.১১. জড়িত ব্যক্তি	১ = উচ্চমান সহকারি ২= সেরেস্তাদার ৩ = পেশকার ৪ = নিম্নমান সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর ৫ = জারিকারক/প্রসেস সার্ভেয়ার ৬ =এম.এল.এস.এস/ পিয়ন ৭ = বিচারক/জজ/জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ৮ = নিয়োগকৃত আইনজীবী ৯ = আইনজীবী সহকারী/ মুহুরী ১০ = সরকারপক্ষীয় আইনজীবী (পিপি/এপিপি/জিপি/এজিপি) ১১ = কোর্ট পুলিশ ১২ = দালাল ১৩ = অন্যান্য..... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর

৮. বিদ্যুৎ সেবা

৮.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনার খানা কোনো বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে কোনো ধরনের সেবা গ্রহণ করেছিলো কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ   ২ = না   (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) ☐

৮.২ খানার বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ এবং দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

৮.২.১	৮.২.২	৮.২.৩	৮.২.৪	৮.২.৫	৮.২.৬	৮.২.৭	৮.২.৮	৮.২.৯	৮.২.১০
কোন সংস্থার সেবা নিয়েছিলেন	সেবার ধরন (একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	গ্রাহকের ধরন (এক খানা একাধিক সেবার গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	মিটার আছে কি না? ১=হ্যাঁ, ২=না	বিল প্রদান পদ্ধতি	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? ১=হ্যাঁ, ২=না	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থের পরিমাণ	ঘুষ/ অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)

৮.২.১ সংস্থার নাম	১ = বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) ২ = ডিপিডিসি ৩ = ডেসকো ৪ = পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড /পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ৫ = ওজোপাডিকো ৬ = অন্যান্য ....
৮.২.২ সেবার ধরন	**নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ বা উপকরণ পরিবর্তন বা ক্রয় সংক্রান্ত** ১ = নতুন সংযোগের জন্য আবেদন করেছে ২ = নতুন সংযোগ নিয়েছেন ৩ = পুনঃসংযোগ নিয়েছে ৪ = বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন/সরবরাহ **মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা** ৫ = মিটার রিডিং ৬ = বিল ৭ = মিটারবিহীন সংযোগ ৮ = মিটার সংযোজন বা পরিবর্তন ৯ =অন্যান্য .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৯৯ = নিরুত্তর
৮.২.৩ গ্রাহক ধরন	১ = আবাসিক ২ = অনাবাসিক/বাণিজ্যিক ৩ = অন্যান্য..........................
৮.২.৫ বিল প্রদান পদ্ধতি	১ = মিটারের মাধ্যমে ২= মিনিমাম ফি ৩ = এককালীন ৪ = অন্যান্য........ ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৮.২.৭ দুর্নীতি/ হয়রানি/ অনিয়মের ধরন	**নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন বা ক্রয় সংক্রান্ত** ১ = ঘুষ/ অতিরিক্ত অর্থ ২= সময়ক্ষেপণ ৩ = দায়িত্ব পালনে অবহেলা ৪ = হোল্ডিং এর দূরত্ব ১০০ মি এর নীচে হলেও ১০০ মি. এর অধিক দূরত্বের চার্জ দাবী **মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা** ৫ = ঘুষ / অতিরিক্ত অর্থ ৬ = মিটার না দেখেই বিল প্রদান ৭= মিটার রিডার কর্তৃক অবৈধ সহকারীর মাধ্যমে মিটার রিডিং গ্রহণ ও বিল প্রদান ৮ = মিটার রিডিং-এর অতিরিক্ত টাকা বিল দিতে হয়েছে ৯= মিটার রিডার/সুপারভাইজারের সাথে মাসিক চুক্তি না করায় বেশি বিল প্রদান করে ১০ = মিটার রিডার/সুপারভাইজারের সাথে মাসিক চুক্তি না করায় মিথ্যা মামলা দায়েরের হুমকি ১১ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)............. ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৮.২.৯ ঘুষ দেয়ার কারণ	নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন বা ক্রয় সংক্রান্ত ১ = বাধ্যতামূলক দিতে হয় ২= বিদ্যুৎ স্টাফ কর্তৃক অতিরিক্ত টাকা দাবি ৩ = দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত সেবা পাবার জন্য ৪ = বৈদ্যুতিক তার, মিটার কিংবা যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের সময় ঘুষ দিতে হয়েছে ৫ = কাগজপত্র ঠিক না থাকার কারণে বিল, মিটারবিহীন সংযোগ ও অন্যান্য সেবা ৬ = অতিরিক্ত বিলের ঝামেলা এড়ানো বা অতিরিক্ত বিল কমিয়ে দেওয়ার জন্য ৭= মিটার রিডিং কমানোর জন্য ৮ = বিল পরিশোধ না করেও সংযোগ বজায় রাখার জন্য ৯ = মিটারবিহীন বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জন্য ১০ = বাণিজ্যিক বিলকে আবাসিক হিসেবে দেখানোর জন্য ১১ = অযৌক্তিক অভিযোগ এড়ানোর জন্য ১২ = অন্যান্য......... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৮.২.১০ জড়িত ব্যক্তি	১ = নির্বাহী প্রকৌশলী ২ = সহকারী প্রকৌশলী ৩ = লাইনম্যান ৪ = বিলিং স্টাফ ৫ = মিটার রিডার ৭ = পরিদর্শক ৬ = হেলপার/ রিপেয়ারম্যান/ ইলেকট্রিশিয়ান ৮ = ঠিকাদার ৯ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর

৯. ওয়াসার পানি সেবা

৯.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনার খানায় পানি সরবরাহকারী কোনো সংস্থা থেকে পানি সরবরাহ সংক্রান্ত কোনো সেবা গ্রহণ করেছিলেন কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান)

৯.২ খানায় পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ এবং দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

৯.২.১	৯.২.২	৯.২.৩	৯.২.৪	৯.২.৫	৯.২.৬	৯.২.৭			৯.২.৮	৯.২.৯		৯.২.১০	
গ্রাহকের ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক ধরনের গ্রাহক হলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**কোন সংস্থার সেবা নিয়েছিলেন**	**সেবার ধরন** (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	**মিটার আছে কি না?** (১=হ্যাঁ, ২=না)	**বিল প্রদান পদ্ধতি**	**দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?** (১=হ্যাঁ, ২=না)	**দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন** (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)			**ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থের পরিমাণ**	**ঘুষ/রশিদ ছাড়া টাকা দেওয়ার কারণ** (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)		**জড়িত ব্যক্তি** (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	

৯.২.১ গ্রাহক ধরন	১=আবাসিক ২= অনাবাসিক/বানিজ্যিক ৩ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন).............................
৯.২.২ সংস্থার নাম	১ = ঢাকা ওয়াসা ২ = চট্টগ্রাম ওয়াসা ৩ = খুলনা ওয়াসা ৪ = রাজশাহী ওয়াসা ৫ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন).........
৯.২.৩ সেবার ধরন	**নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ বা উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় এবং অন্যান্য সেবা** ১ = নতুন সংযোগের জন্য আবেদন ২ = নতুন সংযোগ ৩ = পুনঃ সংযোগ ৪ = পানির গাড়ির মাধ্যমে পানি সরবরাহ ৫ = অস্থায়ী সংযোগ ৬ = মিটার/পাইপ (যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবর্তন ও ক্রয়) ৭ = গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য আবেদন
	মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা ৮ = মিটার রিডিং ৯ = বিল ১০ = মিটারবিহীন সংযোগ ১১ =মিটার ক্রয়/সংযোজন বা পরিবর্তন ১২ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন).................................. ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
৯.২.৫ বিল প্রদান পদ্ধতি	১ = মিটারের মাধ্যমে ২ = মিটারবিহীন ৩ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)........................... ৭৭=প্রযোজ্য নয় ৯৯ = নিরুত্তর
৯.২.৭ দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	**নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ বা উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয় এবং অন্যান্য সেবা** ১ = ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ আদায় ২ = পানির সংযোগ দেওয়া হবেনা বলে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় ৩ = সময়ক্ষেপণ ৪ = নির্দিষ্ট স্থানে টিউব ওয়েল বসানোর জন্য প্রভাব বিস্তার ৫ = দালালের হস্তক্ষেপ ৬ = দায়িত্ব পালনে অবহেলা ৭ = নিরাপত্তা জামানত ফেরত না দেওয়া
	মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা ৮=ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়া ৯ = অতিরিক্ত বিল/ভৌতিক বিল দেওয়া ১০ = অতিরিক্ত বিল কমানোর জন্য ঘুষ দাবী ১১=অনিয়মিত মিটার রিডিং গ্রহণ ১২ = বিল সংশোধনে বিলম্ব করা ১৩=বিল সংশোধনের সময় সব পুরানো বিল দাখিল করতে বলা ১৪ = প্রদত্ত বিলের রশিদ লেজার বুকে না উঠানো ১৫=মিটার রিডার কর্তৃক অবৈধ সহকারীর মাধ্যমে মিটার রিডিং গ্রহণ ও বিল প্রদান ১৬=দালালের হস্তক্ষেপ ১৭ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন) .... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর

৯.২.৯ ঘুষ/রশিদ ছাড়া টাকা দেওয়ার কারণ	**নতুন সংযোগ, পুনঃ সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন এবং ক্রয় সংক্রান্ত** ১ = দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত সংযোগ পাবার জন্য ২ = আবেদনের চেয়ে বেশী ব্যাসের পাইপের মাধ্যমে সংযোগ নেওয়ার জন্য ৩ = পানি সংযোগ পাইপের আকার বর্ধিতকরণের জন্য ৪ = বাণিজ্যিক হতে আবাসিক সংযোগে পরিবর্তন করার জন্য ৫ = মধ্যস্থতাকারী বা দালালকে দেওয়ার জন্য ৬ = ফাইল হস্তান্তর করার জন্য ৭ = উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রদান করার জন্য ৮ = ইন্সটলেশন সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য ৯ = পানির গাড়ির মাধ্যমে পানি পাওয়ার জন্য	
	মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা ১০ = মিটারবিহীন পানি ব্যবহার করা ১১ = অতিরিক্ত বিল কমিয়ে দেওয়া ১২ = বাণিজ্যিক বিলকে আবাসিক হিসেবে দেখানো ১৩ = অতিরিক্ত বিলের ঝামেলা বা অযৌক্তিক অভিযোগ এড়ানো ১৪ = বিল পরিশোধ না করেও সংযোগ বজায় রাখা ১৫ = মধ্যস্থতাকারী বা দালালকে দেওয়া ১৬ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন).............. ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর	
৯.২.১০ জড়িত ব্যক্তি	১ = নির্বাহী প্রকৌশলী ২ = সহকারী প্রকৌশলী ৩ = ওয়াসা/সরবরাহকারী সংস্থার স্টাফ ৪= শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা ৫ = মেকানিক/মিস্ত্রী ৬ = পরিদর্শক ৭= দালাল ৮ = অন্যান্য (উল্লেখ করুন)........................ ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর	

১০. বিআরটিএ সেবা

১০.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য বিআরটিএ হতে গাড়ির ড্রাইভার/চালক বা মালিক হিসেবে কোনো প্রকার সেবা নিয়েছে কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান)

১০.২ খানার সদস্যদের বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

১০.২.১	১০.২.২	১০.২.৩	১০.২.৪	১০.২.৫	১০.২.৬	১০.২.৭	১০.২.৮	১০.২.৯
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	সেবা গ্রহীতার ধরন	বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	যার মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করা হয়েছে	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (১ = হ্যাঁ ২ = না)	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	রশিদ ছাড়া অর্থ/ ঘুষের পরিমাণ	ঘুষ/রশিদ ছাড়া অর্থ দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)

১০.২.২ সেবা গ্রহীতার ধরন	**ক. চালক হিসেবে**	১ = চালক (প্রাইভেট যান) ২ = চালক (ভাড়ায় চালিত যান) ৩ = চালক (কোম্পানির যান) ৪ = চালক (সরকারি যান) ৫ = অন্যান্য ---------------
	খ. মালিক হিসেবে	৬ = মালিক (প্রাইভেট) ৭ = মালিক (ভাড়ায় দেয়া)
১০.২.৩ সেবার ধরন	**ক. চালক সংশ্লিষ্ট সেবা**	১ = ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পরীক্ষা দেয়া ২ = ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ ৩ = ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন ৪ = হারানো লাইসেন্সের কপি সংগ্রহ
	খ. মালিক সংশ্লিষ্ট সেবা	৫ = মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ৬ = মালিকানা/ব্যবসার ঠিকানা বদল ৭ = ফিটনেস সনদ ৮ = রুট পারমিট ৯ = কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্তি ১০= গাড়ির হারানো নথি/সনদ সংগ্রহ ১১ = জরিমানা জমা দেয়া ১২ = ট্যাক্স টোকেন ১৩ = গাড়ির কাগজ পত্র জমা দেয়া ১৪ = অন্যান্য ----------- ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
১০.২.৪ সেবা গ্রহণের মাধ্যম	১ = নিজে/পরিবারের সদস্য/আত্মীয় ২ = দালাল ৩ = নিজ অফিসের কর্মী ৪ = গাড়ি বিক্রেতা ৫ = প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৬ = পরিবহন সমিতি ৭ = অন্যান্য ------- ৮৮ = জানি না	
১০.২.৬ দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	১ = ঘুষ প্রদান/রশিদ ছাড়া টাকা আদায় ২ = ভীতি/চাপ প্রয়োগ করে ৩ = সময়ক্ষেপণ/বার-বার তারিখ পরিবর্তন ৪ = স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব ৫ = রেকর্ডবুকে হিসাব/নথি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া ৬ = প্রতারণা ৭ = ড্রাইভিং পরীক্ষায় ফেল করানো ৮ = বৈধ/সঠিক লাইসেন্স না পাওয়া ৯ = বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়া ১০ = অন্যান্য --------- ৮৮ = জানি না	
১০.২.৮ রশিদ ছাড়া/ ঘুষ/অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ	১ = টাকা ছাড়া সেবা পাওয়া যায় না ২ = সময়মতো সেবা পাওয়া ৩ = দ্রুত সেবা পাওয়া ৪ = পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়া ৫ = পরীক্ষা ছাড়া/হাজির না হয়ে আনফিট গাড়ির ফিটনেস সনদ ৬ = নিয়ম কানুন না জানায় ৭ = জরিমানা/ শাস্তির পরিমাণ কমাতে ৮ = ফাইল স্থানান্তরিত করার জন্য ৯ = অন্যান্য.......................... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না	
১০.২.৯ জড়িত ব্যক্তি	১ = বিআরটিএ সহকারী পরিচালক ২ = এমভিআই/ইন্সপেক্টর ৩ = বিআরটিএ কর্মচারী ৪ = দালাল ৫ = বিআরটিএ সিল মেকানিক ৬ = শ্রমিক সমিতি ৭ = মালিক সমিতি ৮ = ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৯ = গাড়ির বিক্রেতা/কোম্পানি ১০ = মোবাইল কোর্টের সদস্য ১১ = অন্যান্য ------------ ৮৮ = জানি না	

১১. ব্যাংক

১১.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনি বা আপনার খানা কোনো সদস্য কি কোনো ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

১১.২ ব্যাংক সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

১১.২.১	১১.২.২	১১.২.৩	১১.২.৪	১১.২.৫	১১.২.৬	১১.২.৭	১১.২.৮	১১.২.৯
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (১ = হ্যাঁ ২ = না)	দুর্নীতির/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	টাকার পরিমাণ	টাকা দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	ঋণের আবেদন করার কতদিন পর ঋণ পেয়েছিলেন ? (দিন) ৭৭ = প্রযোজ্য নয়

১১.২.২ ব্যাংকের ধরন	১=সরকারি তফসিলি/ বিশেষায়িত ব্যাংক ২= বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৩ = কৃষি ব্যাংক ৪ = বহুজাতিক ব্যাংক ৫ = অন্যান্য....................
১১.২.৩ সেবার ধরন	১ = চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ ২ = ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ ৩ = ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ ৪ = বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ ৫ = হিসাব/এলসি খোলা ৬ = রেমিট্যান্স উত্তোলন ৭ = পে/মানি অর্ডার ৮ = কৃষি ঋণ ৯ = বয়স্কভাতা/ পেনশনের টাকা উত্তোলন ১০ = অন্যান্য.................... ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ = নিরুত্তর
১১.২.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	১ = ঘুষ ২= নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ঋণ হতে কমিশন আদায় ৩ = অযথা সময়ক্ষেপণ ৪ = আংশিক/ভুল তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা ৫ = সেবা প্রদানে অনীহা/অসহযোগিতা ৬= অযথা বিভিন্ন ধরনের কাগজ বা দলিল জমা দেয়ার জন্য চাপ প্রদান ৭= অন্যান্য ----------- ৭৭=প্রযোজ্য নয়
১১.২.৭ ঘুষ বা অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার কারণ	১ = কাজ দ্রুত হওয়া ২ = সহজে ঋণ পাওয়া ৩ = অবৈধভাবে ঋণ পাওয়া ৪ = প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা ৫ = বাধ্য হয়ে টাকা প্রদান ৬ = অন্যান্য --------------
১১.২.৮ জড়িত ব্যক্তি	১ = কর্মকর্তা ২ = কর্মচারী ৩ = দালাল ৪ = সিবিএ প্রতিনিধি ৫ = অন্যান্য ....

১২. বীমা

১২.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কি কোনো বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) ☐

১২.২ খানার সদস্য কর্তৃক গৃহীত বীমা সংক্রান্ত সেবা ও দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

১২.২.১	১২.২.২	১২.২.৩	১২.২.৪	১২.২.৫			১২.২.৬	১২.২.৭			১২.২.৮		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	বীমা প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণ করলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (১ = হ্যাঁ ২ = না)	দুর্নীতি/ অনিয়মের অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)			টাকার পরিমাণ	টাকা দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)			জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)		

১২.২.২ বীমা প্রতিষ্ঠানের ধরন	১= সরকারি ২= বেসরকারি ৩ = বহুজাতিক
১২.২.৩ সেবার ধরন	১= জীবন বীমা ২=স্বাস্থ্য বীমা ৩ = শিক্ষা ৪= সঞ্চয় ৫ = আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা ৬=অবসর বীমা ৭= মোটরযান বীমা ৮= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)...........................
১২.২.৫ দুর্নীতির ধরন	১= ঘুষ ২= সম্পূর্ণ টাকা না দেয়া ৩= অর্থ প্রদানে বাধ্য করা ৪= কিস্তির টাকা আত্মসাৎ ৫= বীমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করা ৬= বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে সেসব সুবিধা না দেয়া ৭= বীমার দাবি পরিশোধে দীর্ঘসূত্রতা/ সময়ক্ষেপণ ৮= অপ্রয়োজনীয় কাগজ জমা দিতে চাপ প্রদান ৯= অন্যান্য -------------- ৭৭= প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না ৯৯ =নিরুত্তর
১২.২.৭ ঘুষ বা অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার কারণ	১= বীমার টাকা উত্তোলনে হয়রানি এড়াতে ২= অপ্রয়োজনীয় কাগজ জমা দেওয়া এড়াতে ৩= অন্যান্য..........
১২.২.৮ জড়িত ব্যক্তি	১ = কর্মকর্তা ২ = কর্মচারী ৩ = দালাল ৪ = সিবিএ প্রতিনিধি ৫ = অন্যান্য ....

১৩. কর ও শুল্ক

১৩.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো কর (ট্যাক্স) দিয়েছেন কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ   ২ = না

১৩.২ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কোনো শুল্ক দিয়েছেন কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ   ২ = না   (১৩.১ ও ১৩.২ উভয় প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

১৩.৩ খানার সদস্যদের কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ, দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য

১৩.৩.১	১৩.৩.২	১৩.৩.৩	১৩.৩.৪	১৩.৩.৫			১৩.৩.৬	১৩.৩.৭			১৩.৩.৮		
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	কর ও শুল্কের ধরন	সেবা গ্রহণকারীর ধরন	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (হ্যাঁ=১; না=২)	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)			টাকার পরিমাণ	টাকা দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)			জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)		

১৩.৩.২ কর ও শুল্কের ধরন	১= আয়কর ২= ভ্রমণ কর ৩= ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) ৪= আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ৫= পণ্য শুল্ক (এয়ারপোর্টে/স্থলবন্দরে) ৬= ডাক শুল্ক ৭= অন্যান্য---------
১৩.৩.৩ সেবা গ্রহণকারীর ধরন	১= ব্যক্তিগত ২= বাণিজ্যিক (ব্যবসার প্রয়োজনে)
১৩.৩.৫ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	১= ঘুষ ২= অর্থ প্রদানে বাধ্য করা ৩= অযথা সময়ক্ষেপণ ৪= আইনের ধারার অপব্যাখ্যা করা ৫= ফাইল হারিয়ে ফেলা ৬= রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ৭= অন্যান্য
১৩.৩.৭ ঘুষ বা অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার কারণ	১= টিআইএন/ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করতে ২= কর/শুল্ক নির্ধারণ করতে ৩= ভুল এসেসমেন্ট সংশোধন করতে ৪= অযথা বিভিন্ন ধরনের কাগজ বা দলিল জমা দেওয়া এড়াতে ৫= মামলা থেকে অব্যাহতি পেতে ৬= ধার্যকৃত করের পরিমাণ কমাতে ৭= আমদানিকৃত পণ্যের কায়িক পরীক্ষা করাতে ৮= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)--------------
১৩.৩.৮ জড়িত ব্যক্তি	১=কর আইনজীবী ২= কর/শুল্ক কর্মকর্তা ৩= ইন্সপেক্টর ৪= সুপারিন্টেন্ডেন্ট ৫= সিএন্ডএফ এজেন্ট ৬= দালাল ৭= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)------------ ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না

১৪. শ্রম অভিবাসন

১৪.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনার পরিবারের কোনো সদস্য কাজের জন্য বিদেশ গিয়েছেন?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না

১৪.২ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) খানার কোনো সদস্য কি কাজের জন্য বিদেশ যাওয়ার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে অপেক্ষা করছেন?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না (১৪.১ও ১৪.২ উভয় প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/সেকশনে চলে যান)

১৪.৩ খানার সদস্যদের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

১৪.৩.১	১৪.৩.২	১৪.৩.৩	১৪.৩.৪	১৪.৩.৫	১৪.৩.৬	১৪.৩.৭					১৪.৩.৮	
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	কোন দেশে গিয়েছেন বা যাবেন?	ভিসার ধরন	কার কাছ থেকে ভিসা কিনেছেন (মাধ্যম)	সর্বমোট কত টাকা খরচ হয়েছে? (ভিসা, টিকেট, মেডিকেল,পাসপোর্ট) ৮৮= জানি না	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি? (১=হ্যাঁ, ২=না)	দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)					জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	

১৪.৩.২ দেশের কোড	১=সৌদি আরব ২=আরব-আমিরাত ৩=ওমান ৪=কুয়েত	৫=জর্ডান ৬=ব্রুনেই ৭=কাতার ৮=লেবানন	৯=বাহরাইন ১০=ইরাক ১১=মালয়েশিয়া ১২=সিঙ্গাপুর	১৩=দক্ষিণ কোরিয়া ১৪=ইটালি ১৫=মিশর ১৬= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
১৪.৩.৩ ভিসার ধরন	১=চুক্তিভিত্তিক নির্দিষ্ট মেয়াদী কর্ম ভিসা	২=ফ্রি ভিসা ৩= ভ্রমন/ট্যুরিষ্ট	৪ =শিক্ষা ভিসা ৫=চিকিৎসা ভিসা	৬=হজ্জ/ ওমরা ৭=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
১৪.৩.৪ ভিসা বিক্রেতা	১=রিক্রুটিং এজেন্সি ২=বোয়েসল(সরকারি)	৩=পরিবারের সদস্য/আত্মীয়/ পরিচিত ব্যক্তি		৪=দালাল ৫=অন্যান্য(উল্লেখ করুন)
১৪.৩.৭ দুর্নীতির ধরন	১= টাকা আত্মসাৎ করেছে ২= অতিরিক্ত টাকা নিয়েছে	৩= চুক্তি অনুযায়ী কাজ দেয় নি ৪= চুক্তি অনুযায়ী বেতন দেয়নি		৬= সঠিক দেশে পাঠায় নি ৫=অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ ৭= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
১৪.৩.৮ জড়িত ব্যক্তি	১= রিক্রুটিং এজেন্ট ২=বোয়েসল	৩=দালাল		৪= আত্মীয়/পরিচিত ব্যক্তি ৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

১৫. নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি

১৫.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনার খানার কোনো সদস্য চাকরি সংক্রান্ত (নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি) কোনো ধরনের সেবা গ্রহণ করেছেন কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) [ ]

১৫.২ নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

১৫.২.১	১৫.২.২	১৫.২.৩	১৫.২.৪	১৫.২.৫	১৫.২.৬	১৫.২.৭			১৫.২.৮	১৫.২.৯	
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের নাম	কোন শ্রেনীর পদে চাকরি করেন	সেবার ধরন	অনিয়ম/ দুর্নীতির শিকার হয়েছেন কি? (১=হ্যাঁ,২=না)	অনিয়ম/ দুর্নীতির ধরন (একাধিক উত্তর হতে পারে)			ঘুষের পরিমাণ	জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর হতে পারে)	

১৫.২.২ প্রতিষ্ঠানের ধরন	১ = সরকারি ২ = বেসরকারি ৩ = এনজিও ৪ = স্বায়ত্তশাসিত ৫ = প্রতিরক্ষা বাহিনী ৬ = অন্যান্য ....
১৫.২.৪ চাকরির শ্রেণী	১ = প্রথম শ্রেণী (ক্যাডার) ২ = প্রথম শ্রেণী (নন ক্যাডার/ প্রাইভেট) ৩ = দ্বিতীয় শ্রেণী ৪ = তৃতীয় শ্রেণী ৫ = চতুর্থ শ্রেণী ৬ = অন্যান্য
১৫.২.৫ সেবার ধরন	১ = চাকরিতে নিয়োগ ২ = পদোন্নতি ৩ = বদলি ও পদায়ন ৪ = অন্যান্য...........
১৫.২.৭ দুর্নীতি/অনিয়মের ধরন	১ = ঘুষ দিতে হয়েছে ২ = রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে হয়েছে ৩ = স্বজনপ্রীতি ৪ = অন্যান্য ....
১৫.২.৯ জড়িত ব্যক্তি	১ = সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারী ২ = পিএসসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী ৩ = মন্ত্রী/ এমপি ৪ = অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা/কর্মী ৫ = অন্যান্য ....

১৬. এনজিও

১৬.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) আপনি বা আপনার খানার কোনো সদস্য কি কোনো এনজিও (সমবায় সমিতি নয়) থেকে সেবা নিয়েছেন?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ ২ = না □ □ (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান) ☐

১৬.২ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২) খানার সদস্যদের সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

সকল সেবার ক্ষেত্রে			ঋণসেবা নিলে এই প্রশ্ন করেন				সকল সেবার ক্ষেত্রে			
১৬.২.১	১৬.২.২	১৬.২.৩	১৬.২.৪	১৬.২.৫	১৬.২.৬	১৬.২.৭	১৬.২.৮	১৬.২.৯	১৬.২.১০	১৬.২.১১
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	**সেবার ধরন** (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা নিলে, ভিন্ন সারিতে তথ্য নিন)	**এনজিওর ধরন** (এক ব্যক্তি একাধিক এনজিও থেকে সেবা নিলে ভিন্ন সারিতে তথ্য নিন)	**ঋণ নিলে, কত টাকা?** (৭৭= প্রযোজ্য নয়)	**কোন কাজের জন্যে ঋণ তুলেছিলেন** (৯৯=নিরুত্তর, ৭৭= প্রযোজ্য নয়)	**যে যে কাজে টাকা ব্যয় করা হয়েছে** (৯৯= নিরুত্তর, ৭৭= প্রযোজ্য নয়)	**ঋণের টাকা যথার্থ কারণে ব্যয় হল কিনা তা এনজিও মনিটরিং করেছিল** (১=হ্যাঁ; ২=না; ৯৯=নিরুত্তর, ৭৭= প্রযোজ্য নয়)	**কোনো দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন** (১=হ্যাঁ; ২=না; ৯৯= নিরুত্তর, ৭৭= প্রযোজ্য নয়)	**হ্যাঁ হলে, কোন ধরনের দুর্নীতি/ অনিয়ম** (৯৯=নিরুত্তর, ৭৭= প্রযোজ্য নয়)	**ঘুষ দিলে, তার পরিমাণ** (টাকায়) (৯৯= নিরুত্তর, ৭৭= প্রযোজ্য নয়)	**ঘুষ/টাকা দেওয়ার কারণ** (৯৯=নিরুত্তর, ৭৭= প্রযোজ্য নয়)

১৬.২.২ সেবার ধরন	১=ক্ষুদ্র ঋণ□ ২= শিক্ষা□ ৩=স্বাস্থ্য□ ৪= বিশুদ্ধ পানি□ ৫= স্যানিটারি ল্যাট্রিন ৬= প্রশিক্ষণ ৭= ত্রাণ□ ৮= পুনর্বাসন□ ৯= আইনি সহায়তা□ ১০= সঞ্চয়□ ১১ = অন্যান্য........................
১৬.২.৩ এনজিওর□ ধরন□	(স্থানীয় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে থাকলে তার তথ্য নেওয়ার দরকার নেই) ১ = স্থানীয়□ ২ = জাতীয়□ ৩ = আন্তর্জাতিক□ ৪ = গ্রামীন ব্যাংক□ ৫ = অন্যান্য ....
১৬.২.৫ কোন কাজের জন্যে ঋণ তুলেছিলেন	১ = গরু-ছাগল পালন□ ২ = মুরগি পালন□ ৩ = মৎস্য চাষ□ ৪ = কৃষি কাজ□ ৫ = হস্তশিল্প ৬ = বনায়ন□ □ ৭ = মৌ-চাষ□ ৮ = রেশম চাষ□ ৯ = অন্যান্য.........................
১৬.২.৬ যে যে কাজে টাকা ব্যয় করা হয়েছে	১ = যে কাজে তুলেছিলাম, সে কাজেই ব্যয় করেছি ২ =পারিবারিক প্রয়োজনে (চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, বিবাহ ইত্যাদি) ব্যবহার করেছি ৩ = উচ্চ সুদে অন্য একজনকে ধার দিয়েছি ৪= অন্য এনজিও হতে গৃহীত ঋণের কিস্তি শোধ করেছি ৫ = ব্যক্তির কাছে থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেছি ৬ = অন্যান্য ....
১৬.২.৯ দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	১= ঘুষ প্রদান ২= স্বজনপ্রীতি ৩= ত্রাণ পরিমাণে কম দিয়েছে ৪= ত্রাণ বা পুনর্বাসন প্রাপ্য হলেও তা পাইনি ৫= অপ্রয়োজনীয় অন্য সেবা গ্রহণে বাধ্য করা ৬= (বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয়ের জন্য অর্থ কাটা বাদে) ঋণের পরিমাণের থেকে কম দেয়া ৭= কিস্তি যথাসময়ে শোধ করতে না পারায় গালিগালাজ/ভয় প্রদর্শন/শারীরিক নির্যাতন করে কিস্তি আদায় করেছে ৮= কিস্তি যথাসময়ে শোধ করতে না পারায় প্রভাবশালীদের (চেয়ারম্যান, মেম্বার, পুলিশ, মাস্তান প্রভৃতি) সহায়তায় জোরপূর্বক কিস্তি আদায় করেছে ৯= কিস্তি যথাসময়ে শোধ করতে না পারায় গবাদি পশু, আসবাব পত্র, ঘরের টিন, গয়না ইত্যাদি নিয়ে গেছে ১০= অন্যান্য..
১৬.২.১১ ঘুষ বা অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার কারণ	১= অর্থ বা গিফট না দিলে প্রাপ্য সেবা না পাওয়ার ভয় ২= যোগ্য না হয়েও সেবা পেতে ৩= অতি দ্রুত এনজিও সেবা পেতে ৪= অপ্রয়োজনীয় সেবা না নিলে ঋণ না পাওয়ার ভয় ৫= নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ধারণার অভাব ৬= অন্যান্য ....

১৭. অন্যান্য খাত

১৭.১ গত এক বছরের মধ্যে (মে ২০১১ - এপ্রিল ২০১২)আপনার খানার কোনো সদস্য অন্য কোন খাত হতে সেবা নিয়েছিল কি?

উত্তর : ১ = হ্যাঁ   ২ = না   (উত্তর 'না' হলে পরবর্তী খাত/ সেকশনে চলে যান)

১৭.২ খানার সদস্যদের অন্যান্য খাতে সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতি/অনিয়মের তথ্য

১৭.২.১	১৭.২.২	১৭.২.৩	১৭.২.৪			১৭.২.৫	১৭.২.৬		১৭.২.৭	
খানা সদস্যের ক্রমিক নম্বর	সেবার ধরন (এক ব্যক্তি একাধিক সেবা গ্রহণকরলে ভিন্ন সারিতে পূরণ করতে হবে)	দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছেন কি?	কী ধরনের দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার হয়েছিলেন (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)			টাকার পরিমাণ	টাকা দেওয়ার কারণ (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)		জড়িত ব্যক্তি (একাধিক উত্তর গ্রহণীয়)	

১৭.২.২ অন্যান্য সেবা খাতের নাম	১ = পাসপোর্ট ২ = বিটিসিএল ৩ = পেনশন ৪ = পোস্ট অফিস ৫ = অন্যান্য......
১৭.২.৪ দুর্নীতি/ অনিয়মের ধরন	১= ঘুষ বা অতিরিক্ত টাকা আদায় ২= জোর করে অর্থ আদায় ৩= আত্মসাৎ ৪= স্বজনপ্রীতি ৫= প্রতারণা ৬=সময়ক্ষেপণ ৫= অন্যান্য ....
১৭.২.৬ কেন ঘুষ বা অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে	১= টাকা দিতে বাধ্য করেছে ২ = কর্মকর্তা / কর্মচারী কর্তৃক অতিরিক্ত টাকা দাবী ৩= দ্রুত বা কম সময়ে সেবা পাবার জন্য ৪= ঝামেলামুক্ত সেবা পাওয়ার জন্য ৫= অন্যান্য ....
১৭.২.৭ জড়িত ব্যক্তি	১= কর্মকর্তা ২= কর্মচারী ৩=দালাল ৪= জনপ্রতিনিধি ৫= অন্যান্য ....

বিভাগ ঘ: খানার আর্থ-সামাজিক তথ্য

১৮.১ খানার মাসিক খরচ (খানার সকল সদস্যের মোট খরচ)

ক্রমিক নম্বর	খরচের খাত	খরচ (টাকায়)
১	খাদ্য বাবদ	
২	বাড়ি ভাড়া বাবদ	
৩	শিক্ষা/লেখাপড়া বাবদ	
৪	চিকিৎসা বাবদ	
৫	ঋণের কিস্তি পরিশোধ	
৬	অন্যান্য	
	মোট টাকা	

১৮.২ খানার মাসিক আয় (সকল উপার্জনকারী সদস্যের মোট আয়)

ক্রমিক নম্বর	আয়ের উৎস	মোট আয় (টাকায়)
১	চাকরি/ দিন মজুরি হতে আয়	
২	ব্যবসা হতে আয়	
৩	বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ	
৪	কৃষিজাত পণ্য /ফসল হতে আয়	
৫	মাছ. হাঁসমুরগী ও পশুপালন হতে আয়	
৬	দেশের অন্য স্থান হতে প্রেরিত অর্থ	
৭	অন্যান্য	
	মোট টাকা	

১৮.৩ খানার মালিকাধীন বসতবাটি/ফ্লাট ও জমি সংক্রান্ত তথ্য

১৮.৩.১	১৮.৩.২	১৮.৩.৩	১৮.৩.৪
মালিকাধীন বসতবাটি আছে কি? (১= হ্যাঁ, ২= না)	মালিকাধীন ফ্লাট আছে কি? (১= হ্যাঁ, ২= না)	কৃষি জমির পরিমাণ (শতকে লিখুন)	অ-কৃষি/অন্যান্য জমির পরিমাণ (শতকে লিখুন)

১৮.৪ তথ্যদাতার মতে কোন তিনটি সেবা খাত সবচেয়ে দুর্নীতিপ্রবণ? (তথ্যদাতার ধারনায় উচ্চ ক্রমানুযায়ী ১, ২, ৩ নম্বর প্রদান করুন)

সেবাখাতের নাম		র‍্যাংক দিন
১৮.৪.১	শিক্ষা	
১৮.৪.২	স্বাস্থ্য	
১৮.৪.৩	স্থানীয় সরকার	
১৮.৪.৪	কৃষি	
১৮.৪.৫	ভূমি প্রশাসন	
১৮.৪.৬	আইন শৃংখলা রক্ষাকারীবাহিনী ও অন্যান্য	
১৮.৪.৭	বিচারিক সেবা	
১৮.৪.৮	বিদ্যুৎ সেবা	
১৮.৪.৯	ওয়াসার সেবা	
১৮.৪.১০	বিআরটিএ	
১৮.৪.১১	কর ও শুল্ক	
১৮.৪.১২	ব্যাংকিং	
১৮.৪.১৩	শ্রম অভিবাসন	
১৮.৪.১৪	নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি	
১৮.৪.১৫	এনজিও	
১৮.৪.১৬	জনপ্রশাসন/সরকারী আমলা	
১৮.৪.১৭	রাজনীতিবিদ	
১৮.৪.১৮	সামরিক বাহিনী	
১৮.৪.১৯		
১৮.৪.২০		

১৮.৫ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি/অনিয়মের ফলে সৃষ্ট প্রভাব (উপযুক্ত ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন)

১৮.৫.১	**১৮.৫.২**			**১৮.৫.৩**			**১৮.৫.৪**		**১৮.৫.৫**	
দুর্নীতি/অনিয়মের ফলে আপনার খানা ও খানার সদস্যদের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কি? (১ = হ্যাঁ ২ = না)	**আয়ের ক্ষেত্রে** (আয়ের সুযোগ নষ্ট হয়, প্রত্যাশিত আয় কমে যায় ইত্যাদি) ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না			**ব্যয়ের ক্ষেত্রে** (সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় বেড়ে যায়, অন্যান্য খাতে ব্যয় কমাতে হয় ইত্যাদি) ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না			**মানসিক** ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না		**অন্যান্য** ৭৭ = প্রযোজ্য নয় ৮৮ = জানি না	

১৮.৫.২ আয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব	১= জমি বিক্রি ২= ঋণ গ্রহণ ৩ = সঞ্চয় ভেঙ্গে ফেলতে হয়েছে ৪ = সময় ব্যয় করতে হয়েছে/কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে ৫= অন্যান্য ---------
১৮.৫.৩ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব	১ = সংসারের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ২= সঞ্চয় কমে গেছে ৩= অন্যান্য খাতে (খাবার, পোশাক, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি) খরচ কমাতে হয়ে
১৮.৫.৪ মানসিক প্রভাব	১ = হতাশা ২ = দুশ্চিন্তা ৩ = ক্ষোভ সৃষ্টি হয় ৪ = সম্মানহানি হয় ৫= অন্যান্য --------
১৮.৫.৫ অন্যান্য প্রভাব	

১৮.৬ দুর্নীতি প্রতিরোধে আপনার (খানা প্রধান/তথ্যদাতার) সুপারিশ কি?

□ ১. … … … … … … … … … … … … … …

□ ২. … … … … … … … … … … … … … …

□ ৩. … … … … … … … … … … … … … …

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮৫৪৪৫৬, ৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েব সাইট: www.ti-bangladesh.org

ISBN : 978-984-33-8376-1